আল-ফিরদাউস

সংবাদ সমগ্র

অক্টোবর, ২০২২ঈসায়ী

আল-ফিরদাউস সংবাদ সমগ্র

অক্টোবর , ২০২২ঈসায়ী

****

AL-FIRDAWS NEWS

আল-ফিরদাউস নিউজ

সূচিপত্র :

৩১শে অক্টোবর , ২০২২........5
৩০শে অক্টোবর , ২০২২........10
২৯শে অক্টোবর , ২০২২........17
২৮শে অক্টোবর , ২০২২........20
২৭শে অক্টোবর , ২০২২........25
২৬শে অক্টোবর , ২০২২........28
২৫শে অক্টোবর , ২০২২........31
২৪শে অক্টোবর , ২০২২........35
২৩শে অক্টোবর , ২০২২........36
২২শে অক্টোবর , ২০২২........43
২১শে অক্টোবর , ২০২২........46
২০শে অক্টোবর , ২০২২........52
১৯শে অক্টোবর , ২০২২........58
১৮ই অক্টোবর , ২০২২........64
১৭ই অক্টোবর , ২০২২........68
১৬ই অক্টোবর , ২০২২........72
১৫ই অক্টোবর , ২০২২........75
১৪ই অক্টোবর , ২০২২........79
১৩ই অক্টোবর , ২০২২........84
১২ই অক্টোবর , ২০২২........90
১১ই অক্টোবর , ২০২২........96
১০ই অক্টোবর , ২০২২........100
০৯ই অক্টোবর , ২০২২........106
০৮ই অক্টোবর , ২০২২........111
০৭ই অক্টোবর , ২০২২........115
০৬ই অক্টোবর , ২০২২........118
০৫ই অক্টোবর , ২০২২........123
০৪ঠা অক্টোবর , ২০২২........130
০৩রা অক্টোবর , ২০২২........134
০২রা অক্টোবর , ২০২২........138
০১লা অক্টোবর , ২০২২........143

আল-ফিরদাউস সংবাদ সমগ্র || অক্টোবর, ২০২২ঈসায়ী

৩১শে অক্টোবর, ২০২২

২ দিনে মালির ৩টি শহর ও ৫টি এলাকার নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে আল-কায়েদা

সম্প্রতি পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালির মোপ্তি ও মেনাকা রাজ্যে হামলার তীব্রতা বাড়িয়েছে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। আল-কায়েদার এসব হামলার প্রধান শিকার বেসামরিক লোকদের গণহত্যাকারী আইএস সন্ত্রাসী ও গাদ্দার মালিয়ান সেনাবাহিনী। এতে শত শত আইএস সন্ত্রাসী ও মালিয়ান সেনা নিহত এবং আহত হচ্ছে।

বিবরণ অনুযায়ী, গত ২৯ অক্টোবর থেকে দুটি রাজ্যে সন্ত্রাস নির্মূল অভিযান শুরু করেছে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন (জেএনআইএম)। এই অভিযান শুরুর পর গত ৩০ অক্টোবর মোপ্তি রাজ্যের টেনিনকো শহর গোলিডজী জেলা পর্যন্ত হামলা প্রশারিত করে। যা ঐদিন সকাল ১০ টায় শুরু হয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলতে থাকে। এসময়ের মধ্যে মুজাহিদগণ টেনিনকো শহর থেকে গোলিডজী শহর পর্যন্ত ৪০ কিলিমিটার বিস্তীর্ণ ভূমির নিয়ন্ত্রণ নেন। সেই সাথে গোলিডজী শহরের একটি এলাকা ছাড়া এর ৯৫ শতাংশ ভূমির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছেন মুজাহিদগণ।

বর্তমানে মুজাহিদগণ টেনিনকো শহর বিজয়ের লক্ষ্যে ভারী হামলা চালাচ্ছেন। বিপরীতে গাদ্দার মালিয়ান সেনাবাহিনী শহরের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে ব্যাপক বিমান হামলা চালাতে শুরু করেছে। তা সত্বেও শহরটি বিজয়ের লক্ষ্যে হামলা জারি রেখেছেন মুজাহিদগণ। (আল্লাহ্ তাআলা মুজাহিদদের বিজয় দান করুন। আমীন।)

অপরদিকে গত ২৯ অক্টোবর থেকে মেনাকা রাজ্যে নিরপরাধ লোকদের গণহত্যাকারী সন্ত্রাসী "আইএস" সদস্যদের নির্মূল করতে ভারী অভিযান চালাতে শুরু করেছেন মুজাহিদগণ। আমাদের হাতে ৩১ অক্টোবর দুপুর পর্যন্ত আসা তথ্য অনুযায়ী, আল-কায়েদার বীর মুজাহিদদের এই অভিযানে এখন পর্যন্ত শতাধিক আইএস সন্ত্রাসী নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরও অসংখ্য সন্ত্রাসী।

রিপোর্ট অনুযায়ী, মুজাহিদগণ দীর্ঘ এই লড়াইয়ে সন্ত্রাসী আইএসদের হটিয়ে ২টি শহর সহ অর্ধডজন এলাকার নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন। এরমধ্যে অন্যতম হচ্ছে তামালেট এবং আন্দেরামবুকান শহর সহ ইঞ্চিনান ও এমএস এলাকা। যা দীর্ঘদিন ধরে আইএসের শক্ত ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এই শহরগুলো চলতি বছরের মার্চ মাসে "আজওয়াদ" বিদ্রোহিদের থেকে দখল নেয় আইএস। এরপর নাইজার থেকে এসে এখানে শত শত আইএস সন্ত্রাসী অবস্থান নেয় এবং শহরগুলোতে গণহত্যা চালাতে শুরু করে। একই সময়ে ঘাও রাজ্যেরও কিছু এলাকার নিয়ন্ত্রণ নেয় সন্ত্রাসী এই দলটি।

গত ১ মার্চ থেকে শহরগুলোতে শক্তি বৃদ্ধি করে আইএস। এরপর থেকে এসব এলাকায় আইএস বিরোধী ও তাদের সমর্থন করতে অস্বীকৃতি জানানো লোকদের গণহত্যা শুরু করে আইএস। রিপোর্ট অনুযায়ী মার্চ থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সন্ত্রাসী এই দলটির এই গণহত্যার শিকার হন ৯২৫ জন বেসামরিক নাগরিক। শুধু এক তামালেট শহরেই ১৪৫ জন বেসামরিক নাগরিককে হত্যা করে আইএস। আর হাজার হাজার মানুষকে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত করা হয়।

3

আইএস সন্ত্রাসীদের কয়েক মাসের এই গণহত্যার পর, বর্তমানে জনগণকে উদ্ধার করতে শহরগুলোর নিয়ন্ত্রণ নিতে শুরু করেছেন 'জেএনআইএম' মুজাহিদিন। এখন পর্যন্ত যেসব শহর ও এলাকাগুলোর নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন মুজাহিদগণ, সেসব এলাকাই বেসামরিক জনগণ রাস্তায় নেমে মুজাহিদদের এই বিজয়ে মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেন এবং তাদেরকে নিজেদের শহরে স্বাগত জানান।

সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, জেএনআইএমের বীর মুজাহিদগণ ৩১ অক্টোবর সকাল থেকে গাও রাজ্যের বিভিন্ন এলাকাও অভিযান চালাতে শুরু করেছেন। এই রাজ্যেও মুজাহিদদের হামলার মুখে আইএস সন্ত্রাসীরা নিহত এবং দলে দলে এলাকা ছেড়ে পালাতে শুরু করেছে। কিছু তথ্য অনুযায়ী, আল-কায়েদার বীর যোদ্ধারা বর্তমানে কয়েক শত আইএস যোদ্ধাকে "তাজলাত" শহরে অবরোধ করে রেখেছেন। এবং ধাপে ধাপে শহরের ভিতরে ঢুকে সন্ত্রাসীদের হত্যা করছেন।

কাশ্মীরে দখলদার হিন্দুত্ববাদীদের অপরাধনামা || পর্ব-৭ ||
আশিক হুসাইন মাসুদি হত্যা

১৯৯২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর। সকাল সাড়ে ১১টার দিকে হিন্দুত্ববাদী বিএসএফ বাহিনীর চারটি ব্যাটালিয়ন কাশ্মীরের শ্রীনগরের নারওয়ারা এলাকায় অভিযান শুরু করে। অভিযানের উদ্দেশ্য একটাই- স্বাধীনতাকামীদের খুঁজে বের করে তাদের খুন করা। এজন্য তারা এলাকার সমস্ত মুসলিমদের একটি ঈদগাহে জড়ো হবার নির্দেশ দেয়।

দখলদার সৈন্যরা 'ম' (ছদ্দনাম) এবং তাঁর ভাই আশিক হুসাইন মাসুদির (১৯) বাড়িতে এসে তাদের বাইরে বের হতে বলে। আশিক ও তাঁর ভাই বাইরে বের হলে তাদের বাড়িতে তল্লাশি চালায় হিন্দুত্ববাদীরা। 'ম' (আশিকের ভাই) এশিয়া ওয়াচকে বলেন,

"আমি সেই ঈদগাহ মাঠে ছিলাম। প্রথমে বিএসএফের পাঁচটি গাড়ির সামনে এক এক করে লাইন দিয়ে সবাইকে প্যারেড করানো হয়। প্রথম শনাক্তকরণে পাঁচজন মুসলিমকে বাছাই করে তারা। এরপর দ্বিতীয় শনাক্তকরণের সময় আমি আশিককে তাদের গাড়ির সামনে যেতে দেখি। একটি সবুজ গাড়ির সামনে নিয়ে তাঁর পরনের ফেরানটি (কাশ্মীরিদের এক ধরণের কাপড়) মাথার উপর টেনে তাঁকে গাড়িতে তুলে নেয় সেনারা। এরপর রাত ১০টার দিকে আমাদের চলে যাওয়ার অনুমতি দেয় তারা।"

নারওয়ারার আরেক বাসিন্দা 'জ' (ছদ্মনাম) ১৯৯২ সালের ১৭ ডিসেম্বর বিকেল ৩টার দিকে তাঁর বাড়ির জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিলেন। তখন তিনি দখলদারদের পাঁচটি গাড়ি তাঁর বাসা থেকে প্রায় ২৫ ফুট দূরে অবস্থিত একটি স'মিলের সামনে এসে দাঁড়াতে দেখেন। এরপর যা ঘটে সে ব্যপারে তিনি এশিয়া ওয়াচকে বলেন,

"সেনারা সবাই সেই স'মিলে ঢুকেই শ্রমিকদের বের করে দেয়। এরপর প্রায় আট থেকে দশজন সেনা ফেরান দ্বারা আচ্ছাদিত একটি ছেলেকে তার মাথা ধরে টেনে নিয়ে যায় মিলের ভেতর। ছেলেটিকে মিলের ভেতরে নেবার পর আমি করাত মেশিনের আওয়াজ পেলাম। এবং সেই সাথে আওয়াজ পেলাম প্রচণ্ড চিৎকারের। এর কিছুক্ষণ পরই সবকিছু নিরব হয়ে গেল। তখন বাজে প্রায় সাড়ে ৩টা। এরপর বিকেল ৫টার দিকে সেনারা চলে গেলে আমি ঘর থেকে বের হয়ে সেই মিলে যাই।

3

গিয়ে দেখি সেখানে পড়ে আছে আশিকের মৃতদেহ। তার ডান হাত প্রায় ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে , তার ঘাড়ে একটি গভীর ক্ষতের দাগ এবং তার মুখের কোণে রক্ত জমাট হয়ে গেছে। "

এভাবেই বছরের পর বছর ধরে কাশ্মীরি মুসলিমদের খুন করে আসছে দখলদার হিন্দুত্ববাদীরা। কাশ্মীরে যখন যাকে খুশি তাকেই খুন কিংবা ধর্ষণ করে এরা। কারণ এরা জানে যে , কাশ্মীরি মুসলিমদের খুন কিংবা ধর্ষণ করলে তাদের কারও কাছে কোন জবাবদিহি করতে হবে না। উল্টো রাষ্ট্রীয়ভাবে তাদের দেওয়া হবে সম্মাননা ও পদমর্যাদা। দেশরত্ন খেতাবে ভূষিত করে তাদের "বীরত্ব " প্রচার করা হবে হিন্দুত্ববাদী মিডিয়ায়।

অনুবাদক ও সংকলক : আবু-উবায়দা

তথ্যসূত্র :

বইঃ
হিউম্যান রাইটস ক্রাইসিস ইন কাশ্মীর *(The Human Rights Crisis in Kashmir)* [*Pg:* 50-51];
প্রথম প্রকাশিতঃ জুন ⌧⌧⌧⌧

প্রতিবেদনকারীঃ
এশিয়া ওয়াচ (হিউম্যান রাইটস ওয়াচের একটি বিভাগ _) ফিজিশিয়ান্স ফর হিউম্যান রাইটস (পিএইচআর)

বুরকিনান সেনা কনভয়ে আল -কায়েদার হামলা : অন্তত ২৩ শত্রুসেনা হতাহত, বন্দী ১১

সম্প্রতি বুরকিনা ফাসোর দক্ষিণাঞ্চলিয় গৌরমা রাজ্যে একটি সামরিক কনভয়ে আতর্কিত হামলা চালিয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এতে দেশটির অন্তত ১৫ সৈন্য নিহত হওয়ার কথা সরকারের তরফ থেকেই জানানো হয়েছে। সেই সাথে অসংখ্য সামরিক যান ও অস্ত্র গনিমত পেয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে , গত ২৯ অক্টোবর দেশটির দক্ষিণাঞ্চলীয় গৌরমা রাজ্যের নাটিয়াবনি শহরে এই হামলাটি চালানো হয়েছে। আল -কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী 'জেএনআইএম' এর একদল বীর মুজাহিদ গাদ্দার সেনাবাহিনীর একটি সরবরাহ কনভয় টার্গেট করে অতর্কিত হামলাটি চালিয়েছেন। ফলে সেখানে উভয় বাহিনীর মাঝে তীব্র গুলাগুলির ঘটনা ঘটে।

কিন্তু আল -কায়েদা পূর্ব প্রস্তুতি নিয়ে এই হামলা চালানোয় তাদের যোদ্ধাদের কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি , । বিপরীতে বুরকিনান সেনাবাহিনীর কয়েক ডজন সৈন্য নিহত এবং আরও কয়েক ডজন সৈন্য আহত হয়েছে। সেই সাথে মুজাহিদগণ প্রচুর সংখ্যক সামরিক যান , অসংখ্য অস্ত্র , গোলাবারুদ ও সামরিক সরঞ্জামে পরিপূর্ণ গাড়ি এবং খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ কয়েকটি ট্রাক যুদ্ধলব্ধ মাল হিসেবে নিয়ে গেছেন। তাছাড়া অভিযান শেষে গাদ্দার সেনাবাহিনী উক্ত এলাকা থেকে পিছু হটতে বাধ্য হয়েছে।

একইধরনের হামলার ঘটনা ঘটেছিল গতমাসের শেষাংশে। যেখানে আল-কায়েদা যোদ্ধারা গাদ্দার সামরিক কনভয়ের ৯০টি সাঁজোয়া যান ধ্বংস করে দেন এবং কয়েক ডজন সাঁজোয়া যান সহ অসংখ্য অস্ত্র গনিমত হিসাবে নিয়ে যান।

যাইহোক, সাম্প্রতিক হামলার বিষয়ে বুরকিনান সশস্ত্র বাহিনীর জেনারেল স্টাফ তাদের ক্ষয়ক্ষতির আসল চিত্র গোপন করতে একটি ধোঁকাপূর্ণ বিবৃতি জারি করেছে। তার ভাষ্যমতে, দক্ষিণাঞ্চলীয় গৌরমা রাজ্যের ফাদা এলাকায় তাদের একটি সরবরাহ কনভয়ে হামলা চালিয়েছেন একদল জিহাদি। বিবৃতিতে সে বলেছে, "দুর্ভাগ্যক্রমে এই লড়াইয়ের ফলে ১৩ সৈন্য এবং ২ ভিডিপি সদস্যসহ ১৫ যোদ্ধা নিহত হয়েছে। সেখানে আরও ৪ জন (৩ সৈন্য এবং ১ ভিডিপি সদস্য) আহত হয়েছে। এছাড়াও আরও ১১ সৈন্যকে অপহরণ করা হয়েছে।"

এটি উল্লেখযোগ্য যে, সম্প্রতি বুরকিনা ফাসোতে আল-কায়েদা কর্তৃক হামলার ঘটনা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে। আর আল-কায়েদার এসব হামলার ফলে দেশে শত্রুদের কথিত নিরাপত্তা-ব্যবস্থার অবনতির ঘটনাগুলি অনেকক্ষেত্রে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটাচ্ছে।

বিশ্লেষকরা মন্তব্য করেন, আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন দেশের শাসনভারের দায়িত্বে না থাকলেও, এটি সরকারকে প্রভাবিত করার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী। তাছাড়া প্রতিরোধ বাহিনীটি ইতিমধ্যে দেশের ৪০ শতাংশেরও বেশি এলাকায় নিজেদের নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠা করেছে, ।

১৮ বছর গুয়ান্তানামোতে বন্দী থাকার পর প্রমাণ হলো তিনি নির্দোষ!

দীর্ঘ ১৮ বছর পর যুক্তরাষ্ট্রের কুখ্যাত গুয়ানতানামো বে কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছেন সেখানকার সবচেয়ে বয়স্ক বন্দী সাইফুল্লাহ পারাচা। মানবাধিকারের ঠিকাদার আমেরিকা তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ প্রমাণ করতে না পেরে অবশেষে তাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।

জানা যায়, নাইন-ইলেভেন হামলায় জড়িত সন্দেহে এই পাকিস্তানি মার্কিন ব্যবসায়ীকে ২০০৩ সালে থাইল্যান্ড থেকে গ্রেপ্তার করে এফবিআই। এরপর গত ২৯ অক্টোবর কিউবায় অবস্থিত বিশ্বের অন্যতম নিকৃষ্ট এই কারাগার থেকে পাকিস্তান ফিরেছেন ৭৫ বছর বয়সী এই মুসলিম। পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সাইফ উল্লাহর মুক্তির বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

বর্তমানে তাকে পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। তবে আশংকার বিষয় হচ্ছে, এই কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়া বেশিরভাগ মুসলিম চরম মাত্রার নির্যাতনের কারণে মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েছেন।

সন্ত্রাসী আমেরিকার বর্বর সেনারা মাজলুম বন্দীদের ওপর এমন পাশবিক নির্যাতন চালালেও তাদের বিরুদ্ধে দালাল জাতিসংঘ কিছুই করে না। যদিও তারা মুখে মানবাধিকারের সবক দেয়, তারাই বিশ্বে মানবাধিকার লঙ্ঘনে সবার শীর্ষে রয়েছে।

তথ্যসূত্র:

3

------

১. Guantanamo Bay's oldest prisoner has been released to his home country, Pakistan, after almost two decades - https://tinyurl.com/56nbuzaf

সিরিয়ায় হিজাব নিষিদ্ধ করলো আমেরিকার দালাল এসডিএফ; মুসলিমদের বিক্ষোভ

সন্ত্রাসী আমেরিকা সমর্থিত সিরিয়ান ডেমোক্র্যাটিক ফোর্স (এসডিএফ) তাদের নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলগুলোতে মুসলিম ছাত্রীদের নিকাব পরিধানে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। এতে সিরিয়ার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মুসলিমগণ বড় ধরনের বিক্ষোভ করেছেন, খবর মিডল ইস্ট মনিটরের।

জানা যায়, মূলত স্কুল চলাকালীন সময়ে নিকাব নিষিদ্ধ করেছে এসডিএফ। আল্লাহ তা’আলার বিধান বিরোধী এমন সিদ্ধান্তে ২৫ অক্টোবর রাস্তায় নেমে আসেন এসডিএফ নিয়ন্ত্রিত প্রায় সকল এলাকার মুসলিমগণ। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত, স্কুলে নিকাব নিষেধাজ্ঞা এখনো উঠিয়ে নেয়নি এসডিএফ।

নিকাব নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নেয়ার পাশাপাশি বিক্ষোভকারী মুসলিমগণ আরও কিছু দাবি জানিয়েছেন। অবৈধভাবে গ্রেপ্তারকৃতদের ছেড়ে দেয়া, শিক্ষক ও শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি, এবং বিদ্যুৎ সেবা নিশ্চিতকরণের দাবিও জানিয়েছেন তারা।

এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, জনগণ এসডিএফ এর উপর সন্তুষ্ট নয়। তাদের জুলুম, অব্যবস্থাপনা এবং আল্লাহ বিরোধী কর্মকাণ্ড মুসলিমদেরকে রাস্তায় নামতে বাধ্য করেছে।

আমেরিকা সমর্থিত এসডিএফ হচ্ছে সেক্যুলারিজমের পৃষ্ঠপোষক। জালেম আসাদ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেও তারা আসলে মানব রচিত বিধানই কায়েম করতে চায়। এরা মূলত আমেরিকার ক্রীড়নক। এরা সবসময় বাকস্বাধীনতা ও নারী স্বাধীনতার কথা বলে, কিন্তু মুসলিমদের বিধান ও পোশাক আশাকে হস্তক্ষেপ করে।

এখানে লক্ষ্যণীয়, একজন মুসলিম মহিলা নিজের পছন্দের কারণে নিকাব বা হিজাব পরিধান করেন না। বরং আল্লাহ তা’আলার বিধানকে অবশ্য পালনীয় মনে করেন বিধায় তারা নিকাব বা হিজাব পরিধান করেন। আর আমেরিকা ও তার দালালরা মূলত আল্লাহ তা’আলার বিধানকেই বিলুপ্ত করতে চায়।

তথ্যসূত্র:

------

১. Syria: Mass protest against niqab ban imposed by SDF - https://tinyurl.com/2bbzuvn6

3

৩০শে অক্টোবর, ২০২২

এবার নেপালে মসজিদে হামলা করলো হিন্দুরা, লাগালো গেরুয়া পতাকা

ভারতের উগ্র হিন্দুরা মসজিদে হামলা চালিয়ে গেরুয়া পতাকা লাগিয়ে দেওয়ার অনেক ঘটনা ঘটিয়ে চলেছে।এবার নেপালের মহোত্তারি জেলার একটি মসজিদে হিন্দুদের হামলার খবর প্রকাশিত হয়েছে।

সেখানে হিন্দু সন্ত্রাসীরা ২৬ অক্টোবর মিছিলের সময় মসজিদের সামনে থামে এবং ‘ডিজে গান’ বাজায়। শুধু তাই নয়, মুসলমানদের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে দিতে মসজিদে হিন্দুত্ববাদের প্রতীক জাফরান পতাকা লাগায় তারা। এ ঘটনার পর এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার সময় হিন্দু সন্ত্রাসীরা মুসলিমদের উপর গুলি চালালে অন্তত ৫জন মুসলিম আহত হয়েছেন বলে জানা যায়।

ঘটনার সাথে সম্পর্কিত একটি ভিডিও প্রকাশিত হয়েছে। ভিডিওটিতে দেখা যায়, কীভাবে হিন্দু সংগঠনের সাথে যুক্ত উগ্র লোকেরা একটি মিছিল বের করে মসজিদের সামনে ‘ডিজে গান’ বাজিয়েছে, এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে স্লোগান দিয়েছে।

তথ্যসূত্র:

1.नेपाल: शोभायात्रा के दौरान हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने किया मस्जिदों पर हमला, लगाया भगवा झंडा
- https://tinyurl.com/235z47fj
2.video link: https://tinyurl.com/49bydknu

আফগানদের মাছ দেওয়ার পরিবর্তে, মাছ ধরতে শেখান: জাবিহুল্লাহ্ মুজাহিদ

গত সপ্তাহে তুরস্কের ইস্তাম্বুলে আয়োজিত একটি উলামা সম্মেলনে আলোচনার জন্য আহ্বান করা হয় ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের মুখপাত্র মুহতারাম জাবিহুল্লাহ্ মুজাহিদকে (হাফিজাহুল্লাহ)। সেখানে তিনি অর্থনৈতিক সুযোগ ও অন্যান্য চ্যালেঞ্জ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেন। সম্মেলনে তুরস্কের প্রখ্যাত উলামা, অন্যান্য কর্মকর্তা এবং দেশটির জাতীয় পর্যায়ের ব্যক্তিত্বরা উপস্থিত ছিলেন; যাদের বেশিরভাগই ইমারাতে ইসলামিয়ার প্রতি তাদের সমর্থন প্রকাশ করেন।

জাবিহুল্লাহ্ মুজাহিদ তাঁর বক্তব্যে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় বিষয়ের উপর জোর দেন। তিনি এই উম্মাহর কর্ণধার আলেমদের আবারও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, ইসলামি বিশ্বের বাজার ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব তাদের উপরই। আর তাদেরকে এ দায়িত্ব ভালোভাবে পালন করতে হবে। কেননা তাঁরা যদি এর থেকে হাত গুটিয়ে রাখেন, তাহলে ইসলামি বিশ্ব পিছিয়ে যাবে। এসময় তিনি আফগান জিহাদে আলেমদের অবদান, মুসলিমদের বিজয় ও বর্তমান

3

নিরাপদ পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে বলেন, আলেমগণ যদি কঠোরভাবে ইসলামি শরিয়াহ্ অনুসরণ করেন, তাহলে জনগণ পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন করবে এবং তারা আলেমদের থেকে উপকৃত হয়ে মুসলিম বিশ্বের বিজয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবেন।

তবে এক্ষেত্রে অত্যন্ত দৃঢ়তা, ধৈর্যশীলতা ও সহনশীলতার পরিচয় দিতে হবে। আফগান মুজাহিদরাও এই বিজয়ের পথে অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন। আর এতে আলেম ও আমাদের জাতির পূর্ণ সহযোগিতা ছিলো। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা আমাদেরকে সফলতা এনে দিয়েছে।

সর্বশেষ তিনি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে আফগানিস্তানের অবকাঠামোর উন্নয়নে বিনিয়োগের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, এখানে আপনারা নির্মাণ প্রকল্পগুলোর পুনর্গঠন, খনি থেকে উত্তোলন, কৃষি এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নে বিনিয়োগ করতে পারেন। সেই সাথে আফগানদের সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সঠিক প্রশিক্ষণ প্রদান করতে পারেন। এরপর তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন, আফগানদের জন্য মানবিক সাহায্য কোনো ব্যাথার প্রতিকার নয়। তাই আমি বলছি "আফগানদের মাছ দেওয়ার পরিবর্তে, তাদেরকে মাছ ধরতে শেখানো উচিত।" তবে মানবিক এই সাহায্যগুলোও অনেকটাই লোক দেখানোর মতো। এটি নামধারী কথিত মুসলিম শাসকদের বিভিন্ন পদক্ষেপ থেকে স্পষ্ট। যেমন:

- সম্প্রতি সৌদি আরব ইউক্রেনকে ৪০০ মিলিয়ন ডলার সাহায্যের ঘোষণা দিয়েছে, বিপরীতে এখন পর্যন্ত আফগানিস্তানে মাত্র ১১ মিলিয়ন ডলার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে দেশটি।

- সংযুক্ত আরব আমিরাত বর্তমানে খ্রিস্টান ও বিধর্মী দেশগুলোর অন্যতম প্রধান দাতা দেশ। দেশটি এই বছর ইথিওপিয়াকে ১৭১ মিলিয়ন ডলার সহায়তা দিয়েছে। কিন্তু বিপরীতে আফগানিস্তানকে মাত্র ১.৯ মিলিয়ন ডলার দিয়েছে৷

- কাতার, আরব আমিরাত এবং তুরস্ক, যারা মিডিয়াতে মুসলিম উম্মাহর প্রধান ঠিকাদার, আফগানিস্তানকে খাদ্য সহায়তা ছাড়া, আর্থিকভাবে সাহায্য করতে কোথাও দেখা যায় না, যদিও কাতার জিডিপি/ক্যাপিটা পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বের সবচেয়ে ধনী দেশ। এই দেশগুলো আবার হিন্দু ও খৃষ্টানদের গীর্জা নির্মাণে এবং বিভিন্ন দেশে মুসলিমদের বিরুদ্ধে পরিচালিত ক্রুসেড যুদ্ধে কাফেরদেরকে শত শত মিলিয়ন সহায়তা দিয়ে থাকে। এগুলো তো মুসলিম বিশ্বের সামান্য চিত্র মাত্র, কুফফার বিশ্ব বা জাতিসংঘের পক্ষ থেকে কী ধরনের সাহায্য আসতে পারে তা এগুলো থেকেই অনুমেয়।

তাছাড়া, যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্তান পুনর্গঠনে সাহায্যের মুখাপেক্ষী হওয়ার চেয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার বাসনা থেকেই আফগানিস্তান ইসলামি ইমারতের মুখপাত্র জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ বলেছেন, “আফগানদের মাছ দেওয়ার পরিবর্তে, তাদেরকে মাছ ধরতে শেখানো উচিত।"

সোমালিয়ায় তুর্কি হামলার পালটা জবাব শাবাবের: হতাহত ৪ শতাধিক গাদ্দার

3

গত ২৯ অক্টোবর জোড়া গাড়ি বোমা বিস্ফোরণের স্বাক্ষী হয়েছে সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশু। পশ্চিমাদের দূষিত পাঠ্যক্রম জনগণের উপর চাপিয়ে দেওয়া তথাকথিত "শিক্ষা মন্ত্রণালয়" উড়িয়ে দিয়েছেন বৈশ্বিক ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন।

বরকতময় এই দুটি শহিদি হামলার পর একটি বিবৃতি জারি করেছে আশ-শাবাব। এতে বলা হয়, "কিছু ক্রুসেডার দেশ এবং সংস্থার সমর্থনে কাজ করে থাকে এই মন্ত্রণালয়। এরা সোমালি জাতির স্কুল পাঠ্যক্রম থেকে ইসলাম ধর্মের সাথে সম্পর্কিত সমস্ত কিছু বাদ দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতা ও নাস্তিকতার বীজ রোপন করছে। আর গাদ্দার সরকারের মন্ত্রণালয় তা বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে প্রচারণা চালাচ্ছে।"

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, "এই মন্ত্রণালয় ছাত্রদেরকে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে রাখার মিশন নিয়ে কাজ করছে। এছাড়াও তারা দেশের তরুণ মেধাবীদের মধ্য থেকে বড় একটি অংশকে ধর্মত্যাগী (মুরতাদ) সরকারের মিলিশিয়াতে যোগ দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।"

এদিকে পশ্চিমা সমর্থিত সরকার দাবি করেছে, এই হামলায় ১০০ এর বেশি বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছে; আহত হয়েছে আরও ৩০০ এরও অধিক।

সরকারের এমন বিবৃতির বিপরীতে আশ-শাবাব জানিয়েছে যে, সরকারের দাবি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কেননা এটি সামরিক বাহিনীর দ্বারা কঠোর নিরাপত্তা বেষ্টিত আবাসিক এলাকা। সেখানে বেসামরিক নাগরিকদের প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তাছাড়া হামলার সময় আবাসিক এলাকাটিতে যাওয়ার রাস্তাগুলিও বন্ধ ছিল। ফলে বেসামরিক লোকদের পক্ষে সেখানে প্রবেশ করা সম্ভব ছিল না।

তাছাড়াও গাদ্দার মোগাদিশু প্রশাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার পর থেকেই আশ-শাবাব প্রশাসন বেসামরিক নাগরিকদের সতর্ক করে আসছে, তারা যেন সরকারি ভবন থেকে দূরে থাকে। এর ফলে সরকারি ভবনগুলি জনগণ সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলছেন।

এদিকে দেশটির এক সামরিক কর্মকর্তা জানায়, এই হামলায় ঠিক কতজন হতাহত হয়েছে, তা এখনই বলা সম্ভব নয়, কেননা উদ্ধার কাজ এখনো চলছে। তবে দেশটির এক হাসপাতাল সূত্র নিশ্চিত করেছে যে, হামলার পর থেকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে ৪০০ এরও বেশি আহত ব্যক্তিকে হাসপাতালে আনা হয়েছে।

স্থানীয় একটি সূত্র মতে, নিহতদের মধ্যে মন্ত্রণায়ের কর্মকর্তারা ছাড়াও দেশটির এক পুলিশ প্রধানের পাশাপাশি অনেক পুলিশ সদস্য ও গোয়েন্দা কর্মকর্তারাও রয়েছে।

উল্লেখ্য, গত সপ্তাহে আশ-শাবাব নিয়ন্ত্রিত মসজিদে-আলী শহরের একটি উচ্চ বিদ্যালয় লক্ষ্য করে গাদ্দার তুরস্ক বোমা হামলা চালিয়েছিল। উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২০০০ এর বেশি শিক্ষার্থী বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশুনা করতেন। ধারণা করা হচ্ছে, এরই পালটা জবাবে আশ-শাবাব পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রচারক শিক্ষা মন্ত্রণালয় উড়িয়ে দিয়েছে।

রসূলের (ﷺ) দেশে পালিত হলো খ্রিষ্টানদের উৎসব হ্যালোইন!

এবার পবিত্র ভূমি সৌদি আরবে অনুষ্ঠিত হলো আল্লাহর রসূলকে (ﷺ) অস্বীকারকারী খ্রিষ্টানদের বর্বর উৎসব 'হ্যালোইন'। ‘মৃত আত্মা ও শয়তানের স্মরণে’ প্রতিবছর অক্টোবরের শেষে ইউরোপ, আমেরিকাসহ বিভিন্ন দেশে হ্যালোইন পালিত হয়।

আরব নিউজের তথ্যসুত্রে জানা যায়, গত ২৮ ও ২৯ অক্টোবর সৌদি আরবের রিয়াদের সবচেয়ে বড় সিনেমা হল বুলেভার্ডে অনুষ্ঠিত হয় এ উৎসব। অনুষ্ঠানে সৌদি যুবক-যুবতীদেরকে আকৃষ্ট করতে নানা পদক্ষেপ নিয়েছে নামধারী মুসলিম সৌদি সরকার। শয়তানের প্রতিকৃতি ধারণ করলে যুবক-যুবতীদের দেয়া হয়েছে ফ্রী টিকেট। এতে নারী-পুরুষ বিভিন্ন মুর্তি ও শয়তানের প্রতিকৃতি ধারণ করে।

এছাড়া অনেক নারীকে পশ্চিমা পোশাক পরিধান করতেও দেখা যায়। নারী-পুরুষের ফ্রী মিক্সিং এবং কুফফারদের রীতিনীতি পালন দেখে বোঝার উপায় নেই এটা সৌদি আরব; বরং ইউরোপের কোন এক খ্রিষ্টান রাজ্য।

সৌদি ক্রাউন প্রিন্স মুহাম্মাদ বিন সালমান তার সমস্ত ক্ষমতা ব্যয় করছে পবিত্র ভুমি সৌদি আরবের ভুমিতে পশ্চিমা সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত করতে। এরই ধারাবাহিকতায় জনসাধারণকে এসব বিজাতীয় সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট করতে বাস্তবায়ন করছে নানামুখি কর্মসূচি। এ লক্ষ্যে হ্যালোইন ছাড়াও নিয়মিত আয়োজন করা হচ্ছে গানের কনসার্ট। দেশটিকে পুরোপুরি পশ্চিমা সংস্কৃতিতে সাজাতে দালাল সৌদি সরকার হাতে নিয়েছে ভিশন-২০৩০।

এর বিপরীতে, যেসকল আলেম ও আল্লাহভীরু ব্যক্তিবর্গ এসবের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছেন, তাদের সকলকেই কারাগারে নিক্ষেপ করছে দালাল সৌদি সরকার। ২০১৭ সালে ক্রাউন প্রিন্স হওয়ার পর থেকেই মুহাম্মাদ বিন সালমান শুরু করে গণহারে আলেমদের ধরপাকড়। এভাবেই রসূলের (ﷺ) দেশকে কলুষিত করে যাচ্ছে বিন সালমান।

তথ্যসূত্র:
------
1. Halloween revelers experience glory and gore on Riyadh Boulevard- https://tinyurl.com/3fpnfufk
2. ভিডিও লিংক - https://tinyurl.com/2p93bx78

হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসনঃ গুজরাট ও দিল্লীতে মুসলিমদের উপর চলছে বুলডোজার

গুজরাটের কসাই নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে মুসলিম গণহত্যার দিকে আরও এক ধাপ এগিয়েছে হিন্দুত্ববাদী ভারত। সম্প্রতি গুজরাট ও রাজধানী দিল্লীতে শুরু হয়েছে গণহারে মুসলিমদের ঘর-বাড়ি ধ্বংস করার অভিযান।

চলতি অক্টোবর মাস জুড়ে গুজরাট রাজ্য সরকার সেখানকার উপকূলীয় মুসলিম এলাকায় ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছে। গুজরাট মৎস্য বিভাগ ও বিচার বিভাগ অভিযোগের সত্যতা যাচাই না করেই গোসাবারায় সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের বাড়িঘর ধ্বংস করার আদেশ জারি করে।

গুজরাটের উপকূলীয় মুসলিমদের ঐতিহ্যবাহী পেশা মাছ ধরা। এই সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে হিন্দুত্ববাদীরা অভিযোগ তুলেছে যে, তারা দেশবিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত।

এ অভিযোগের সত্যতা যাচাই না করেই গত ১ অক্টোবর থেকে পোরবন্দর, বেট দ্বারকা, দেবভূমি দ্বারকায় ওখা উপকূলে অবস্থিত দ্বীপ, জাখাউ প্রভৃতি এলাকায় মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর চড়াও হয়েছে। ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে হাজার হাজার স্থাপনা। এতে সেখানকার বেশিরভাগ মুসলিম গৃহহীন হয়ে রাস্তায় দিন কাটাচ্ছেন।

ধ্বংস করে দেয়া স্থাপনাগুলোর মধ্যে ঘরবাড়ি ছাড়াও বেশ কিছু ধর্মীয় স্থাপনা রয়েছে যেগুলো সরকারি জমিতে নির্মিত বলে দাবি করে হিন্দুত্ববাদী কর্মকর্তারা।

ঘরবাড়ি ভেঙ্গে দেয়া ছাড়াও, সেখানকার মুসলিমদের আয়রোজগারের পথ বন্ধ করে দিচ্ছে হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন। বিগত ৫-৬ বছর ধরে তাদের পেশা থেকে সরিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের জেলেদেরকে রাজনৈতিকভাবে সমর্থন করা হচ্ছে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (ভিএইচপি) এবং বজরং দলের মত উগ্রপন্থী হিন্দু দলগুলো মুসলিমদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের কলকাঠি নাড়ছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

এখানকার মুসলিম জেলেদের মাছ ধরার লাইসেন্স থাকা সত্ত্বেও, হিন্দু সংগঠন এবং হিন্দু জেলে সমিতির অভিযোগে দীর্ঘদিন ধরে মুসলিমদের মাছ ধরার অনুমতি দেওয়া হয়নি।

পোরবন্দরের গোসাবারার মুসলিম জেলেদের প্রতিনিধি আল্লারাখা ইসলামাইলভাই থিম্মার বলেছেন, “এমন কোন কারণ নেই যার ভিত্তিতে মুসলিদের মাছ ধরার অনুমতি প্রত্যাখ্যান করা হবে। এটি সম্পূর্ণরূপে হিন্দুপন্থী দলগুলির দ্বারা সমর্থিত ছয় থেকে সাতটি হিন্দু জেলে সমিতির অভিযোগের ভিত্তিতে করা হয়েছে। অভিযোগের কোনো সত্যতা আছে কিনা তাও খতিয়ে দেখেনি কর্তৃপক্ষ। আমরা যখন কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করি, তারা আমাদের বলে যে উপর থেকে আদেশ রয়েছে।”

হিন্দু জেলেরা কর্তৃপক্ষের কাছে মুসলিম জেলেদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছিল যে, “গোসাবার জেলেদের নতুন বন্দরে মাছ ধরার অনুমতি দিলে সমস্যা হবে। তারা দেশবিরোধী কাজে লিপ্ত।”

কোন তদন্ত ছাড়াই এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে, হোম ব্রাঞ্চ, পোরবন্দর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অফিস এবং বিজেপির পোরবন্দর বিধায়ক, বাবু বোখিরিয়া, পোরবন্দরের সহকারী মৎস্য সুপারিনটেনডেন্ট মুসলিম জেলেদের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে।

সহকারী মৎস্য সুপার পোরবন্দর চলতি বছরের ২ মার্চ গোসাবার জেলেদের মাছ ধরার অনুমতি অস্বীকার করে। সে স্পষ্ট করে জানিয়েছে, বিধায়ক এবং লীলাভাই পারমার, বিজেপি সম্পাদক, পোরবন্দরের চিঠি এবং অন্যান্য বিভাগ ও কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রাপ্ত বিভিন্ন অভিযোগের পরে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

3

পরবর্তিতে গোসাবারার সম্প্রদায়ের প্রায় ৬০০ জন লোক গণ আত্মহত্যার অনুমতি চেয়ে গুজরাট হাইকোর্টে আবেদন করলে কর্তৃপক্ষ তাদেরকে পুনরায় মাছ ধরার অনুমতি দেয়।

কিন্তু এখন আবার উপকূলীয় নিরাপত্তার নামে মুসলিমদের দোকান, বাড়ি, দরগা, মসজিদসহ অনেক স্থাপনা ভেঙে দিচ্ছে।

এদিকে হিন্দুত্ববাদের রাজধানী দিল্লীতে বিপুল সংখ্যক পুলিশ বাহিনী নিয়ে গত ২১ অক্টোবর মুসলিম প্রধান এলাকা সাতবারিতে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে দিল্লি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (ডিডিএ)। কোনও পূর্ব বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই মুসলিমদের দুই ডজনেরও বেশি বাড়ি ভেঙে দিয়েছে। মুসলমানরা যখন জুমার নামাজ পড়ছিল তখন হিন্দুত্ববাদীরা এ ধ্বংসলীলা চালায়।

পুরুষরা মসজিদে থাকায়, ঘরের মহিলারা বাধ্য হয়ে প্রতিবাদে রাস্তায় নামেন। তাদের উপর চালানো হয় অমানবিক লাঠিচার্জ। এতে একাধিক মহিলা গুরুতর আহত হয়েছেন। তাছাড়া ঘর ভাঙার সময় মুসলিম বাসিন্দাদের গৃহস্থালির মালামাল উদ্ধারের সময়ও দেয়নি উগ্র প্রশাসন।

মাকতুব মিডিয়াকে একজন বাসিন্দা জানিয়েছেন, এক মহিলাকে থানায় নিয়ে কয়েক ঘণ্টা আটকে রেখে হয়রানিও করা হয়েছে।

এর আগে উত্তর প্রদেশের উগ্র মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ তার রাজ্যে বুলডোজার দিয়ে মুসলিমদের বাড়িঘর, স্থাপনা ভেঙ্গে দিয়েছিল। এবার গুজরাট ও দিল্লীতে তারই অনুকরণ করছে হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন।

জেনোসাইড ওয়াচ এর মতে, হিন্দুত্ববাদী ভারত মুসলিম গণহত্যার একদম দ্বার প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে। এভাবে গণহারে মুসলিমদের বাড়িঘর ধ্বংস করা সেই গণহত্যার দিকেই ইঙ্গিত করে। এমন প্রেক্ষাপটে ভারতের সকল ধর্মপ্রাণ মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধভাবে হিন্দুত্ববাদী প্রশাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার কোন বিকল্প নেই।

লেখক: উসামা মাহমুদ

তথ্যসূত্র:

1. More of the Gujarat Model: Thousands of Muslim Homes Demolished Under the Garb of Security -https://tinyurl.com/39w2zx2m

2. “Political persecution;” Gujarat’s Muslim fishermen move court seeking death– https://tinyurl.com/3wrwaufh

3. 25 houses demolished in Delhi’s Muslim locality, Muslim women allege police brutality -https://tinyurl.com/rs7aw5pd

সাত বছরের শিশুকে ধর্ষণ ও খুন করলো হিন্দু যুবক

3

চট্রগ্রামে মাত্র সাত বছরের এক মুসলিম শিশুকে ধর্ষণ করে হত্যা করেছে লক্ষণ দাশ নামে এক হিন্দু যুবক। ধর্ষণে নিষ্পাপ শিশুটির রক্তক্ষরণ শুরু হলে অপরাধ গোপন করার জন্য তাকে শ্বাসরোধে হত্যা করে এই বর্বর হিন্দু। গত ২৭ অক্টোবর চট্টগ্রাম নগরীর জামালখান এলাকায় এ পাশবিক ঘটনাটি ঘটেছে।

এ ঘটনায় লক্ষণ দাশকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। সে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী দিয়েছে। পাশাপাশি সিসিটিভি ফুটেজ ও অন্যান্য আলামতের মাধ্যমেও প্রমাণ হয়েছে যে, লক্ষণ দাশই এই পাশবিক ঘটনা ঘটিয়েছে।

জানা যায়, শিশুটি নগরীর কুসুম কুমারি সিটি কর্পোরেশন স্কুলের প্রথম শ্রেণির ছাত্রী। আর লক্ষণ দাশ একটি মুদি দোকানের কর্মচারী। লক্ষণ দাশ প্রায়ই শিশুটিকে দোকান থেকে চিপস, চকলেট দিত।

ঘটনার দিন বিকালে শিশুটি চিপস কিনতে দোকানে গেলে, লক্ষণ দাশ তাকে ১০০ টাকা দেওয়ার লোভ দেখিয়ে দোকানের গোডাউনে নিয়ে যায়। তারপর এই নিষ্পাপ শিশুটির উপর ঝাঁপিয়ে পরে এই পাষণ্ড হিন্দু।

প্রথমে শিশুটি নিজেকে বাঁচানোর জন্য চিৎকার শুরু করলে, ঐ উগ্র হিন্দু তার নাক মুখ চেপে ধরে ধর্ষণ করে। এতে শিশুটির রক্তক্ষরণ শুরু হয়। এতে তাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে মানুষরূপী ঐ জানোয়ার।

এরপর শিশুটির নিথর দেহ গোডাউনে থাকা টিসিবির সীলযুক্ত প্লাস্টিকের বস্তায় ভরে দেয়ালের উপর দিয়ে পাশের ড্রেনে ফেলে দেয়। আর শিশুটির পরনে থাকা কাপড়চোপড় ও স্যান্ডেলও ঐ নর্দমায় ফেলে দেয়।

পুলিশের ভাষয়মতে, এত বড় ভয়ঙ্কর অপরাধের পরও লক্ষণ দাশের মধ্যে বিন্দুমাত্র অনুশোচনা দেখা যায়নি। ধর্ষণ, খুন আর লাশ গুমের মতো ভয়ানক অপরাধ করেও সে পালিয়ে যায়নি।

ইসলাম বিদ্বেষী এই সরকারের উদাসীনতায় সমাজে দিনকে দিন বেড়ে চলেছে ধর্ষণ, নারী নির্যাতন। পাশাপাশি সেক্যুলার মিডিয়াও যুব সমাজ ও শিশু- কিশোরদের মাঝে বুনে দিচ্ছে অশ্লীলতা, বেহায়াপনা ও নগ্নতার বীজ।

একদিকে প্রগতিশীল মিডিয়ার বিষবাষ্প, অন্যদিকে মানব রচিত বিধান অনুযায়ী গঠিত সরকারের উদাসীনতা ও ব্যর্থতা – এ সবই এই মুসলিম সমাজকে ঠেলে দিচ্ছে অন্ধকারে।

তথ্যসূত্র:

১। পাশবিক নির্যাতনে খুন শিশু বর্ষা- https://tinyurl.com/2p8bf9ae

3

২৯শে অক্টোবর, ২০২২

সোমালিয়া | সেক্যুলার তুর্কিয়ের (তুরস্ক) বিমান হামলায় ধ্বংস শহরের একমাত্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

পশ্চিমা সমর্থিত গাদ্দার মোগাদিশু প্রশাসন বেশ কিছুদিন ধরেই তার মিত্রদের প্রকাশ্যে আহ্বান করছে, তারা যেনো ইসলামি শরিয়াহ্ নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলের নিরপরাধ লোকদেরকে টার্গেট করেও হামলা চালায়। আর সেই আহ্বানেই সাড়া দিয়ে এবার দেশটির "মসজিদ-আলি" শহরের একমাত্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে সেক্যূলার তুরস্কের দখলদার বাহিনী।

স্থানীয় সূত্রমতে, মোগাদিশু প্রশাসন ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব প্রশাসনের বিরুদ্ধে নতুন যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। যার লক্ষ্য শুধু প্রতোরিধ যোদ্ধারাই নয়, সরকার রীতিমতো ঘোষণা দিয়ে বলছে যে, তাদের এসব হামলার লক্ষবস্তুতে পরিণত হবেন ঐসব নিরপরাধ নারী-পুরুষ, ব্যাবসায়ী সহ বিভিন্ন পেশার মানুষ, যারা ইসলামি শরিয়াহ্ নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে বসবাস করছেন।

আর সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নে গাদ্দার সরকার তার অংশীদার দেশগুলোকে অনুরোধ করেছে, তারা যেনো ইসলামি শরিয়াহ্ দ্বারা শাসিত অঞ্চলে বিমান হামলা জোরদার করে। গাদ্দার প্রশাসনের এই অনুরোধের পর ক্রুসেডার আমেরিকা ও সেক্যূলার তুরস্কের (Bayraktar TB2) ড্রোনগুলি ব্যাপক হামলা চালাতে শুরু করেছে। এতে সবচাইতে বেশি হতাহতের শিকার হচ্ছেন বেসামরিক নাগরিকরা। যাদের অধিকাংশ নিরপরাধ নারী ও শিশু।

সম্প্রতি রাজধানী মোগাদিশুর নিকটবর্তী মধ্য শাবেলি রাজ্যের "মসজিদে- আলি" শহরের একটি কমিউনিটি-নির্মিত স্কুলে বোমা হামলার ঘটনা ঘটেছে। এতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি পুরোপুরিভাবে ধ্বংস হয়ে যায়। আর ধ্বংস করে দেওয়া এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটিই ছিলো উক্ত শহর ও আশপাশের এলাকাগুলোর একমাত্র উচ্চ-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। যাতে হাজারেরও বেশি শিক্ষার্থী বিভিন্ন বিষয়ের উপর পড়াশোনা করতো। এখন বর্বরোচিত এই হামলার ফলে শহরটির হাজারো শিক্ষার্থী শিক্ষার মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

সূত্রটি জানায়, গত সপ্তাহে রাজধানী মোগাদিশু থেকে প্রায় ১৫০ কিলোমিটার উত্তরে এই বিমান হামলাটি চালানো হয়েছে। যা সেক্যূলার তুরস্কের সামরিক ঘাঁটি থেকে উড়ে আসা "Bayraktar TB2" ড্রোন থেকে চালানো হয়েছে।

আশ-শাবাবের ইসলামি প্রশাসনের প্রতিরোধ যোদ্ধারা দীর্ঘদিন ধরে শহরটি নিয়ন্ত্রণ ধরে রেখে এর সংস্কার করে আসছেন। আর এই সংস্কার কর্মকাণ্ডের অধীনেই শহরটিতে গড়ে উঠেছিলো বিশাল এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। কিন্তু তাও গুড়িয়ে দিয়েছে মুসলিম নামধারী তুর্কিয়ের গাদ্দার সামরিক বাহিনী।

আশ-শাবাব প্রশাসনের সাথে সম্পৃক্ত মিডিয়ায় প্রচারিত চিত্রগুলি তুরস্কের বিমান হামলার পরে স্কুল ভবনে ধ্বংসের বেশ কিছু চিত্র দেখায়।

3

পূর্ব তুর্কীস্তান: কংগ্রেসের নিরাপত্তার অজুহাতে উইঘুরদের ব্যাপক ধরপাকড়

সদ্য শেষ হওয়া চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কংগ্রেসের 'নিরাপত্তার' অজুহাতে উইঘুর মুসলিমদের ব্যাপকভাবে ধরপাকড় করেছে দখলদার চীনা প্রশাসন। বিভিন্ন আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষের বরাতে জানা যায়, দখলদাররা "দৃঢ়ভাবে আঘাত করো" (ইংরেজিতে- 'স্ট্রাইক হার্ড') প্রচারাভিযানের নামে শত শত উইঘুর মুসলিমকে বন্দী করেছে।

মূলত পার্টি কংগ্রেস চলাকালীন সময়ে উইঘুররা যেন কোন প্রকার 'সমস্যা সৃষ্টি করতে না পারে' সেজন্যই এই ধরপাকড় অভিযান শুরু করেছে তারা। তবে এই গ্রেপ্তারের ঢেউ শুরু হয় পার্টি কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হওয়ার কয়েক মাস আগে জুলাই মাস থেকেই।

উল্লেখ্য যে, এবারেও চীনের কমিউনিস্ট পার্টি কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে তৃতীয়বারের মতো নির্বাচিত হয়েছে উইঘুর মুসলিমদের উপর দমন-নিপীড়ন চালানোর প্রধান কারিগর শি জিনপিং।

অক্টোবরের প্রথম দিকে দেয়া হয় ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা। এরপর আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলে 'কঠোর আবাসিক লকডাউন'। এর মাধ্যমে মূলত উইঘুর এবং অন্যান্য তুর্কি সংখ্যালঘুদেরকে নিজেদেরই ঘরে বন্দী করে রাখে দখলদার চীন। এতে অপুষ্টি ও চিকিৎসার অভাবে মারা যায় শত শত মুসলিম।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক উইঘুর মুসলিম জানান, যাদের বয়স ১৮ হয়েছে, যারা সাম্প্রতিক সময়ে দখলদারদের বন্দী শিবির থেকে মুক্তি পেয়েছে এবং যারা সাম্প্রতিক সময়ে দখলদারদের নজরদারি এড়িয়ে চলতে সক্ষম হয়েছিল, তাদেরকেই বেশি গ্রেপ্তার করেছে চীনা সন্ত্রাসীরা।

তিনি আরও বলেন, কংগ্রেস চলাকালীন সময়ে উইঘুর মুসলিমদের ভয় দেখাতে ও হয়রানি করতে প্রায়ই দখলদারদের পুলিশ বাহিনী শহর ও গ্রামাঞ্চলে সাইরেন বাজিয়ে টহল দিয়েছে।

হোতান শহরের 'SWAT লিডার' এলিজান ওবুলহেসেনের বাড়িতে ফোন দিয়েছিল রেডিও ফ্রি এশিয়া (আরএফএ)। ওবুলহেসেনকে না পেয়ে তার মায়ের সাথে কথোপকথন হয় তাদের। ওবুলহেসেনের মা আরএফএ-কে জানায় যে তার ছেলে উইঘুরদের ধরপাকড়ে খুব ব্যস্ত আছেন। তার ছেলে অফিসেই খাওয়া দাওয়া করে ও ঘুমায়।

কতজন উইঘুরকে আটক করা হয়েছে এ ব্যাপারে ওবুলহেসেন কিছু বলেছে কিনা জানতে চাইলে, ঐ মহিলা অনুমান করে বলেন, 'কমপক্ষে এক থেকে দুই হাজার উইঘুরকে আটক করা হয়েছে।'

এদিকে ঘুলজা শহরের এক কর্মকর্তা আরএফএ-কে বলেছে, সাম্প্রতিক ধরপাকড়ের সময় পুলিশ ১২৫ জন উইঘুরকে আটক করেছে।

অবস্থাদৃষ্টে এটা প্রতীয়মান হয় যে, মুসলিমদের দমন-পীড়ন ও গ্রেপ্তারের জন্য কোন যৌক্তিক কারণ দরকার হয় না। দখলদার চীনা প্রশাসন যেকোন অজুহাতেই তাদের বন্দী করতে পারে, জেল, জুলুম, নির্যাতন করতে পারে। সন্ত্রাসী চীনের হাত থেকে উইঘুর মুসলিমদের বাঁচানোর জন্য প্রয়োজন সকল মুসলিমের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা।

3

প্রতিবেদক : আবু-উবায়দা

তথ্যসূত্র :
----
1. Authorities in Xinjiang increased detentions of Uyghurs before party congress
- https://tinyurl.com/4suu94x3

আবারও হালাল বিয়েতে দালাল প্রশাসনের বাঁধা

কুড়িগ্রামের ভূরুঙ্গামারী উপজেলায় ১৮ বছরের কম বয়সী মেয়েকে বিয়ে করায় বর এবং তার এক আত্মিয়কে ছয় মাসের কারাদণ্ড দিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। গত ২৬ অক্টোবর রাতে উপজেলার পাইকেরছড়া ইউনিয়নে এ ঘটনা ঘটে।

বিবরণ অনুযায়ী , বিয়ের খবর শুনে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উগ্র হিন্দু দীপক কুমার দেব শর্মা রাত ৯টায় পুলিশকে নিয়ে সেখানে অভিযান পরিচালনা করে। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছার আগেই শরিয়াহ মোতাবেক বিয়ে সম্পন্ন হয়ে যায়। এরপরও মালাউন দীপক কুমার তাদের নানভাবে হয়রানি করে। বর ইসমাঈল হোসেন ও তার এক আত্মীয়কে ছয় মাসের কারাদণ্ড প্রদান করে।

দেশে প্রতিনিয়ত ধর্ষণের ঘটনা ঘটছে। স্কুল -কলেজসহ গোটা দেশেই বেহায়াপনা আজ সয়লাব। ধর্ষণ , গণ ধর্ষণ , স্বামীকে বেঁধে রেখে স্ত্রীকে ধর্ষণ , মায়ের সামনে মেয়েকে ধর্ষণ – এধরনের হিংস্র অপরাধ করেও অনেক ক্ষেত্রেই অপরাধীদের শাস্তি হচ্ছেনা।

হিন্দুত্ববাদের দালাল প্রশাসন এ ব্যাপারে কঠোর পদক্ষেপ নেয় না। কিন্তু ইসলামি শরিয়াহ মোতাবেক পবিত্র বিয়েতে বারবারই নগ্ন হস্তক্ষেপ করছে তারা। সেক্যুলার ও ইসলাম বিদ্বেষী কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে মুসলিমরা প্রতিবাদ করলেই দালাল প্রশাসন বাকস্বাধীনতার বুলি আওড়ায়। অথচ ইসলামের বিরুদ্ধে আরোপ করা হচ্ছে শত বিধিনিষেধ।

তথ্যসূত্র :

১। বাল্যবিয়ে করতে গিয়ে নানা -নাতির জেল - https://tinyurl.com/3nh7cn2b

---

২৮শে অক্টোবর , ২০২২

সন্ত্রাসী মিয়ানমার রোহিঙ্গা মুসলিমদের থাকতেও দেবে না , পালাতেও দেবে না

মিয়ানমারের বৌদ্ধ সন্ত্রাসীদের আগ্রাসনে আরাকানের রোহিঙ্গা মুসলিমরা যুগ যুগ ধরেই মানবেতর জীবন -যাপন করছেন। একেতো রাষ্ট্রীয় অধিকার ও নাগরিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত , অন্যদিকে হত্যা , ধর্ষণ ও জাতিগত শুদ্ধি

অভিযানের চাপে কোন রকম চতুষ্পদ জন্তুর মতো বেঁচে আছেন রোহিঙ্গা মুসলিমরা।

মিয়ানমারের সন্ত্রাসী বাহিনীর আগ্রাসনে অসংখ্য রোহিঙ্গা মুসলিম নিজেদের বাঁচাতে ও উন্নত জীবনের আশায় মালয়েশিয়া, বাংলাদেশ, ভারত এসব প্রতিবেশী দেশে যাবার চেষ্টা করেন। অবৈধভাবে প্রতিবেশী দেশে যাওয়ার জন্য তারা সাধারণত মানব পাচারকারীদের সহায়তা নিয়ে থাকেন।

তবে অনেকেরই শেষ রক্ষা হয় না। অবৈধ ভাবে দেশ থেকে পালানোর সময় মিয়ানমার পুলিশের কাছে গ্রফতার হয়েছেন হাজার হাজার রোহিঙ্গা মুসলিম। তাদের ভোগান্তি আর শেষ হয় না। গ্রেপ্তার হলে পুলিশি নির্যাতন, কারাগারে নির্যাতন তো রয়েছেই। এই বর্বরতা থেকে বাদ পড়েনা দুর্বল নারী ও শিশুরাও।

অবৈধ ভাবে দেশ থেকে পালাতে গিয়ে চলতি মাসে ইয়াংগুন থেকে গ্রেপ্তার হয়েছেন ২৭১ জন রোহিঙ্গা মুসলিম। গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে নারী ও শিশুও রয়েছে। তাদের সবাইকে কারাগারে প্রেরণ করেছে জান্তা বাহিনী।

ধারণা করা হচ্ছে তাদের সবাইকেই নূন্যতম ২ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হতে পারে। এর আগে যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে তাদেরকে ২ থেকে ৫ বছর পর্যন্ত জেল দিয়েছে মিয়ানমার সরকার। রোহিঙ্গা মুসলিমদের ক্ষেত্রে সন্ত্রাসী মিয়ানমার কোন আন্তর্জাতিক আইন ও নিয়ম নীতির তোয়াক্কা না করেই বিভিন্ন মেয়াদে সাজা প্রদান করে থাকে। এটা সুস্পষ্ট মানবাধিকার লঙ্ঘন।

আশংকার বিষয় হচ্ছে, চলতি বছর এখন পর্যন্ত ১৩০০ এর বেশি রোহিঙ্গা মুসলিম মিয়ানমার থেকে পালাতে গিয়ে গ্রেপ্তার হয়েছেন। প্রতিনিয়ত এই সংখ্যা বাড়ছে।

একদিকে গণহত্যা, আরেকদিকে জেল। রোহিঙ্গা মুসলিমদের কোন নিরাপদ জায়গা নেই। এতো বর্বরতার শিকার হওয়া সত্ত্বেও, রোহিঙ্গা মুসলিমদের পক্ষে কোন কার্যকর পদক্ষেপ নিচ্ছে না মানবাধিকারের ঠিকাদার জাতিসংঘ ও পশ্চিমা বিশ্ব। ইউক্রেন ইস্যুতে ঠিকই শক্তিশালী রাশিয়ার বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছে পশ্চিমা বিশ্ব। কিন্তু রোহিঙ্গা ইস্যুতে তারা বিকলাঙ্গ হয়ে যায়।

সার্বিক পরিস্থিতি এটাই প্রমাণ করে যে, জাতিসংঘ ও পশ্চিমা বিশ্বের মানবাধিকারের স্লোগান লোক দেখানো ও প্রহসন মাত্র। তারা সুস্পষ্ট ভাবেই মুসলিমদের বিরুদ্ধে এবং কাফেরদের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। তাদের কার্যক্রমই তার প্রমাণ। তবুও আজকের মুসলিম সমাজ রোহিঙ্গাদের ন্যায় বিচারের জন্য ইসলামী সমাধান ছেড়ে পশ্চিমা বিশ্বের দিকেই চেয়ে আছে।

প্রতিবেদক: মুহাম্মাদ ইব্রাহীম

তথ্যসূত্র:

1. 117 Rohingya — 78 males & 39 females, including minors — were arrested from a house in Ayeyarwaddy Street, 10th Ward in Yangon Region’s Dagon Myo Thit (East) Township on Oct 20th. 4 Burmese

3

believed to be human traffickers were also arrested
- https://tinyurl.com/3k62k866

2. 54 Rohingya Arrested - https://tinyurl.com/22perk6y

3. The Myanmar junta arrested 31 Rohingya who are escaping genocide on 17th sept & 42 Rohingya on 18th sept. Since the coup over 1300 Rohingya have been arrested by the junta - https://tinyurl.com/bdf4adjt

4. Rohingya Arrested - https://tinyurl.com/3mz4deuv

- https://tinyurl.com/5xjsv6a6

- https://tinyurl.com/yc7tzunj

- https://tinyurl.com/mrxet46v

- https://tinyurl.com/n2vpbsb4

5. 150,000 Rohingya people are confined to de-facto internment camps in Rakhine

- https://tinyurl.com/yn2t25zv

আমেরিকার আল-কায়েদা ভীতি: শাবাব-একিউএপি সংযোগ বন্ধে

অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ

সম্প্রতি পূর্ব আফ্রিকায় তৎপর আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব প্রশাসনের সাথে সংশ্লিষ্ট ১৪ জন ব্যক্তির উপর অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করেছে সন্ত্রাসবাদী আমেরিকার ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট।

অক্টোবরের মধ্যভাগে সংস্থাটির প্রকাশিত এক রিপোর্টে হারাকাতুশ শাবাবের অর্থ বিভাগের সাথে সম্পৃক্ত ৯ জন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কথিত “অস্ত্র পাচার” এর অভিযোগ আনা হয়। এছাড়াও আশ-শাবাবের আরো ৫ জন উচ্চপদস্থ নেতৃবৃন্দের নাম সন্ত্রাসী আমেরিকার কথিত সরকারি ‘ব্ল্যাকলিস্ট’ এ তোলা হয়েছে।

আমেরিকার ট্রেজারি বিভাগ আশ-শাবাবের বিস্তৃত অর্থনৈতিক নেটওয়ার্কের ব্যাপারেও তথ্য প্রকাশ করেছে। জাতিসংঘের এক গবেষণা মতে, আশ-শাবাবের ইসলামি প্রশাসন বিভিন্ন মাধ্যম থেকে প্রতি বছর শত শত মিলিয়ন ডলারের সমপরিমাণ মুনাফা অর্জন করে থাকে। যার বড় একটি অংশ খরচ হয় কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে শক্তিশালী করতে। আর ২৫% খরচ হয় আশ-শাবাবের সামরিক খাতে। ফলে বর্তমানে আল-কায়েদা-এর শাখা সমূহের নিয়ন্ত্রিত ইসলামি ইমারাহগুলোর মধ্যে আশ-শাবাব প্রশাসনকেই সবচাইতে ধনী হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

এবিষয়ে সোমালিয়ার একজন অর্থনীতিবিদ ২০১৯ সালের এক প্রতিবেদনে জানান যে, "২০১৯ অর্থবছরে সোমালি সরকার $৩০.৪১ বিলিয়ন আয় করেছে। সেখানে আশ-

3

শাবাব সোমালিয়ার ফেডারেল সরকার (FGS) থেকে আরও বেশি রাজস্ব সংগ্রহ করছে। যার পরিমাণ সোমালি সরকার থেকে তিনগুণ বেশি।"

অর্থাৎ ২০১৯ অর্থবছরে আশ-শাবাব ৯১.২৩ বিলিয়ন রাজস্ব আদায় করেছে। ধারণা করা হচ্ছে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এই রাজস্ব আয়ের পরিমাণ আরও কয়েক গুণ বেড়েছে।

আর আশ-শাবাবের অর্থনৈতিক এই সফলতাকে রুখতে লড়াইয়ে ময়দানের পাশাপাশি এবার অর্থনৈতিক ময়দানেও নামতে বাধ্য হয়েছে আমেরিকা। ফলে আশ-শাবাবের উপর অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করতে শুরু করেছে আমেরিকা ও তাদের সমর্থিত গাদ্দার সরকার।

এর ধারাবাহিকতায় সন্ত্রাসী আমেরিকার ট্রেজারি বিভাগ আশ-শাবাবের অর্থনৈতিক বিভাগের কয়েকজন কর্মকর্তার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। তাদের মধ্যে রয়েছেন- খালিফ আদালে, হাসান আফজাউয়ে, আব্দুল কারিম হুসাইন গাগালে এবং আব্দুর রাহমান নুরি।

উনাদের মধ্যে খালিফ আদালে শরীয়াহ অনুমোদিত বিভিন্ন ব্যবসায়ি প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পাদনের কাজ করেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন ব্যবসার উপর আরোপিত কর সংগ্রহ করেন, এনজিওদের কাছ থেকে অর্থ আদায় করেন এবং সোমালি গোত্রগুলোর মাঝে বিবাদ হলে তা মিমাংসা করেন। এছাড়াও তিনি দাওয়াহ এর মাধ্যমে সোমালিদের জিহাদে উদ্বুদ্ধ করেন।

হাসান আফজাউয়ে আশ-শাবাবের অর্থ বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সাদাকাহ গ্রহণ করেন এবং পশ্চিমা সমর্থিত যালিম সরকারের বিভিন্ন উচ্চপদস্থ কিংবা গুরুত্বপূর্ণ লোকদের আটক করার এবং বিদেশী অনুদান গ্রহণের দায়িত্বও পালন করেন। আশ-শাবাবের মধ্যে অত্যন্ত প্রভাবশালী এই নেতাকে ধরার জন্য ক্রুসেডার আমেরিকা ৫ মিলিয়ন ডলারের পুরষ্কার ঘোষণা করেছে।

আব্দুর রাহমান নুরি এবং আব্দুল কারিম হুসাইন গাগালে আশ-শাবাবের অর্থ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত হিসেবে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন। উল্লিখিত প্রত্যেকেই আশ-শাবাবের অর্থ বিভাগের কাজের সাথে সম্পৃক্ত। তাঁরা আশ-শাবাব প্রশাসনের উচ্চপদস্থ নেতা মাহাদ কারাতে এর অধীনে তাঁদের কার্যক্রম পরিচালনা করেন। মাহাদ কারাতে সম্পর্কে তথ্য প্রদানকারীর জন্য আমেরিকা ৫ মিলিয়ন ডলারের পুরষ্কার ঘোষণা করেছে। তিনি শাবাবের গোয়েন্দা শাখা ‘আমনিয়াত’ ডিভিশনের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি।

আর ব্ল্যাকলিস্টে যেসব ব্যক্তির নাম তোলা হয়েছে তাদের মধ্যে আছেন সোমালিয়ার হিরান প্রদেশের প্রাক্তন গভর্ণর মুহাম্মাদ মিরে। তিনি ২০২০ সাল পর্যন্ত শাবাবের যাকাত বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি আশ-শাবাবের কৌশলগত সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষেত্রেও ভূমিকা পালন করেন। ব্ল্যাকলিস্টের অন্য ব্যক্তিরা হলেন ইয়াসির জিস, ইউসুফ আহমাদ হাজি নুরো, মুস্তফা আতো এবং মুহাম্মাদ আবদি আদেন নামের আরো চারজন নেতা।

ইয়াসির জিস শাবাবের সামরিক বিভাগের কামান্ডোর দায়িত্বে আছেন। হাজি নুরো আমনিয়াত বিভাগ দেখাশোনা করেন। মুস্তফা আতো আশ-শাবাব আমীরের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন এবং আমনিয়াত বিভাগেও উচ্চপদে

3

আসীন। আর মুহাম্মাদ আবদি কেনিয়ায় আশ-শাবাবের গুরুত্বপূর্ণ একজন কর্মকর্তা।

আশ-শাবাবের অস্ত্রের যোগান

আমেরিকার ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টের প্রতিবেদনে উঠে এসেছে আশ-শাবাব কিভাবে ইয়েমেন থেকে মিলিয়ন ডলারের অস্ত্র ক্রয় করে পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে এতগুলো বছর যাবত যুদ্ধ চালিয়ে আসছে এবং আরো বেশি অঞ্চল নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসছে।

রিপোর্ট মোতাবেক, ইয়েমেনের তানযিমুল কায়েদা ফিল জাযিরাতুল আরব তথা আনসারুশ শারীয়াহ গ্রুপের সাথে আশ-শাবাবের অস্ত্রের আদান-প্রদান হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে উভয় পক্ষের কয়েকজন ব্যক্তি এবং তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে অস্ত্রের ক্রয়-বিক্রয় হয়ে থাকে।

আশ-শাবাবের অস্ত্রের যোগানের জন্য দায়িত্ব পালন করেন আব্দুল্লাহি জিরি। তিনি সোমালিয়ার স্থানীয় বিভিন্ন সূত্র এবং ইয়েমেন – উভয় জায়গা থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করেন।

ইয়েমেন ভিত্তিক একটি নেটওয়ার্ক এর মাধ্যমে তিনি সোমালিয়ায় অস্ত্র আনেন। এই নেটওয়ার্কে আছেন মুহাম্মাদ হুসাইন সালাদ, আহমাদ হাসান আলী সুলাইমান মাতান এবং মুহাম্মাদ আলী ব্রাদার্স নামের ব্যক্তিগণ। হুসাইন সালাদ এবং সুলাইমান মাতান ইয়েমেন থেকে জলযানের মাধ্যমে অস্ত্র ও গোলাবারুদ সোমালিয়ার পুন্তল্যান্ড অঞ্চলে নিয়ে আসেন। তাঁদের দুইজনের কেউই শাবাবের সাথে সম্পৃক্ত নন এবং নেটওয়ার্কের তিনজন ব্যক্তিকেই আমেরিকা ব্ল্যাকলিস্টে অন্তর্ভুক্ত করেছে। অপরদিকে মুহাম্মাদ আলী ব্রাদার্স আনসারুশ শারীয়াহ এর সদস্য। তিনি মূলত ইয়েমেন থেকে সোমালিয়ায় গুলি নিয়ে আসেন। আলী ব্রাদার্স ইয়েমেনের শাবওয়াহ অঞ্চলে আল-কায়েদার কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

আর আশ-শাবাব ও আনসারুশ শরিয়াহ্'র মধ্যকার এই সম্পর্ক সমুদ্রের এপার ওপারে আল-কায়েদার অবস্থানকে শক্তিশালী করেই চলছে। যার ফলে অদূর ভবিষ্যতে আরব সাগর এবং সুয়েজ খালের প্রবেশ পথ এডেন উপসাগর কেন্দ্রিক বড়ধরণের অর্থনৈতিক ও সামরিক প্রভাব ফেলবে আল-কায়েদা। আর এমনটি হলে বিশ্ববাণিজ্যের বড় অংশের উপর প্রভাব ফেলবে আল-কায়েদা।

এদিকে আশ-শাবাব প্রশাসন আনসারুশ শরিয়াহ্'র মাধ্যমে ইয়েমেন থেকে শুধু অস্ত্রই আনছে না বরং অর্থনৈতিকভাবেও আনসারুশ শরিয়াহ্'কে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। যার ফলশ্রুতিতে- যুদ্ধবিধ্বস্ত ইয়েমেনের ভঙ্গুর অর্থনীতি আর চতুর্মুখি হামলার মাঝেও হাদরামাউত, আবইয়ান ও শাবওয়াহ্ রাজ্যের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ ধরে রেখে এখনো শক্তিমত্তার সাথে টিকে আছে আনসারুশ শরিয়াহ্। সেই সাথে সাম্প্রতিক মাসগুলোতে নতুন অপারেশনের ঘোষণার মধ্য দিয়ে ইয়েমেনে নিজেদের শক্তিশালী অবস্থানের বিষয়টিও জানান দিচ্ছে দলটি।

এছাড়াও, সন্ত্রাসী আমেরিকার তৈরি করা আশ-শাবাবের নেতৃবৃন্দের তালিকা জানান দেয়, আশ-শাবাবের তৎপরতা শুধু পূর্ব আফ্রিকাতেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং ছড়িয়ে আছে গোটা মধ্যপ্রাচ্যে। আমেরিকা তাই বলতে বাধ্য হয়েছে, হারাকাতুশ-শাবাব আল-কায়েদার সবথেকে বড় এবং সক্রিয় শাখা। একই সাথে

3

শাবাবের ক্রমবর্ধমান প্রতিপত্তি আমেরিকা সরকারের জন্য অন্যতম এক হুমকি।

শাবাব ইতিমধ্যে সোমালিয়ার দক্ষিণাঞ্চলের প্রায় সবটুকুর দখল নিয়েছে।
এবং রাজধানী মোগাদিশু ও পার্শ্ববর্তী দুই দেশ ইথিওপিয়া ও কেনিয়াতে যেকোনো সময় আক্রমন চালানোর সক্ষমতা অর্জন করেছে। আলহামদুলিল্লাহ্। তাই, সন্ত্রাসী অ্যামেরিকা ও পতনোন্মুখ বিশ্বমোড়লদের কপালে চিন্তার ভাঁজ পরাটা স্বাভাবিক।

২৭শে অক্টোবর, ২০২২

বছরের শুরু থেকে দখলদার ইসরাইলের হাতে ১৮৩ মুসলিম খুন

নিরাপরাধ ফিলিস্তিনিদের উপর দখলদার ইসরাইলের আগ্রাসন ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। চলতি ২০২২ সালেই এখন পর্যন্ত অভিশপ্ত ইসরাইলের সন্ত্রাসী বাহিনী ১৮৩ ফিলিস্তিনি মুসলিমকে খুন করেছে।

এ বিষয়ে রামাল্লায় ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় গত ২৫ অক্টোবর একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছে। বিবৃতির তথ্য মতে, পশ্চিম তীরে ১৩২ জন এবং গাজা উপত্যকায় ৫১ জন ফিলিস্তিনিকে খুন করেছে দখলদার ইসরাইল। নিহতদের মধ্যে ৩৫ জনই শিশু বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়।

তবে স্থানীয়দের মতে, এমন অনেক হত্যাকাণ্ড ঘটে যেগুলোর হিসাব রাখা সম্ভব হয় না; সেগুলো মিলে নিহত মোট মুসলিমের সংখ্যাটা নিঃসন্দেহে আরো অনেক বেশি।

এছাড়াও, চলতি বছরের শুরু থেকে প্রায় ৫,৩০০ ফিলিস্তিনিকে বন্দী করেছে অভিশপ্ত ইহুদি বাহিনী। ফিলিস্তিনি প্রিজনার্স ক্লাবের বিবৃতি অনুযায়ী, বন্দিদের মধ্যে ৬২০ শিশু এবং ১১১ জন নারী রয়েছেন।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য মতে, শুধু চলতি অক্টোবর মাসেই অভিশপ্ত ইহুদি সন্ত্রাসীরা ২৬ জন ফিলিস্তিনি মুসলিমকে খুন করেছে। তাছাড়া সাম্প্রতিক সময়ে ইসরাইল অধিকৃত পশ্চিম তীরে এধরনের হামলা বাড়িয়েছে। এতে নিরপরাধ ফিলিস্তিনিদের মৃত্যুর মিছিলও লম্বা হচ্ছে।

সর্বশেষ গত ২৫ অক্টোবর পশ্চিম তীরে ইসরাইলি সন্ত্রাসীদের গুলিতে ৬ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন।

হিন্দুত্ববাদী ভারতঃ আসামে মুসলিমদের জাদুঘর সিলগালা

উদ্বোধনের দুই দিনের মাথায় আসামে মিয়া মুসলিমদের জাদুঘর সিল করে দিয়েছে হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন। আসামের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেছে, পুলিশ এই জাদুঘরের তহবিলের উৎস তদন্ত করবে।

3

গত ২৩ অক্টোবর গোয়ালপাড়া জেলার লখিপুর এলাকায় আসামে মিয়া মুসলিমদের ঐতিহ্য সম্বলিত জাদুঘরটি উদ্বোধন করা হয়েছিল। সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, "ডিসি গোপালার নির্দেশ অনুসারে মোহর আলীর এই জাদুঘরটি পরবর্তী আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত সিল করে দেওয়া হয়েছে।"

উগ্র হেমন্ত শর্মা বলেছে, এমনিতেই মিয়া মুসলিমদের উত্থান এবং মিয়া স্কুলগুলো গুরুতর উদ্বেগের বিষয়। "মিয়া জাদুঘর" স্থাপনের সাথে জড়িতদেরকে জবাবদিহিতার আওতায় আনা হবে। এই জাদুঘরের সাথে সংশ্লিষ্টরা উপযুক্ত জবাব দিতে ব্যর্থ হলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

উগ্র শর্মা সাংবাদিকদের বলেছে, "তারা এই জাদুঘর স্থাপন করার জন্য কোথা থেকে অর্থ পেয়েছে, তা পুলিশ তদন্ত করবে। এই বিষয়ে একটি মামলা হবে।"

শর্মার পাশাপাশি হিন্দুত্ববাদী বিজেপি বিধায়করাও মিয়া মুসলিমদের কমিউনিটি মিউজিয়ামের বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডামূলক প্রচারণা শুরু করেছে।

এদিকে, আসাম মিয়া পরিষদের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক সহ তিনজনকে কথিত সন্ত্রাসী সংগঠনের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে আটক করা হয়েছে। আসাম পুলিশের বরাত দিয়ে পিটিআই এ তথ্য জানিয়েছে।

আল কায়েদা ভারতীয় উপমহাদেশ (একিউআইএস) এবং আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের (এবিটি) সাথে তাদের কাল্পনিক যোগসূত্রের অভিযোগ তুলে তদন্ত করার নামে পুলিশ তাদের হয়রানি করছে।

গত মঙ্গলবার রাতে, মিয়া পরিষদের সভাপতি এম মোহর আলীকে জাদুঘর থেকে তুলে নেওয়া হয়। সাধারণ সম্পাদক আবদুল বাতেন শেখকে ধুবরি জেলার আলমগঞ্জে তার বাসা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। আটক তৃতীয় ব্যক্তি হলেন নাহারকাটিয়া জুনিয়র কলেজের অধ্যাপক তনু ধাধুমিয়া। তিনি জাদুঘরটি উদ্বোধন করেন।

বাঙালি বংশোদ্ভূত মুসলিম জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্য প্রদর্শন করা জন্য এ জাদুঘরটি নির্মাণ করা হয়েছিল। হিন্দুত্ববাদী আসাম সরকার সেখানকার প্রায় দেড় কোটি মুসলিমের পরিচয় মুছে দিতে চায়। তাই তারা এ জাদুঘরের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ক্র্যাকডাউন শুরু করেছে।

তথ্যসূত্র:
----

1. Miya museum sealed in Assam within days of inauguration, CM says police will probe funding (Maktoob Media) - https://tinyurl.com/yc5ckz43

2. Assam: Three activists associated with Miya museum detained in UAPA
case

- https://tinyurl.com/5xhchmet

মালিতে আল-কায়েদা অভিযান অব্যহত: ২ শত্রু সেনা নিহত

3

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালিতে রাশিয়ান ভাড়াটিয়া সৈন্য ও মলিয়ান সৈন্যদের উপর ২টি সফল হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন (জেএনআইএম)। এতে কমপক্ষে ২ মালিয়ান সৈন্য নিহত হয়েছে।

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, জেএনআইএম মুজাহিদগণ দেশটির সেগু রাজ্যের কাটিনা এলাকায় তাদের প্রথম হামলাটি চালান গত ২১ অক্টোবর শুক্রবার। গাদ্দার মালিয়ান সেনাদের একটি সামরিক চেকপয়েন্টে মুজাহিদগণ অতর্কিত হামলা চালালে ঘটনাস্থলেই ২ গাদ্দার সৈন্য নিহত হয়। আরও কিছু সৈন্য আহত হয়ে পালিয়ে যায়।

সফল এই অভিযানের সময় মুজাহিদগণ গাদ্দার বাহিনীর একটি গাড়ি পুড়িয়ে দেন।
সেই সাথে ২টি ক্লাশিনকোভ সহ আরও বেশ কিছু অস্ত্র গনিমত লাভ করেন।

এরপর ২৩ অক্টোবর রবিবার। একই রাজ্যের এনডিলার এলাকায় গাদ্দার মালিয়ান সামরিক বাহিনী ও দখলদার রাশিয়ার ভাড়াটিয়া ওয়াগনার বাহিনীর একটি যৌথ কাফেলার উপর হামলা করেন মুজাহিদগণ।

হামলার শুরুতেই মুজাহিদগণ কয়েকটি বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে সামরিক বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করে দেন। এরপর শত্রু বাহিনীকে লক্ষ্য করে গুলি বর্ষণ করেন তাঁরা।

এতে বেশ কিছু সৈন্য আহত হয় এবং কয়েকটি মোটরসাইকেল রেখেই শত্রুরা পালিয়ে যায়। পরে শত্রুদের ফেলা যাওয়া ৬টি মোটরসাইকেল পুড়িয়ে দেন মুজাহিদগণ।

আল-ফিরদাউস নিউজ বুলেটিন || অক্টোবর ৩য় সপ্তাহ, ২০২২ঈসায়ী

https://alfirdaws.org/2022/10/27/60222/

২৬শে অক্টোবর, ২০২২

আদিবাসী ঘোষণা করার পরেও আসামের মুসলিমদের নাগরিকত্ব প্রমাণের নির্দেশ

৬০ বছর বয়সী সাদের আলির ১২ সদস্যের যৌথ পরিবার নিয়ে জন্ম থেকেই আসামের ধুবরি জেলার রামরাইকুটি গ্রামে বাস করেন। এ গ্রামটি ভারত ও বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমান্ত এবং আসাম-পশ্চিমবঙ্গ আন্তঃরাজ্য সীমান্ত থেকে মাত্র ১০০ মিটার দূরে অবস্থিত।

সাদের আলী এবং তার বড় ভাই, ৬৬ বছর বয়সী মুজাম শেখ, কৃষি কাজ করেন। যখন বীজ বপন বা ফসল কাটার মৌসুম থাকে না, তখন তারা দিন মুজুরি করেন। তারা "দেশী" মুসলিম সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। তাদের পূর্বপুরুষরা যুগ যুগ

3

ধরে এখানে বসবাস করায় আসামের "আদিবাসী" হিসাবে তাদেরকে স্বীকৃতি দিয়েছিল সরকার।

কিন্তু হিন্দুত্ববাদী মোদি সরকার ভারত থেকে সকল মুসলিম নিশ্চিন্ত করার ষড়যন্ত্র করছে। ফলশ্রুতিতে শুধুমাত্র মুসলিম হওয়ায় আসামের “দেশি” মুসলিমদেরকে নাগরিকত্ব প্রমাণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

গত ৩০ জুলাই সাদা পোশাকে দুজন লোক তাদের বাড়িতে উপস্থিত হয়ে জানায়, তারা স্থানীয় আগমনি থানা থেকে এসেছে। সন্দেহভাজন বিদেশী হিসাবে সাদের আলীর পরিবারের চার সদস্যের বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে। এই চার জন হচ্ছেন – সাদের আলী ও তার স্ত্রী মোলিনা বিবি এবং মুজাম শেখ ও তার স্ত্রী সালেহা বিবি। অথচ তারা আজন্ম এই এলাকাতেই বসবাস করছেন। তাদের পূর্বপুরুষরাও এখানকার অধিবাসী ছিলেন।

তাদের ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রমাণের জন্য ধুবরি শহরের ফরেনার্স ট্রাইব্যুনালে যেতে হয়। (বিতর্কিত বিদেশীদের জাতীয়তার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত আধা-বিচারিক সংস্থা।)

সাদা পোশাকের নিরাপত্তাকর্মীদের বক্তব্য শুনে অবাক হয়ে কাঁদতে কাঁদতে আলী বললেন, "এটা লজ্জার বিষয়। আমরা ভারতীয় এবং এটা নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই। আমার বাবার ১৯৪৭ সালের একটি স্কুল সার্টিফিকেট রয়েছে। তিনি ১৯৫০ এর দশকে সরকারী অফিসে কাজ করেছিলেন। তার নাম ১৯৫১ সালের এনআরসিতে রয়েছে। তিনি ১৯৫৮ সালে ভোটও দিয়েছিলেন।"

এনআরসি বা ন্যাশনাল রেজিস্টার অফ সিটিজেন হল আসামে বসবাসকারী ভারতীয় নাগরিকদের একটি তালিকা। এটি প্রথম ১৯৫১ সালে সংকলিত হয়। তারপর গত ২০১৯ সালে তা আপডেট করা হয়।

সাদের আলী বলেন, "আমরা জন্মের পর থেকেই এখানে বসবাস করছি। আমার বাবা একটি সরকারী অফিসে কাজ করতেন। মাসে ৭-১০ রুপি বেতন পেতেন। এখন তার ছেলেদের তাদের জাতীয়তা প্রমাণের জন্য নোটিশ দেওয়া হয়েছে। আমাদের টাকা নেই। সরকার কোনো ভাবেই আমাদের সাহায্য করে না। তার পরিবর্তে আমাদের জাতীয়তা প্রমাণ করতে বলে আমাদেরকে কষ্ট দেয়।"

শুধু সাদের আলীর পরিবারের এই দুর্দশা তা নয়। আগমনি থানার একজন সীমান্ত পুলিশ কর্মকর্তার মতে, এ বছর তার সীমানার অধীনে বসবাসকারী অন্তত ১৫০ টি পরিবারকে এমন নোটিশ দেওয়া হয়েছে। এদের বেশিরভাগই দেশি মুসলিম সম্প্রদায়ের।

আসামের স্থানীয় হিসাবে বিবেচিত দেশি মুসলমানদের বংশ ধারা ঐতিহাসিক কামরূপ রাজ্য পর্যন্ত চিহ্নিত করা যায়। তাদের পূর্বপূরুষরা ১৩ শতকের দিকে ইসলাম গ্রহণ করে মুসলিম হয়েছেন বলে ধারণা করা হয়।

আসামের সকল থানায় সীমান্ত পুলিশ ইউনিট রয়েছে। এছাড়া সীমান্ত গ্রামে বসানো হয়েছে ওয়াচ পোস্ট। সীমান্ত পুলিশ এসব মামলা ফরেনার্স ট্রাইব্যুনালে পাঠায়। যদি ট্রাইব্যুনাল তদন্তাধীন ব্যক্তিদের বিদেশী বলে মনে করে, তবে তাদের আসামের ডিটেনশন কেন্দ্রে রাখা হতে পারে বা বাংলাদেশে নির্বাসিত করা হতে পারে। বাংলাদেশ খুব কমই তাদেরকে

3

নাগরিক হিসাবে গ্রহণ করে। তাই আসামে ঘোষিত বিদেশিদের অনেককেই ডিটেনশন কেন্দ্রে বছরের পর বছর মানবেতর জীবন কাটাচ্ছেন।

ভয়ের বিষয় হলো, আসামে মুসলিম জনসংখ্যা হচ্ছে প্রায় দেড় কোটি। হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাস মোদি সরকার ধীরে ধীরে এই বিপুল জনগোষ্ঠীকে ভারত থেকে বিতাড়িত করার কুট কৌশল অবলম্বন করছে।

তথ্যসূত্র:
----

1. They were officially declared ‘indigenous’ to Assam. Then they were asked to prove their citizenship (Scroll) - https://tinyurl.com/yckzfh6z

নাইজারে আল-কায়েদার হামলায় ৫ সেনা নিহত, প্রচুর গনিমত লাভ

সম্প্রতি পশ্চিম আফ্রিকার দেশ নাইজারে একটি সেনা ঘাঁটিতে হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিম (জেএনআইএম) এর মুজাহিদগণ। এই হামলায় কমপক্ষে ৫ গাদ্দার সৈন্য নিহত হয়েছে। পাশাপাশি মুজাহিদগণ প্রচুর গনিমত লাভ করেছেন বলে জানা গেছে।

আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, গত ২৩ অক্টোবর রবিবার টিলাবেরি রাজ্যের তামাউ শহরে একটি সামরিক ঘাঁটি অবরোধ করে উক্ত হামলাটি চালানো হয়েছে। সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যেই অভিযানটি সম্পন্ন করেছেন মুজাহিদগণ।

উক্ত হামলায় ৫ গাদ্দার সেনা নিহত হওয়ার পাশাপাশি আহত হয়েছে আরও বেশ কিছু সৈন্য।

সফল এই অভিযান শেষে মুজাহিদগণ ঘাঁটি থেকে ৫টি সামরিক যান, অত্যাধুনিক ২টি ভারী অস্ত্র, ৭টি ক্লাশিনকোভ, ১টি এআরবিআইজি, গোলাবারুদ ভর্তি কয়েকটি বাক্স এবং অন্যান্য প্রচুর সংখ্যক সামরিক সরঞ্জাম গনিমত লাভ করেন।

ইসরাইলের সন্ত্রসী বাহিনীর হাতে খুন ৬ ফিলিস্তিনি মুসলিম

ফিলিস্তিনে থামছেই না মুসলিমদের লাশের মিছিল। একের পর এক প্রিয় মানুষদের লাশ বহন করছেন ফিলিস্তিনিরা। এবার এক দিনে বর্বর ইসরাইলি বাহিনী খুন করেছে ছয় ফিলিস্তিনি মুসলিমকে।

গত ২৫ অক্টোবর পশ্চিম তীরে এ ঘটনা ঘটে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রায় ৬০টি সাঁজোয়া যান এবং অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক গাইডেড ক্ষেপণাস্ত্র নিয়ে বিপুল সংখ্যক দখলদার সেনা নাবলুস শহরে অভিযান চালায়। পরে ইসরাইলি স্নাইপাররা নাবলুসের শহরের বিভিন্ন বাড়ি এবং বিল্ডিংয়ের ছাদে অবস্থান নেয়।

অভিযানের নামে নির্বিচারে গুলি চালিয়ে একজন ফিলিস্তিনিকে গাড়িসহ উড়িয়ে দেয় বর্বর ইহুদিরা। এর পর রাস্তায় নেমে আসেন বিক্ষুব্ধ

3

ফিলিস্তিনিরা। এ সময় ইসরাইলের উপর্যুপরি হামলার তীব্র প্রতিবাদ জানান তারা।

বিক্ষোভকারীদের দমাতে গোটা নাবলুস শহরে সন্ত্রাসী ইসরাইল হামলা শুরু করে। ফলে আরও ৫ ফিলিস্তিনি নিহত ও কমপক্ষে ২০ জন আহত হয়। ক্ষতিগ্রস্ত হয় অসংখ্য বাড়িঘর।

এ ঘটনায় গোটা পশ্চিম তীর ক্ষোভে ফুসে উঠে। নিহতদের জানাজায় হাজার হাজার ফিলিস্তিনি অংশ নেয়। সেখানে ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ যোদ্ধাদের সশস্ত্র মহড়াও ছিল চোখে পড়ার মতো। দখলদার ইহুদিদের প্রতিরোধ করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেন তারা।

এদিকে ফিলিস্তিনি রেড ক্রিসেন্ট জানিয়েছে, আহতদের সরিয়ে নেওয়ার জন্য মেডিকেল টিম এবং অ্যাম্বুলেন্সকে সংশ্লিষ্ট এলাকায় প্রবেশ করতে দেয়নি সন্ত্রাসী ইসরাইলি বাহিনী। ফলে আহত ফিলিস্তিনিদের চিকিৎসা সেবা বাঁধাগ্রস্ত হয়।

উল্লেখ্য যে, নাবলুসে টানা ১৫ দিন ধরে কঠোর অবরোধ আরপ করেছে দখলদার ইসরাইল। শহরটিতে প্রবেশ ও প্রস্থান করার জন্য আশেপাশের আটটি রাস্তা বন্ধ করে চেকপয়েন্ট তৈরি করেছে ইসরাইল। দীর্ঘ ১৫ দিন যাবত শহরটিতে নানা অযুহাতে ফিলিস্তিনিদের হয়রানি ও গুলি করে হত্যা করার মতো ঘটনাও ঘটছে অহরহ।

দখলদার ইসরাইলি বাহিনীর এমন অনেক বর্বরতার চিত্র প্রকাশ পেলেও, ইহুদি সন্ত্রাসের পৃষ্ঠপোষক পশ্চিমা বিশ্ব ফিলিস্তিনিদেরকেই সন্ত্রাসী আখ্যা দিচ্ছে। অবাক করা বিষয় হচ্ছে এর পরও কিছু মুসলিম ফিলিস্তিনের সমস্যা সমাধানের জন্য পশ্চিমাদের দিকেই চেয়ে আছে।

তথ্যসুত্র :
1. The six Palestinians killed by the Israeli occupation forces last night **-** https://tinyurl.com/n9nn24a7

বুরকিনান সেনা ঘাঁটিতে আল-কায়েদা অভিযান : ৬৮ বন্দী মুক্তি, শতাধিক শত্রু হতাহত

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ বুরকিনা ফাসোর গাদ্দার সামরিক সরকারের একটি ঘাঁটিতে বড় ধরনের সামরিক অপারেশন চালিয়েছে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন বা জেএনআইএম। এতে অসংখ্য গাদ্দার সেনা সদস্য হতাহত হয়েছে। তাছাড়া সামরিক কারাগার থেকে মুক্ত করা হয়েছে ৬৮ জন বন্দীকে।

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ অক্টোবর সোমবার, দেশটির উত্তরাঞ্চলীয় সৌম অঞ্চলে অবস্থিত সিবোতি সামরিক ঘাঁটিতে এ হামলা চালানো হয়। এই অভিযানে আল-কায়েদার পাঁচ শতাধিক যোদ্ধা কয়েক ডজন গাড়ি ও শতাধিক মোটরসাইকেল নিয়ে অংশগ্রহণ করেন।

সামরিক ঘাঁটিটি ঘিরে ফেলে কয়েক ঘন্টা ধরে চলে তীব্র হামলা। সামরিক ঘাঁটিতে অবস্থানরত গাদ্দাররা যেন বাহির থেকে তাৎক্ষণিক কোনো সাহায্য না পায়, সেজন্য মুজাহিদগণের বেশ কিছু দল আশপাশের এলাকাগুলোতেও অবস্থান নেন। ফলে স্থলপথে বাইরে থেকে কেউ তাদের সাহায্য করতে পারেনি।

তবে স্থলপথে না পারলেও, বুরকিনান বিমানবাহিনীর পাশাপাশি মালিয়ান সেনারাও বিমান হামলা করে মুজাহিদদের প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছে। আল্লাহর ইচ্ছায় শত্রুদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

জনগণ থেকে সত্য গোপন করতে দেশটির সামরিক সূত্র দাবি করেছে, আল-কায়েদা যোদ্ধাদের বীরত্বপূর্ণ এই অপারেশনে তাদের মাত্র ১০ সৈন্য নিহত এবং ৫০ সৈন্য আহত হয়েছে।

অপরদিকে স্থানীয় সূত্র মতে, এই হামলায় ঐ ঘাঁটিতে থাকা বেশিরভাগ সৈন্য হতাহত হয়েছে। ঘাঁটিটিতে কমপক্ষে ২৫০ গাদ্দার সৈন্য ছিল বলে জানা যায়।

এছাড়াও, মুজাহিদগণ ঐ ঘাঁটির কারাগার থেকে ৬৮ জন বন্দীকেও মুক্ত করে নিয়ে গেছেন। পাশাপাশি ৩টি পিকআপ, ৪০৯টি ক্লাশিনকোভ, ১৯টি রকেট লঞ্চার, ২০টি পিকে মেশিনগান, ৩টি 14.5mm ভারী অস্ত্র, ১টি সিঙ্গেল ব্যারেল এবং ২টি ডাবল ব্যারেল সহ অসংখ্য অস্ত্র, গুলাবারুদ ও সামরিক সরঞ্জাম গনিমত পেয়েছেন মুজাহিদগণ।

২৫শে অক্টোবর, ২০২২

ইউপিতে মুসলিম কিশোরী ধর্ষিত; উগ্র হিন্দুরা ব্যস্ত ভিডিও করায়

ভারতের উত্তর প্রদেশে অজ্ঞাত ব্যক্তিদের দ্বারা ধর্ষণের শিকার হয়েছেন ১৩ বছরের এক মুসলিম কিশোরী। অসহায় সেই কিশোরীকে সাহায্য করার পরিবর্তে উপস্থিত উগ্র হিন্দু জনতা ব্যস্ত ছিল ভিডিও করায়।

গত ২৩ অক্টোবর রবিবার কনৌজের এক সরকারি অতিথিশালার সামনে রক্তাক্ত অবস্থায় দেখতে পান স্থানীয়রা। ঐ কিশোরীর আর্তনাদ শুনেও আশপাশের বর্বর হিন্দুরা তাকে সাহায্য করেনি। বরং বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে ছবি তুলে, ভিডিও করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আপলোড করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত এক ভিডিওতে দেখা যায়, অসহায় সেই কিশোরী বার বার হাত বাড়িয়ে দিলেও কেউ তাকে সাহায্য করেনি। তাকে উঠে দাঁড়াতে হাত বাড়িয়ে দেয়নি। পুলিশ আসা পর্যন্ত কেউ তাকে কোন সাহায্য করেনি।

এদিকে, ঘটনাস্থলের নিকটবর্তী এক সিসিটিভির ফুটেজ থেকে দেখা গেছে, ওই কিশোরীর হাতে ধরে এক ব্যক্তি হাঁটছে। তবে ওই ব্যক্তিকে এখনো শনাক্ত করতে পারেনি ইউপি পুলিশ।

তথ্যসূত্র

3

1. After Teen UP Girl Found Bleeding And Bruised, What CCTV Shows-https://tinyurl.com/24cjma2b

2. UP: Bleeding girl begs for help, crowd films until policeman rescues her
- https://tinyurl.com/2p8f6nwm

3. video link: - https://tinyurl.com/2v3xhbxw

সামরিক হোটেলে আশ-শাবাবের ১৫ ঘন্টার অভিযান: কমপক্ষে ৮০ গাদ্দার হতাহত

পশ্চিমা সমর্থিত সোমালি গাদ্দার সরকারের মালিকানাধীন একটি সামরিক হোটেলে হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন এর ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। দীর্ঘ ১৫ ঘন্টার তীব্র লড়াই সমাপ্ত হয়েছে বলে জানা গেছে। এতে দেশটির উচ্চপর্যায়ের নীতিনির্ধারক সহ কমপক্ষে ৮০ কর্মকর্তা ও সেনা সদস্য হতাহত হয়েছে।

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, দীর্ঘ এই অভিযানটি দক্ষিণ সোমালিয়ার কিসমায়োতে সরকারি মালিকানাধীন তাওয়াকাল হোটেলে চালানো হয়েছে। ২৩ অক্টোবর রবিবার দুপুরের পর পর একটি শহিদী হামলার মাধ্যমে শুরু হয় এই অপারেশন। পরক্ষণেই বাহিরে অপেক্ষমান একদল মুজাহিদ হোটেলে ঢুকে পড়ে এবং এর দখল নেয়।

আশ-শাবাবের ইস্তেশহাদী ও ইনগিমাসী মুজাহিদদের সমন্বয়ে হোটেলটি অবরোধ করা হয়। এরপর টার্গেটকৃত গাদ্দার সরকারি কর্মকর্তাদের হত্যা করা হয়। হোটেলটি অবরোধের পর থেকে শেষ রাত পর্যন্ত পশ্চিমা সমর্থিত গাদ্দার বাহিনী ও কেনিয়ান সেনারা ১৪ বার অবরোধ ভাঙার চেষ্টা করে। কিন্তু মুজাহিদগণ সফলভাবে তাদের প্রতিহত করেন এবং নিজেদের মিশন বাস্তবায়ন করেন।

এদিন সোমালি প্রশাসনের নীতিনির্ধারকদের একটি দল মুজাহিদদের বিরুদ্ধে ব্যাপক আকারে যুদ্ধ শুরু করার পরিকল্পনা নিয়ে এই হোটেলে মিটিং করছিল। কিন্তু আশ-শাবাব তাদের নিজস্ব গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে এই মিটিংয়ের বিষয়ে আগেই জানতে পারেন। ফলে, গাদ্দার প্রশাসন মিটিং শুরু করার কিছুক্ষণের মাথায়ই আশ-শাবাবের বীর মুজাহিদগণ হোটেলের নিয়ন্ত্রণ নেন এবং চিহ্নিত শত্রুদের হত্যা করেন।

প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, এই অভিযানে পশ্চিমা সমর্থিত গাদ্দার প্রশাসনের উল্লেখযোগ্য আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াও অন্তত ২৭ কর্মকর্তা সহ অসংখ্য সৈন্য নিহত হয়েছে। এসময় হোটেলে আটকা পরা গাদ্দারদের উদ্ধার করতে এসে আরও কমপক্ষে ৫৩ সৈন্য হতাহত হয়েছে।

ধারণা করা হচ্ছে, উদ্ধার করতে আসা সেনাদের হতাহতের সংখ্যা আরও অনেক বেশি। কেননা আশ-শাবাবের হামলায় বাহিরে হতাহত সেনাদের ছবি ও ভিডিও ধারণ করতে দেয়নি গাদ্দার সরকার। ছবি তোলার কারণে দুই জন সংবাদিককেও গ্রেফতার করেছে গাদ্দার প্রশাসন।

3

সফল এই অভিযান শেষে আশ-শাবাব প্রশাসনের সামরিক মুখপাত্র শাইখ আবদুল আজিজ আবু মুস'আব হাফিজাহুল্লাহ্ একটি বিবৃততে বলেন, "যারা আল্লাহর শরিয়াহ্'র বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে এবং এর বিরুদ্ধে পরিকল্পনা তৈরি করছে, আমরা তাদেরকে আবারও সতর্ক করছি। তারা কখন কোথায় কতজন একত্রিত হচ্ছে, তারা কী কী সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, সবই আমাদের কাছে পৌঁছে।

"তাই, হে ইসলামের শত্রুরা! তোমাদের কাছে মুজাহিদগণ পৌঁছার আগেই এসব ঘৃণ্য পরিকল্পনা বন্ধ কর এবং আল্লাহর কাছে তাওবা কর।"

উইঘুর বন্দীশিবির নির্মাতা কোম্পানীকে দিয়ে বিশ্বকাপ স্টেডিয়াম বানাচ্ছে গাদ্দার কাতার

এবারের ফুটবল বিশ্বকাপ ফাইনালের জন্য কাতারে নির্মিত স্টেডিয়ামটি একটি চীনা কোম্পানী নির্মাণ করেছে। অভিযোগ উঠেছে, এই একই কোম্পানী উইঘুর মুসলিমদের জন্য ব্যবহৃত বন্দীশিবিরগুলো নির্মাণ করেছে।

সম্প্রতি এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ করেছে লন্ডন ভিত্তিক পত্রিকা দ্যা টাইমস। তাদের রিপোর্ট অনুযায়ী, অভিযুক্ত কোম্পানিটির নাম হচ্ছে চায়না রেলওয়ে কনস্ট্রাকশন কর্পোরেশন (সিআরসিসি)।

উইঘুরদের বিরুদ্ধে দখলদার চীন গত কয়েক বছর যাবৎ অমানবিক দমন-নিপীড়ন চালাচ্ছে। এরকম সময়ে কাতার তাদের দেশে স্টেডিয়াম নির্মাণের কাজ ঐ চীনা কোম্পানীকে দিয়ে করেছে। এর মাধ্যমে কাতার চীনের সাথে সম্পর্ক আরও জোরদার করেছে।

কাতারের মতো সংযুক্ত আরব আমিরাত, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, মৌরিতানিয়া, সুদান, সেনেগাল, পাকিস্তান ইত্যাদি মুসলিম দেশগুলোও উইঘুরদের উপর চীনের নির্যাতন নিয়ে কোন মন্তব্য করা থেকে বিরত থেকেছে। শুধু তাই নয়, এই দেশগুলো চীনের সাথে তাদের অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরও জোরদারের প্রতিও মনোনিবেশ করেছে।

অন্যদিকে মধ্য প্রাচ্যের প্রথম দেশ হিসেবে কাতার এই সপ্তাহে চীন থেকে উপহার হিসেবে দুটি পান্ডা গ্রহণ করেছে। সমালোচকরা একে "পান্ডা কূটনীতি" নামে অভিহিত করেছেন।

উইঘুর বুদ্ধিজীবীরা বলছেন, পূর্ব তুর্কীস্তানের নৃশংসতা থেকে বিশ্বকে বিভ্রান্ত করার জন্যই মূলত এমন পদক্ষেপ নিয়েছে দখলদার চীন।

আরেক উইঘুর বুদ্ধিজীবী আইদিন আনোয়ার মিডল ইস্ট আইকে (এমইই) বলেন, "চীন মূলত অন্যান্য দেশের সামনে (এসবের মাধ্যমে) ভালো সাজার চেষ্টা করছে।"

তিনি আরও বলেন, "কাতার এমন একটি দেশ যারা উইঘুরদের প্রতি চীনের নীতিকে সমর্থন করেছে। তাই কাতারে চীনের পান্ডা পাঠানোর বিষয়টি নিয়ে অবাক হওয়ার কিছুই নেই।"

দখলদার চীন পূর্ব তুর্কীস্তানের উইঘুর মুসলিমদের উপর এত জুলুম-নির্যাতন চালানোর পরেও চীনের প্রতি বিশ্বের বিভিন্ন নামধারী মুসলিম

3

দেশগুলোর দৃষ্টিভঙ্গি এক বিন্দুও পরিবর্তন হয় নি। এই কথিত মুসলিম শাসকদের দুমুখো নীতির বিরুদ্ধে এবং উইঘুর তথা পুরো বিশ্বের নির্যাতিত মুসলিমদের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ হওয়া এখন সময়ের দাবি।

তথ্যসূত্রঃ
----

1. Qatar World Cup stadium company ‘built Uyghur internment camp’
- https://tinyurl.com/y67euj6p

ইতালির ক্ষমতাসীন দলের ইসলাম বিদ্বেষ: আরবী খুতবা বন্ধের দাবি

ইতালির প্রধানমন্ত্রী হতে যাচ্ছে কট্টর ডানপন্থী ‘ব্রাদার্স অব ইতালি’ পার্টির নেতা জর্জিয়া মেলোনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে এখন পর্যন্ত সে ইতালির সবচেয়ে কট্টর সরকার প্রধান হতে যাচ্ছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

ইতোমধ্যে তার দলের উগ্র নেতা-কর্মীরা তাদের এজেন্ডা সমূহ প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছে। ডকুমেন্টিং অপ্রেশন এগেইন্সট মুসলিম এর সূত্র মতে, ইতালির উম্ব্রিয়াতে একটি নতুন মসজিদ নির্মাণে বাঁধা প্রদান করেছে দলটির নেতা কর্মীরা।

দলটির ইসলাম বিদ্বেষী নেতা-কর্মীরা বলছে, "নাগরিক নিরাপত্তা আইন না হওয়া পর্যন্ত ইতালিতে নতুন মসজিদ নির্মাণ করা যাবে না। এসব মসজিদ নির্মাণের বেশিরভাগ ফান্ডিং হয় মৌলবাদী দেশ কাতার ও সৌদি আরব থেকে।

"সেসব দেশে ধর্ম ত্যাগের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড, সমকামিতার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড, ব্যাভিচারের শাস্তি পাথর মেরে মৃত্যুদণ্ড, নারীদের কোন অধিকার নেই সেখানে। তাই ইতালিতে মসজিদে এসব মৌলবাদী উপদেশ প্রদান করা হোক আমারা তা চাই না।

"এখানে ইমামদের অবশ্যই নিবন্ধিত হতে হবে। মসজিদে আরবি ভাষায় কোন খুতবা দেয়া যাবে না। আমাদের অফিসিয়াল ভাষায় খুতবা দিতে হবে যেন সবাই বুঝতে পারে কী বলা হচ্ছে।"

নতুন কট্টর ডানপন্থী এই সরকারের মুসলিম-বিরোধী মনোভাবের পাশাপাশি কঠোর অভিবাসন নীতিমালার পক্ষপাতী বলেও মনে করেন অনেকে। মেলোনি ইতোমধ্যেই একাধিকবার ইতালিতে মুসলিম অভিবাসীদের আগমনের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। চাকরি নিয়ে শঙ্কার পাশাপাশি মুসলিম হবার কারণেও সরকারের বিরাগভাজন হতে পারেন মুসলিমরা।

তথ্যসূত্র:
----

1. - https://tinyurl.com/2s3ze4at

3

২৪শে অক্টোবর, ২০২২

সোমালি জিহাদে নতুন মাত্রা: আশ-শাবাবের পাশে যুদ্ধে নেমেছে উপজাতিরা

সোমালিয়ায় ইসলামী প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন এর পাশে যুদ্ধে নেমেছে দেশটির বেশ কয়েকটি সশস্ত্র উপজাতি। গত ২২ অক্টোবর আলিগুদুদ এবং তৌফিক জেলায় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আশ-শাবাব নিয়ন্ত্রিত শহর দুটি দখলের চেষ্টা করে পশ্চিমা সমর্থিত গাদ্দার সামরিক বাহিনী। কিন্তু আশ-শাবাব ও উপজাতিদের পালটা আক্রমণের মুখে শত্রুরা পালাতে বাধ্য হয়। সেসময় ৩০ এরও বেশি শত্রু সৈন্য নিহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

সেদিন প্রথম যুদ্ধটি সংঘটিত হয় হিরান রাজ্যের আলিগুদুদ জেলায়। যেখানে ফেডারেল সরকারী বাহিনী এবং স্থানীয় উপজাতি যোদ্ধাদের মধ্যে কয়েক ঘন্টা ধরে তীব্র যুদ্ধ চলে। উক্ত লড়াইয়ে অন্তত ১৭ এর বেশি সরকারি সেনা সদস্য নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে কয়েক ডজন। যুদ্ধ শেষে আলিগুদুদ মসজিদ এলাকায় স্থানীয়রা অনেক লাশ পড়ে থাকতে দেখেছেন।

স্থানীয় সূত্রে আরও জানা যায়, আলিগুদুদ দখলের জন্য সরকারি গাদ্দার বাহিনী ৭ বার হামলা চালিয়েছে। কিন্তু ৭ বারই ওয়ারসাঞ্জেলি আবগাল উপজাতির প্রতিরোধ যোদ্ধাদের কাছে পরাজিত হয়। যদিও ২২ অক্টোবর আশ-শাবাব যোদ্ধারা ব্যাকআপ হিসাবে যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছেছিলেন।

২২ অক্টোবর পশ্চিমা সমর্থিত গাদ্দার সরকারি বাহিনী দক্ষিণ সোমালিয়ার শাবেলি রাজ্যে আশ-শাবাব নিয়ন্ত্রিত তৌফিক জেলায়ও হামলা চালিয়েছে। কিন্তু সেখানেও স্থানীয় উপজাতি ও আশ-শাবাবের যৌথ পাল্টা আক্রমণের শিকার হয় গাদ্দার বাহিনী।

মার্কিন বিমান বাহিনী এই যুদ্ধে সোমালি সেনাদের সহায়তা দিয়েছে। তা সত্ত্বেও তারা সোচনীয় পরাজয় বরণ করে এবং শহর ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়।

আশ-শাবাব সংশ্লিষ্ট সংবাদ সূত্র নিশ্চিত করেছে যে, তৌফিক জেলায় মোগাদিশু প্রশাসনের কয়েকটি সাঁজোয়া যান ধ্বংস হওয়া ছাড়াও কমপক্ষে ১৩ জন্য সৈন্য নিহত এবং ২০ এর অধিক সৈন্য আহত হয়েছে।

এদিকে স্থানীয়রা জানান, উপকূলীয় শহর আদেলি-তে গাদ্দার বাহিনী অসংখ্য সেনার মৃতদেহ রেখে পালিয়ে গেছে। তাদের ধারণা, দুটি লড়াইয়ে পশ্চিমা সমর্থিত সরকারি বাহিনীর শতাধিক সেনা সদস্য হতাহত হয়েছে।

সর্বশেষ রিপোর্ট অনুযায়ী, উক্ত শহর দুটির পরিস্থিতি এখন স্থিতিশীল।
সেই সাথে শহরগুলোর সমস্ত এলাকা আশ-শাবাব সরকারের প্রতিরক্ষা বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

3

২৩শে অক্টোবর, ২০২২

বজরং দলে যোগ দিন: ভারত জুড়ে হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীদের প্রচারণা

দীর্ঘদিন ধরেই সারা বিশ্বের সাধারণ হিন্দুদেরকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে উগ্রবাদী চেতনায় উজ্জীবিত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে হিন্দু্ত্ববাদী সংগঠনগুলো। এই তালিকায় শীর্ষে রয়েছে আরএসএস সমর্থিত বজরং দল।

এবার তারা কর্মী সংগ্রহে প্রকাশ্যে প্রচারণা শুরু করেছে। লক্ষ লক্ষ হিন্দু যুবকদের উদ্দেশ্য করে এই প্রচারণা শুরু করেছে উগ্রবাদী সংগঠনটি। তারা ঘোষণা দিয়েছে শুধুমাত্র ১৫ থেকে ৩৫ বছর বয়সী হিন্দুরাই সংগঠনটিতে যোগ দিতে পারবে।

'Join RSS' এর আদলে, গত ২০ অক্টোবর থেকে প্রচার শুরু করেছে বজরং দল। তাদের লক্ষ্য, এক মাসে পুরো ভারত জুড়ে তারা কমপক্ষে ১০ লাখ সদস্য সংগ্রহ করবে।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মহাসচিব উগ্র মিলিন্দ পারন্দে দিল্লিতে প্রচারাভিযান শুরু করার সময় বলেছে, এই প্রচারণা দেশ-ধর্ম-সংস্কৃতি এর সুরক্ষা, সংরক্ষণ এবং প্রচারে সক্রিয় অবদান রাখতে সহায়তা করবে।

উগ্র পারন্দে আরো বলেছে, আগ্রহী যুবকরা বজরং এর যেকোনো অফিসে গিয়ে বা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে নাম লিখাতে পারবে। তারপরে সংগঠন থেকে আবেদনকারীদের সাথে যোগাযোগ করা হবে। আগ্রহীদের ক্ষমতা, দক্ষতা এবং তারা কতটা সময় দিতে পারবে তার উপর ভিত্তি করে তাদের জন্য সাংগঠনিক কাজ বরাদ্দ করা হবে।

বজরং দলের জাতীয় আহ্বায়ক হিন্দুত্ববাদী নেতা নীরাজ দনেরিয়া বলে, “বজরং দলের নীতিবাক্য হলো ‘সেবা, সুরক্ষা এবং সংস্কার’।

বজরং দল কীসের সেবা, সুরক্ষা এবং সংস্কারের কথা বলে, তা তাদের সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রম থেকেই স্পষ্ট। বজরং দল ভারতজুড়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়ানো এবং মুসলিমদের উপর গণহত্যা চালানোর কাজে নেতৃত্ব দিয়ে চলেছে।

চলতি বছরের আগস্ট মাসে এক বজরং দল কর্মীর বক্তব্য ভাইরাল হয়। সে বলে, “যদি তোমরা ভারতে বসবাস করতে চাও, তবে বলতে হবে জয় শ্রী রাম। যখন মুসলিমদের জবাই করা হবে, তবে তারা চিৎকার করে বলবে রাম রাম।”

গত জুলাইয়ে কর্ণাটকে ১৯ বছর বয়সী এক মুসলিম তরুণকে খুন করেছিল বজরং দলের একদল সন্ত্রাসী হিন্দু। একই রাজ্যে হালাল মাংস বিক্রির ‘অপরাধে’ একজন মুসলিম ব্যবসায়ীর উপর হামলা করেছিল বজরং দলের সদস্য। হিন্দুত্ববাদী বজরং দলের এমন অপরাধের তালিকা বহু দীর্ঘ।

হিন্দুত্ববাদীরা ভারতে মুসলিম নিধন করে রাম রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য উম্মুখ হয়ে আছে। মুসলিমদের উপর গণহত্যা চালাতে তারা দেশব্যাপী প্রস্তুতি নিচ্ছে। যুবক, যুবতীদেরদের অস্ত্র প্রশিক্ষণ দিচ্ছে।

3

বেসামরিক নাগরিকদেরকেও অস্ত্র প্রশিক্ষণ দিয়ে মুসলিম হত্যার জন্য প্রস্তুত করছে।

তথ্যসূত্র:
1. RSS affiliate Bajrang Dal launches ‘Join Bajrang Dal’ campaign, targets millions of youth (The Hindu) -https://tinyurl.com/4z3753at

2. video link – https://tinyurl.com/4rxkkw3c

3. Bajrang Dal Starts 5-day Training Camp For 275 Volunteers In Ayodhya
– https://tinyurl.com/mrmb629t

4. Bajrang Dal organises weapons training for Hindus – https://tinyurl.com/2p874ryu

আশ-শাবাবের হামলা: মার্কিন প্রশিক্ষিত স্পেশাল ফোর্স ধরাশায়ী

সোমালিয়ার বোলোবার্দি শহরে মার্কিন প্রশিক্ষিত সোমালি স্পেশাল ফোর্সের উপর বড় ধরনের সামরিক অভিযান চালিয়েছে আশ-শাবাব মুজাহিদগণ। এতে গাদ্দার ১৪ সেনা সদস্য নিহত হয়েছে।

আল-কায়েদা এই সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী, হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন বীরত্বপূর্ণ এই অপারেশনের দায় স্বীকার করেছে।

স্থানীয় গণমাধ্যম সূত্র মতে, ২৩ অক্টোবর রবিবার বিকালে, হিরান রাজ্যের শহরতলি কারফু এলাকায় সোমালি স্পেশাল ফোর্সের একটি কনভয় লক্ষ্য করে এ হামলা পরিচালনা করা হয়। অতর্কিত এই হামলায় স্পেশাল ফোর্সের একটি সামরিক যান ধ্বংস হয়েছে এবং কমপক্ষে ১৪ সৈন্য নিহত হয়েছে। এছাড়া আহত হয়েছে আরও বহু সংখ্যক গাদ্দার সৈন্য।

এই হামলা চলাকালীন সময় মার্কিন বিমান বাহিনী সহায়তা করলেও মুজাহিদ আক্রমণের তীব্রতায় সোমালি স্পেশাল ফোর্স পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

৩৯ হাজার কৃষকের মধ্যে বীজ ও সার বিতরণ করছে তালিবান

আন্তর্জাতিক সংস্থা ফুড এন্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন (এফএও) এর সহায়তায় কান্দাহার প্রদেশের ৩৯ হাজার কৃষকের মধ্যে বীজ ও সার বিতরণ করেছে তালিবান প্রশাসন।

ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের কৃষি ও প্রাণিসম্পদ বিভাগের প্রাদেশিক প্রধান মৌলভী মাহমুদ মাজলুম (হাফি.) বলেন, কৃষকদের মাঝে গমের বীজ এবং রাসায়নিক সার বিতরণ করা শুরু হয়েছে।

3

এই প্রক্রিয়া ইমারাতে ইসলামিয়ার অন্যান্য প্রদেশগুলোতেও চলমান রয়েছে বলে জানা গেছে। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নত করতে এবং খাদ্য সামগ্রীর ঘাটতি মেটাতে এই প্রকল্প বড় ভূমিকা রাখবে ইনশাআল্লাহ।

দখলদার আমেরিকাকে পরাজিত করে দেশে শরিয়াহ শাসন কায়েম করেন তালিবান প্রশাসন। এরপর থেকে শরিয়াহ শাসনের বারাকাহ পেতে থাকে যুদ্ধ বিদ্ধস্ত দেশটির সর্বস্তরের জনগণ।

গত হজ্জ মৌসুমে হাজীদের জমা দেয়া টাকা বেচে যাওয়ায় সেটা পুনরায় সকল হাজিদের মাঝে সমভাবে বিতরণ করেছে তালিবান প্রশাসন। এমন সততার দৃষ্টান্ত আজ পৃথিবীতে বিরল।

হিন্দুত্ববাদী ভারতের সাথে যৌথ অস্ত্র উৎপাদন চুক্তি সংযুক্ত আরব আমিরাতের

হিন্দুত্ববাদী ভারতের সাথে যৌথ অস্ত্র উৎপাদন চুক্তি করেছে গাদ্দার সংযুক্ত আরব আমিরাত। গত ২২ অক্টোবর গুজরাটের গান্ধী নগরে "ডিফেক্সপো- ২০২২" এর প্রদর্শনীর সময় এই চুক্তি স্বাক্ষর করে সংযুক্ত আরব আমিরাতের ক্যারাকল এবং হিন্দুত্ববাদী ভারতের আইকম কোম্পানী।

চুক্তি অনুযায়ী হিন্দুত্ববাদী সেনাবাহিনীর জন্য "লাইট আর্মস" (হালকা অস্ত্র) তৈরী করবে এই দুই কোম্পানী। এছাড়াও আন্তর্জাতিক বাজারে হিন্দুত্ববাদী ভারতের বিকাশ ঘটাতেও কাজ করবে ক্যারাকল। সন্ত্রাসী মোদির "মেইড ইন ইন্ডিয়া" উদ্যোগের অংশ হিসেবে এই চুক্তি স্বাক্ষর করেছে দেশ দুটি।

হিন্দুত্ববাদীরা পুরো ভারতে বিশেষ করে কাশ্মীরে উপর্যুপরি নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে চলেছে। দখলদার সেনাবাহিনী প্রতিদিনই কোন না কোন নিরীহ কাশ্মীরী মুসলিমকে বিনা কারণে খুন করছে।

সমস্ত ভারতেই আজ মুসলিমরা নির্যাতিত হচ্ছে, বিনা কারণে হিন্দুদের হাতে খুন হচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে এই হিন্দুত্ববাদীদের সাথে আরব আমিরাত অস্ত্র তৈরির চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এ চুক্তি শুধু ভারতের মুসলিমদের সাথে নয় বরং পুরো মুসলিম উম্মাহের সাথেই বিশ্বাসঘাতকতার নামান্তর।

কাশ্মীরে স্বাধীনতাকামী আন্দোলন শুরু হবার পর থেকে বিগত ৩০ বছরে প্রায় ১ লাখেরও বেশি মুসলিমকে খুন করেছে দখলদার হিন্দুত্ববাদী সেনাবাহিনী। এছাড়াও ধর্ষণ করেছে ১১ হাজারেরও বেশি মুসলিম নারীকে।

২০১৯ সালের ৫ই আগস্ট কাশ্মীরের স্বায়ত্বশাসন কেঁড়ে নেবার পর সেখানকার অবস্থা আরও করুণ পর্যায়ে নেমেছে। ইন্টারনেট, চিকিৎসা, খাদ্য, সাংবাদিকতা, ইত্যাদি সকল সেক্টরেই কাশ্মীরীদের উওর পূর্ণ নির্যাতন, নিপীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে দখলদাররা।

কাশ্মীরের মুসলিমরা যখন হিন্দুত্ববাদী সেনাবাহিনীদের বিপক্ষে নিজেদের স্বাধীনতার জন্য জীবন-মরণ লড়াইয়ে লিপ্ত, ঠিক তখনই

3

হিন্দুত্ববাদীদের সাথে অস্ত্র উৎপাদন চুক্তি করেছে গাদ্দার আরব আমিরাত।

শুধু তাই নয়, ইয়েমেনও মুজাহিদদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে এই গাদ্দাররা। বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় আজ এই গাদ্দার আরব আমিরাতের হাত মুসলিমদের রক্তে রঞ্জিত।

তথ্যসূত্রঃ
1. The UAE sells 'light weapons' to the Indian army that are used by occupation forces in Kashmir- https://tinyurl.com/2zyrbj5b

2. ICOMM Signs 'Make in India' Partnership with CARACAL at DEFEXPO 2022
- https://tinyurl.com/29a37cmy

পশ্চিম তীরে দখলদার ইসরাইলের এক ডজন হামলা, নিহত ৩ ফিলিস্তিনি

ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরে দখলদার ইসরাইলের আগ্রাসন চলছেই। গত তিন দিনে অন্তত এক ডজন হামলা চালিয়েছে দখলদার ইহুদি সেনাবাহিনী। এতে ৩ জন ফিলিস্তিনি নিহত ও বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন।

পশ্চিম তীরের কালকিলিয়া চেকপয়েন্টে একজন এবং জেরুজালেম ও নাবলুস শহরে অন্য দুজন ফিলিস্তিনিকে গুলি করে হত্যা করে দখলদার বাহিনী।

নিহতদের মধ্যে রাব্বি নামের একজনকে কালকিলিয়া চেক পয়েন্টে কোন কারণ ছাড়াই মাথায় গুলি করে হত্যা করেছে দখলদার সেনারা। এ সপ্তাহেই তাঁর বিয়ের কথা ছিল। এ ঘটনায় নিহতের বিরুদ্ধে এক ইহুদিকে গাড়ি ধাক্কা দেয়ার কাল্পনিক নাটক সাজিয়েছে সন্ত্রাসী ইসরাইল।

অন্যদিকে জেরুজালেম ও নাবলুসে অন্য দুজনের হত্যাকাণ্ডকে বৈধতা দিতে অভিযোগ করে যে, এই দুই ফিলিস্তিনি নাকি ছুরি নিয়ে আক্রমণ করেছিলেন। তবে ছুরি নিয়ে আক্রমণ ও গাড়ি ধাক্কা দেয়ার কোন প্রমাণ দেখাতে পারেনি মিথ্যাবাদী ইসরাইল।

এছাড়াও দখলকৃত জেরুজালেমসহ পশ্চিম তীরের বিভিন্ন এলাকায় অনেকগুলো হামলা চালিয়েছে সন্ত্রাসী ইসরাইল। এমনকি নিয়মিতই হামলা হচ্ছে পবিত্র আল-আকসা মসজিদ প্রাঙ্গণেও।

ফিলিস্তিনে নিয়মিত এসব আগ্রাসন ঘটলেও হলুদ মিডিয়া বরাবরই বিশ্ববাসী থেকে আড়াল করে রাখে এসব ঘটনা। গত কয়েক মাস আগে ইসরাইলে ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ যোদ্ধারা কয়েকটি বিচ্ছিন্ন হামলা চালায়। সেসময় দালাল মিডিয়া এসব খবর জোরেসোরে প্রচার করেছে। কয়েকদিন পর্যন্ত সেসব ঘটনা প্রচার করেছে তারা।

3

এসব অতি প্রচারনার উদ্দেশ্য হচ্ছে বিশ্ববাসীর সামনে ফিলিস্তিনিদের সন্ত্রাসী হিসেবে উপস্থাপন করা। অথচ সন্ত্রাসী ইসরাইল নিজেই অনানুষ্ঠানিক যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে ফিলিস্তিনে।

চলতি বছর মাত্র ৯ মাসে ১৭৬ জন ফিলিস্তিনিকে অকারণে হত্যা করেছে দখলদার ইসরাইল। এসকল সন্দেহাতীত যুদ্ধাপরাধ করা সত্ত্বেও ইসরাইলের বিরুদ্ধে দালাল মিডিয়ার কোন প্রতিবেদন থাকে না। উলটো ফিলিস্তিনিদেরই দোষারোপ করে আসছে দালাল মিডিয়াগুলো।

মিডিয়া সন্ত্রাস বর্তমান বিশ্বে ইসলামের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় সন্ত্রাস। মুসলিমদের হত্যা করার চাইতে গুরুতর হচ্ছে এই মিডিয়া সন্ত্রাস। কেননা একটি মিথ্যা বারংবার প্রচার করতে থাকলে মানুষ সেটাকেই সত্য ভাবতে শুরু করে।

তথ্যসূত্র:
1. Palestinian man shot, killed by Israeli forces in Qalqilia-https://tinyurl.com/42utbwnd
2. The last farewell of Palestinian youth Tamer Kilani, who was assassinated by Israeli occupation in Nablus, at dawn today-https://tinyurl.com/2yfrrkab

3. Israeli occupation assassinated the 33-year-old Palestinian man Tamer Kilani by a booby-trapped motorcycle in the old city of Nablus at dawn today-
https://tinyurl.com/4r8a3fcp

বাংলাদেশ সীমান্তে মিয়ানমারের ড্রোনঃ প্রশাসন, মিডিয়া নিশ্চুপ

বাংলাদেশের সীমান্তে নজরদারী করার জন্য মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী কোন আন্তর্জাতিক আইনের তোয়াক্কা না করেই নো ম্যান’স ল্যান্ডের উপর ড্রোন চালাচ্ছে। সম্প্রতি টুইটারে এমন একটি ভিডিও প্রকাশিত হয়েছে।

সীমান্তবর্তী রোহিঙ্গা ক্যাম্পে বসবাসরত একজনের ধারণকৃত ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে ক্যাম্পের উপর একটি ড্রোন ঘোরাফেরা করছে। তবে ঠিক কোন এলাকায়, সে বিষয়ে বিস্তারিত জানা যায়নি।

ভিডিওটি টুইটারে শেয়ার করে সাংবাদিক শফিউর রহমান আক্ষেপ করে বলেন, "পূর্বে এ ধরনের সীমান্ত আইন লঙ্ঘিত হলে দুই দেশের সীমান্ত বাহিনীর মধ্যে ফ্ল্যাগ মিটিং অনুষ্ঠিত হতো। এমনকি বাংলাদেশের তরফ থেকে অফিসিয়ালি অভিযোগ দায়ের করা হতো।"

ইদানিং প্রায়ই এসব ড্রোন দেখা যায়। কিন্তু বাংলাদেশের কর্তৃপক্ষ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করে না বলে স্থানীয় এবং রোহিঙ্গারা অভিযোগ করেছেন বলে জানান শফিউর রহমান।

3

এর আগে গত সেপ্টেম্বর মাসেও একাধিকবার মিয়ানমারের ড্রোন ও হেলিকপ্টার বাংলাদেশের আকাশ সীমা লঙ্ঘন করেছে। এধরনের ঘটনায় বাংলাদেশের প্রশাসন শুধু প্রতিবাদ জানিয়েই দায়িত্ব শেষ করে।

এমনকি মিয়ানমারের গোলা বাংলাদেশের সীমান্তে এসে পড়লেও শুধু প্রতিবাদ জানানোতেই সীমাবদ্ধ ছিল বাংলাদেশের প্রশাসন। এতে করে মিয়ানমারের আগ্রাসী সামরিক বাহিনী এই বার্তাই পাচ্ছে যে, বাংলাদেশের মেরুদণ্ডহীন সরকার তাদের কিছুই করতে পারবে না। এটা বাংলাদেশের নতজানু পররাষ্ট্রনীতির প্রমাণ বহন করে।

তথ্যসূত্র:
----

1. TODAY: Miyanmar military flying drone above No Man’s Land camp. (video)
- https://tinyurl.com/7mubksx4

আবইয়ানের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ নিলো আল-কায়েদা

আরবে পশ্চিমা মিশন বাস্তবায়নকারী সংযুক্ত আরব আমিরাত সমর্থিত সাউথ ট্রানজিশনাল কাউন্সিল (STC) ও আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট জামা’আত আনসারুশ শরিয়াহ্’র মাঝে ইয়েমেনের আবয়ানে গত ২ মাস ধরে তীব্র লড়াই চলছে। সেখানে প্রথমবারের মতো বড় ধরনের ধাক্কা খেলো আমিরাত সমর্থিত মিলিশিয়ারা।

২২ অক্টোবর শনিবার মিলিশিয়ারা স্বীকার করেছে যে, গত কয়েকদিনের লড়াইয়ে আবইয়ানের অনেক এলাকা মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে। এমন সময়ে তারা বিষয়টি স্বীকার করেছে, যখন মিলিশিয়া বাহিনীটির সিনিয়র নেতাদের বিরুদ্ধে গুপ্ত হামলা বৃদ্ধি করেছেন মুজাহিদগণ। গড়ে প্রতিদিন এধরনের ২টিরও বেশি হামলার শিকার হচ্ছে মিলিশিয়া নেতারা।

স্থানীয় সাংবাদিক আদেল আল-মাদওয়ারী জানিয়েছেন, মুদিয়ার ওমরান প্রাচীর থেকে শাবওয়ার মুসানা জেলা পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকা এবং আল-মাহফাদ জেলার মধ্যবর্তী এলাকাগুলি এখন একটি "ব্ল্যাক হোল" হয়ে উঠেছে। যেখানে এখন প্রতিদিনই হামলা চালাচ্ছেন আল-কায়েদার বীর যোদ্ধারা। তার মতে, এই অঞ্চলগুলি এখন সম্পূর্ণভাবে আল-কায়েদার কব্জায় চলে গেছে।

আল-মাদওয়ারী এক টুইট বার্তায় জানিয়েছেন, এই অঞ্চলগুলি প্রতিদিন গড়ে দুটি বিস্ফোরণের সাক্ষী হচ্ছে। আর এই হামলাগুলি এখন শাবওয়া রাজ্য থেকে শুরু করে আবইয়ানে আরব জোটের নেতা হাদির নিজ শহর আল-মাহফাদ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। অবশ্য আল-মাহফাদ এখন আল-কায়েদার শক্ত ঘাঁটি হয়ে উঠেছে।

আরব আমিরাত সমর্থিত আগ্রাসী বাহিনী আল-কায়েদার শক্তিমত্তা ও কৌশল অনুধাবন করতে ভুল করেছে। ফলে তাদেরকে এখন এর চড়া মূল্য দিতে হচ্ছে। গত ২১ অক্টোবর বিকালেও এধরণের একটি হামলা পরিচালিত হয়। এতে থার্ড ব্রিগেডের ব্যাটালিয়ন গাদ্দার কমান্ডার আলী সালেহ আল-মেহওয়ারী সহ ৩ শত্রুকে হত্যা করতে সক্ষম হয়েছেন মুজাহিদগণ।

3

এদিকে ইয়েমেনের আল-আইয়াম পত্রিকার রিপোর্ট অনুসারে, আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট আনসারুশ শরিয়াহ্ গত কয়েকদিনের লড়াইয়ে আবইয়ানের আল-মাহফাদের সাইটগুলির নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে।

আল-কায়েদার এই অগ্রগতি আরব আমিরাত সমর্থিত STC-এর উপর একটি গুরুতর আঘাত। কয়েক সপ্তাহ আগেও তারা মধ্য আবিয়ান থেকে আল-কায়েদাকে হটিয়ে আবয়ান অঞ্চলের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের দাবি করেছিল। কিন্তু তাদের সম্প্রতিক স্বীকারোক্তি থেকে বোঝা যাচ্ছে, ইয়েমেনে আরব আমিরাত জোটের পতন সন্নিকটে।

ধারণা করা হচ্ছে, খুব শীঘ্রই হয়তো আল-কায়েদা যোদ্ধারা হাদরামাউতের মতো আবইয়ান এবং অন্যান্য অঞ্চলগুলির নিয়ন্ত্রণ নিতে শুরু করবেন, ।

২২শে অক্টোবর, ২০২২

উগ্র হিন্দুদের অত্যাচারে ছাদ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে মুসলিম ছাত্রীর মৃত্যু

উগ্র হিন্দুত্ববাদী ভারতে ইসলাম ও মুসলমানদের লক্ষ্য করে হামলা এখন নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। প্রতিনিয়ত মুসলিমরা প্রাণ হারাচ্ছেন হিন্দু সন্ত্রাসীদের হাতে। এমনই এক ঘটনায়, উগ্র হিন্দুদের হাত থেকে নিজের ইজ্জত হিফাজত করতে উত্তর প্রদেশের এক মুসলিম ছাত্রী ছাদ থেকে লাফিয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে যে, উগ্র হিন্দু ছাত্ররা মিরাট অঞ্চলের সুভারতি মেডিকেল কলেজের ঐ মুসলিম ছাত্রীকে প্রকাশ্যে আক্রমণ ও অপমান করে। ঐ হিন্দু সন্ত্রাসীদের থেকে নিজের ইজ্জত হিফাজত করতে তিনি একাডেমিক ভবনের ছাদ থেকে লাফ দেন।

জানা গেছে যে, ভানিয়া আসাদ শেখ নামে একজন মুসলিম (ভিডিএস) ছাত্রীকে উক্ত কলেজের উগ্র হিন্দু সহপাঠীরা বেশ কিছু দিন ধরেই উত্যক্ত ও নির্যাতন করে আসছে। নাপাক হিন্দুগুলো ঐ ছাত্রীকে অপমান করে, তার শরীরে হাত দেয় ও প্রহার করে। ঘটনার দিন সন্ত্রাসীগুলো তাকে জোরপূর্বক হিন্দু বানানোর সিদ্ধান্ত নেয়।

উগ্র মালাউনগুলোর এমন বর্বরোচিত আক্রমণে শেষ পর্যন্ত মৃত্যুকেই বেছে নেন ঐ সম্মানিতা মুসলিম নারী। বুধবার একাডেমিক ভবনের ছাদ থেকে লাফ দিলে তাকে আহত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। আজ ২২ অক্টোবর শুক্রবার দুপুরে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

উল্লেখ্য, ভানিয়া শেখ ৬ মাস আগেই মূল হোতা সিদ্ধান্ত পানওয়ারের বিরুদ্ধে কলেজ প্রশাসনের কাছে অভিযোগ করেছিলেন। কিন্তু হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।

এদিকে, মর্মান্তিক এই ঘটনার পর ভারতীয় সংবাদমাধ্যমগুলো মুসলিম ছাত্রীর খবরটি প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকে। কিন্তু এই ছাত্রী যদি বনিতা

3

হতো আর অপরাধী যদি হতো সিদ্দিক, তাহলে এটি নিয়ে নাপাক ভারতীয় মিডিয়ায় আগুন লেগে যেত। এই ঘটনাকে লাভ জিহাদ বলে রাস্তায় লাঠিসোঁটা নিয়ে আন্দোলন শুরু করতো উগ্র হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা।

আশংকার বিষয় হচ্ছে, সাম্প্রতিক সময়ে এধরনের ঘটনাগুলোর পরিমাণ অনেক বেড়েছে। কারণ হিন্দুত্ববাদীর দালালেরা প্রকাশ্যে হিন্দু যুবকদের উসকে দিচ্ছে মুসলিম মেয়েদের ধর্ষণ করার জন্য।

আর মুসলমানদের লক্ষ্য করে এসব হামলার ঘটনাগুলি পুরোপুরিভাবে এড়িয়ে যায় ভারতীয় মিডিয়াগুলো। একই সাথে আন্তর্জাতিক ও কথিকত মানবতাবাদী সম্প্রদায়ও মুসলিমদের অধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে নীরবতা পালন করছে।

তথ্যসূত্র:
----

1. Vania Shaikh a young promising BDS student was molested by Siddhant Panwar, he attacked her when she protested. Facing the harrasment she jumps to her death.
- https://tinyurl.com/mry2mknc

2. - https://tinyurl.com/ytwvjm6u

টিআইপি কর্তৃক উইঘুর মুসলিমদের উপর সন্ত্রাসী চীনের নির্যাতনের ভিডিও প্রকাশ

গত ১৯ সেপ্টেম্বর তুর্কিস্তান ইসলামিক পার্টি (টিআইপি) তাদের অফিসিয়াল মিডিয়া চ্যানেলে সাত মিনিটের একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে। 'লেটস স্ট্যান্ড অ্যাজ ওয়ান' (চল সবাই ঐক্যবদ্ধ্য হয়ে দাঁড়াই) শিরোনামের ঐ ভিডিওতে দখলকৃত পূর্ব তুর্কিস্তানের উইঘুর মুসলিমদের দুর্দশা এবং তাদের উপর দখলদার চীনের নির্যাতনের বিভিন্ন চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত এই ভিডিওতে সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে উইঘুরদের সমর্থনে দখলদার চীনের বিরুদ্ধে একত্রিত হবার প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের কিছু প্রতিবেদনের ভিডিও ক্লিপ দেখিয়ে, ভিডিওর শুরুতে বলা হয়, "দশ লক্ষ উইঘুর ও জাতিগত সংখ্যালঘুরা বর্তমানে (দখলদার চীনের) বিশাল বন্দীশিবিরে বন্দী রয়েছেন।"

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিও ফুটেজ দেখানো হয়েছে। সেখানে দেখা গেছে যে, চীনের কঠোর লকডাউন নীতির কারণে এক উইঘুর মা তাঁর অসুস্থ বাচ্চার চিকিৎসা করাতে না পেরে অসহায়ভাবে আর্তনাদ করছেন। এছাড়াও চীনের জিরো কোভিড নীতির কারণে অনাহারে ও বিনা চিকিৎসায় মৃত উইঘুরদের ছবিও সেখানে দেখানো হয়েছে।

এরপর উইঘুরদের বন্দীশিবিরে নিয়ে আসার একটি ফাঁস হওয়া ভিডিও দেখানো হয়েছে। এছাড়াও চোখ বাঁধা ও শিকলবদ্ধ অবস্থায় বন্দী উইঘুরদের বিভিন্ন ছবি দেখানো হয়েছে। টিআইপি অভিযোগ করেছে যে, দখলদার চীন প্রায় ৩০ লাখেরও বেশি উইঘুর মুসলিমকে বন্দীশিবিরে আটকে রেখেছে।

3

এছাড়াও দখলদার বাহিনী কর্তৃক উইঘুরদের মারধর ও জোরপূর্বক আটক করার বিভিন্ন ছবি দেখানো হয়েছে। পাশাপাশি পূর্ব তুর্কীস্তানের বিভিন্ন মসজিদ ধ্বংস করার এবং উইঘুরদের প্রতি তাদের নির্যাতনের নিন্দা জানিয়ে বিশ্বজুড়ে সংহতি প্রদর্শনের কিছু ফুটেজও দেখানো হয়েছে। ভিডিওটির মূল বার্তাতে বলা হয়েছে, সারা বিশ্বের মুসলিমদের উচিৎ পূর্ব তুর্কীস্তানের মুসলিমদের সমর্থনে ঐক্যবদ্ধ্য হয়ে দাঁড়ানো।

টিআইপি তাঁদের এই ভিডিও এবং আরও কিছু সাম্প্রতিক প্রচারের মাধ্যমে উইঘুরসহ সারা বিশ্বের মুসলিমদের কাছে এ বিষয়টি স্পষ্ট করেছে যে, পূর্ব তুর্কীস্তানের নিপীড়িত মুসলিমদের কথা তারা ভুলে যায় নি। তাছাড়া এই নিপীড়িত উইঘুর মুসলিমদের জন্য তাঁরা যে একটি অগ্রগামী দল হিসেবে লড়াই করে যাচ্ছে, এই ভিডিও তারই প্রমাণ বহন করছে।

তথ্যসূত্রঃ
----

1. Turkistan Islamic Party Releases Rare English Propaganda Video About Chinese Crackdown on Uyghur Muslims - https://tinyurl.com/5t4984du

পাক-আফগান সীমান্তে গোলাগুলিঃ কমপক্ষে ৩ পাকি গাদ্দার সেনা নিহত

সীমান্ত কাঁটাতার নিয়ে বিরোধে বেলুচিস্তান অঞ্চলে পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের সীমান্তরক্ষীদের মাঝে তীব্র গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে। এতে কমপক্ষে তিন পাকিস্তানী সেনা নিহত হয়েছে। গুলি বিনিময়ের ঘটনাটি উভয় দেশের কর্মকর্তারা নিশ্চিত করেছেন।

এক অডিও বার্তায় একজন তালিবান কর্মকর্তা বলেছেন, তিনটি সীমান্ত চেকপোস্টে গত ২০ অক্টোবর গুলি বিনিময় হয়েছে। এসময় উভয় দিক থেকেই রকেট ব্যবহার করা হয়েছে।

হামলার কারণ সম্পর্কে তালিবান সদস্যরা জানান, গাদ্দার পাকিস্তানী সেনারা সীমান্তে নতুন করে কাঁটাতার স্থপনের চেষ্টা করে। এতে মুজাহিদরা তাদের বাঁধা দিলে গাদ্দার সেনারা মুজাহিদদের লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ে। ফলে সেখানে পাল্টাপাল্টি গোলাগুলির ঘটনা ঘটে। রাতভর উভয় বাহিনী রকেট ব্যবহার করে একে অপরকে হামলা করে।

স্থানীয়দের মতে, এই সংঘর্ষে আফগানিস্তানের কিছু বন-জঙ্গল ক্ষতিগ্রস্ত হলেও সকল মুজাহিদ নিরাপদে থাকেন। বিপরীতে, তালিবান মুজাহিদদের নির্ভুল নিশানায় গাদ্দার পাকি বাহিনীর বহু সংখ্যক সৈন্য হতাহত হয়েছে। নিহতদের মধ্যে ৩ সেনার ছবিও প্রকাশ করেছে কিছু গণমাধ্যম।

তালিবান সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলি জানিয়েছে, উক্ত ঘটনায় ৩ পাকিস্তানি সৈন্যকে আটক করেছেন তারা। আটক ঐ তিন পাকিস্তানী সৈন্যের ছবি প্রকাশের পাশাপাশি গাদ্দার পাকি বাহিনী কর্তৃক সীমান্তে কাঁটাতার স্থাপনের কিছু ছবিও প্রকাশ করেছেন তালিবান কর্তৃপক্ষ।

3

অথচ গাদ্দার পাকিস্তানি কর্মকর্তারা দাবি করেছে যে, কিছু সন্দেহভাজন ব্যক্তি পাক-আফগান সীমান্তে কাঁটাতারের কাছে এসে তা কাটার চেষ্টা করলে, পাকিস্তানি বাহিনী তাদের ছত্রভঙ্গ করতে গুলি চালায়।

২১শে অক্টোবর, ২০২২

গার্ডিয়ান পত্রিকায় আফগান যুবককে সমকামী ও নির্যাতনে নিহত বলে অপপ্রচার, ভিডিও বার্তায় যুবকের প্রতিবাদ

সাইফুল্লাহ আহমাদি নামে এক যুবককে সমকামিতার অভিযোগে পিটিয়ে হত্যা করেছে ইসলামি ইমারত আফগানিস্তান, এমনই একটি রিপোর্ট প্রচার করেছিল ব্রিটিশ সংবাদপত্র দ্য গার্ডিয়ান। কিন্তু এক ভিডিও বার্তায় দ্য গার্ডিয়ানের এই রিপোর্টকে মিথ্যা প্রমাণ করেছেন সাইফুল্লাহ আহমাদি নিজেই।

গার্ডিয়ানের মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে নিজের অবস্থান পরিষ্কার করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভিডিওটি পোস্ট করেছেন তিনি। সাইফুল্লাহ আহমাদি বলেছেন, তাকে সমকামী হিসেবে প্রচার করে গার্ডিয়ান পত্রিকা তার মর্যাদাহানী করেছে। তার মর্যাদা পুনরুদ্ধারের জন্য তিনি গার্ডিয়ান পত্রিকার বিরুদ্ধে একটি অভিযোগপত্র দাখিল করবেন।

ব্রিটিশ সংবাদপত্র দ্য গার্ডিয়ান আফগান যুবক সাইফুল্লাহ আহমাদির ছবি প্রকাশ করে লিখেছিল, আহমাদি একজন সমকামী ছাত্র। আর তাকে ইসলামি ইমারত আফগানিস্তান কর্তৃপক্ষ নির্যাতন করে হত্যা করেছে।

গার্ডিয়ানের এই লেখাটি প্রকাশিত হওয়ার পর বিবিসিসহ অন্য আরও কিছু মিডিয়া সংবাদটি প্রচার করে। ইসলাম এবং ইসলামি ইমারত আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে যে মিডিয়া সন্ত্রাস তারা চালিয়ে যাচ্ছে, এরই ধারাবাহিকতায় তারা সংবাদটি প্রচার করছিল। তারা ইসলামি ইমারতকে নির্যাতনকারী হিসেবে তুলে ধরতে চেয়েছিল। কিন্তু যাকে ঘিরে তাদের অপপ্রচার, সেই যুবকই ভিডিও বার্তায় তাদের মিথ্যাচারের মুখোশ উন্মোচন করে দিলেন। ভুক্তভোগী যুবক যে জীবিত তা তো ভিডিওতে এসে জানানই দিলেন, আর তিনি সমকামীও নন বলে স্পষ্ট জানিয়েছেন।

কথিত এসব আন্তর্জাতিক সংবাদপত্রগুলো এমন ভিত্তিহীন সংবাদ কীভাবে প্রচার করতে পারলো, তাদের নিকট এমন প্রশ্ন মিডিয়া সন্ত্রাসের শিকার হওয়া ভুক্তভোগী সাইফুল্লাহ-সহ হাজার হাজার মানুষের। অবশ্য এই নির্লজ্জ মিডিয়াগুলো ইতঃপূর্বেও ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে এ ধরনের নানা মিথ্যা তথ্য প্র্রকাশ করেছে। বিবিসি একবার সংবাদ প্রচার করেছিল যে, ইসরায়েলের হামলায় গাজায় গর্ভবতী নারী ও শিশু নিহত। এরপরই ইসরায়েলী ইহুদি নেতার মন্তব্যের পরে বিবিসি সংবাদটি সম্পূর্ণ পাল্টিয়ে প্রচার করে যে, গাজার হামলায় ইসরায়েলে গর্ভবতী নারী ও শিশু নিহত! এভাবেই বিশ্বজুড়ে হলুদ মিডিয়াগুলো তাদের মনিবদের স্বার্থ রক্ষায় মুসলিমদের বিরুদ্ধে এমন কোনো অপপ্রচার নাই, যা তারা করে না।

3

তাদের এসব অপকর্মের কারণে যখন আফগানিস্তান ইসলামি ইমারত তাদের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে, তখন আবার তারা চেঁচামেচি শুরু করে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিয়ে জ্ঞান দিতে আসে।

দ্য গার্ডিয়ানের সাম্প্রতিক এই অপপ্রচারের প্রেক্ষিতে আফগানিস্তান ইসলামি ইমারতের তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় সকল দেশীয় ও বিদেশী মিডিয়া এবং সাংবাদিকদের তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত হওয়ার পর সংবাদ প্রচার করতে দৃঢ়ভাবে বলে দিয়েছেন।

তথ্যসূত্র:
----

1. Safiullah Ahmadi Strongly Rejects Guardian Newspaper’s Report About Him, 20 October 2022, Bakhtar News Agency - https://tinyurl.com/3445rpcb

2. যুবকের ভিডিও বার্তা - https://tinyurl.com/yrm2pddj

গার্ডিয়ান পত্রিকায় আফগান যুবককে সমকামী ও নির্যাতনে নিহত বলে অপপ্রচার, ভিডিও বার্তায় যুবকের প্রতিবাদ

সাইফুল্লাহ আহমাদি নামে এক যুবককে সমকামিতার অভিযোগে পিটিয়ে হত্যা করেছে ইসলামি ইমারত আফগানিস্তান, এমনই একটি রিপোর্ট প্রচার করেছিল ব্রিটিশ সংবাদপত্র দ্য গার্ডিয়ান। কিন্তু এক ভিডিও বার্তায় দ্য গার্ডিয়ানের এই রিপোর্টকে মিথ্যা প্রমাণ করেছেন সাইফুল্লাহ আহমাদি নিজেই।

গার্ডিয়ানের মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে নিজের অবস্থান পরিষ্কার করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভিডিওটি পোস্ট করেছেন তিনি। সাইফুল্লাহ আহমাদি বলেছেন, তাকে সমকামী হিসেবে প্রচার করে গার্ডিয়ান পত্রিকা তার মর্যাদাহানী করেছে। তার মর্যাদা পুনরুদ্ধারের জন্য তিনি গার্ডিয়ান পত্রিকার বিরুদ্ধে একটি অভিযোগপত্র দাখিল করবেন।

ব্রিটিশ সংবাদপত্র দ্য গার্ডিয়ান আফগান যুবক সাইফুল্লাহ আহমাদির ছবি প্রকাশ করে লিখেছিল, আহমাদি একজন সমকামী ছাত্র। আর তাকে ইসলামি ইমারত আফগানিস্তান কর্তৃপক্ষ নির্যাতন করে হত্যা করেছে।

গার্ডিয়ানের এই লেখাটি প্রকাশিত হওয়ার পর বিবিসিসহ অন্য আরও কিছু মিডিয়া সংবাদটি প্রচার করে। ইসলাম এবং ইসলামি ইমারত আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে যে মিডিয়া সন্ত্রাস তারা চালিয়ে যাচ্ছে, এরই ধারাবাহিকতায় তারা সংবাদটি প্রচার করছিল। তারা ইসলামি ইমারতকে নির্যাতনকারী হিসেবে তুলে ধরতে চেয়েছিল। কিন্তু যাকে ঘিরে তাদের অপপ্রচার, সেই যুবকই ভিডিও বার্তায় তাদের মিথ্যাচারের মুখোশ উন্মোচন করে দিলেন। ভুক্তভোগী যুবক যে জীবিত তা তো ভিডিওতে এসে জানানই দিলেন, আর তিনি সমকামীও নন বলে স্পষ্ট জানিয়েছেন।

কথিত এসব আন্তর্জাতিক সংবাদপত্রগুলো এমন ভিত্তিহীন সংবাদ কীভাবে প্রচার করতে পারলো, তাদের নিকট এমন প্রশ্ন মিডিয়া সন্ত্রাসের শিকার

3

হওয়া ভুক্তভোগী সাইফুল্লাহ-সহ হাজার হাজার মানুষের। অবশ্য এই নির্লজ্জ মিডিয়াগুলো ইতঃপূর্বেও ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে এ ধরনের নানা মিথ্যা তথ্য প্র্রকাশ করেছে। বিবিসি একবার সংবাদ প্রচার করেছিল যে, ইসরায়েলের হামলায় গাজায় গর্ভবতী নারী ও শিশু নিহত। এরপরই ইসরায়েলী ইহুদি নেতার মন্তব্যের পরে বিবিসি সংবাদটি সম্পূর্ণ পাল্টিয়ে প্রচার করে যে, গাজার হামলায় ইসরায়েলে গর্ভবতী নারী ও শিশু নিহত! এভাবেই বিশ্বজুড়ে হলুদ মিডিয়াগুলো তাদের মনিবদের স্বার্থ রক্ষায় মুসলিমদের বিরুদ্ধে এমন কোনো অপপ্রচার নাই, যা তারা করে না।

তাদের এসব অপকর্মের কারণে যখন আফগানিস্তান ইসলামি ইমারত তাদের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে, তখন আবার তারা চেঁচামেচি শুরু করে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিয়ে জ্ঞান দিতে আসে।

দ্য গার্ডিয়ানের সাম্প্রতিক এই অপপ্রচারের প্রেক্ষিতে আফগানিস্তান ইসলামি ইমারতের তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় সকল দেশীয় ও বিদেশী মিডিয়া এবং সাংবাদিকদের তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত হওয়ার পর সংবাদ প্রচার করতে দৃঢ়ভাবে বলে দিয়েছেন।

তথ্যসূত্র:
----

1. Safiullah Ahmadi Strongly Rejects Guardian Newspaper’s Report About Him, 20 October 2022, Bakhtar News Agency - https://tinyurl.com/3445rpcb

2. যুবকের ভিডিও বার্তা - https://tinyurl.com/yrm2pddj

ফটো রিপোর্ট || ইরানে সুন্নিদের আশার প্রদীপ জাইশুল-আদল এর শক্তি প্রদর্শন

জাইশুল-আদল, ইরানের কট্টরপন্থী কুখ্যাত শিয়া শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সুন্নি ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনীগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কার্যকর জিহাদী দল। পূর্ব ইরানের সিস্তান ও বেলুচিস্তান অঞ্চলে কর্মরত তেহরান-বিরোধী এই মুজাহিদ বাহিনী সম্প্রতি একটি নতুন ভিডিও প্রকাশ করেছে। এতে দলটি তাদের সামরিক শক্তি প্রদর্শন করেছে।

ভিডিওতে ইরানের কট্টরপন্থী ও ইসলাম বিরোধী কুখ্যাত শিয়া শাসক গোষ্ঠীকে এবং এর সামরিক বাহিনীকে হুমকি দেওয়া হয়েছে। সেই সাথে ইরানের শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক সুন্নি মুসলিমদের প্রতিটি গণহত্যার প্রতিশোধ নিতে জাইশুল-আদল আক্রমণ চালিয়ে যাবে বলেও হুশিয়ার করেছে।

গত ৩০ সেপ্টেম্বর, ১৫ বছর বয়সী একজন বালুচ মেয়েকে ধর্ষণ করে ইরানি পুলিশ অফিসার। যার বিরুদ্ধে সুন্নি বালুচ মুসলিমরা প্রতিবাদ করলে তাদের উপর হামলে পড়ে ইরানের কুখ্যাত শিয়া শাসক বাহিনী। এসময় তারা বিক্ষোভকারী অন্তত ৯৩ জন সুন্নি মুসলিমকে হত্যা করে। ইরানের নৃশংস এই গণহত্যা নিয়ে মেইনস্ট্রিম মিডিয়া সহ পুরো মুসলিম বিশ্ব তখন নীরব থাকে।

3

এমন পরিস্থিতিতে জাইশুল -আদল সুন্নি মুসলিমদের গণহত্যার প্রতিশোধ নিতে হাতে অস্ত্র তুলে নেয়। অক্টোবরের শুরুতে কুখ্যাত ইরানি পুলিশ বাহিনীর একটি সমাবেশে অতর্কিত হামলা পরিচালনা করেন তারা। সেখানে উচ্চপদস্থ ৩ অফিসার সহ অন্তত ১৯ শিয়া পুলিশ সদস্য নিহত হয়।

ইরানি শিয়া বাহিনীর উপর জাইশুল -আদলের বরকতময় ঐ হামলার পর নতুন এই ভিডিওটি ইরানের শিয়া প্রশাসনের জন্য নতুন এক বার্তা।

কেননা এই ভিডিওর মাধ্যমে জাইশুল -আদল তাদের হামলা বাড়ানো এবং মুসলিমদের প্রতিটি হত্যাকাণ্ডের বদলা নেওয়ার অঙ্গিকার করেছে। সেই সাথে নিজেদের শক্তিমত্তাও প্রদর্শন করেছে দলটি।

ভিডিওতে লক্ষণীয় বিষয়গুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে , প্রথমবারের মতো দলটির কোনো ভিডিওতে বিপুল সংখ্যক যোদ্ধাকে এক সাথে দেখা গেছে। যাদের সংখ্যা প্রায় ৪০০ এর বেশি। সেই সাথে প্রচুর সংখ্যক পিকআপ ও গাড়ির সাথে যোদ্ধাদেরকে বিভিন্ন ক্যালিবারের অস্ত্রে সজ্জিত অবস্থায় দেখা গেছে। ভিডিওটির দৃশ্য ধারণ করা হয়েছে ড্রোন থেকে।

উল্লেখ্য যে , জাইশুল -আদল ২০১২ সালের আগ পর্যন্ত জুন্দুল্লাহ নামে কাজ করতেন। ২০১০ এ দলটির নেতার শাহাদাতের ২ বছর পর এটি জাইশুল -আদল নাম ধারণ করে। জানা যায় যে , তারা টিটিপি এবং আল -কায়েদার সাথে একজোট হয়ে ইরান , পাকিস্তান এবং আফগানিস্তানে অনেক অপারেশন পরিচালনা করছেন।

সদ্য প্রকাশিত জাইশুল -আদলের নতুন ভিডিও থেকে কিছু স্থির চিত্র ...

https://alfirdaws.org/2022/10/21/60095/

সাতক্ষীরায় মসজিদের খতিবকে যাচ্ছেতাই অপমান করেছে উগ্র হিন্দু ইউএনও

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের প্রশাসন ও উগ্র হিন্দুরা ইসলাম বিদ্বেষের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। সালাম না দেয়ার ঠুনকো অজুহাতে সাতক্ষীরায় এক উপজেলা পরিষদ মসজিদের খতিব সাহেবকে যাচ্ছেতাই ভাষায় চরম অপমান করেছে সেই উপজেলার উগ্র হিন্দু মহিলা ইউএনও।

অপমানের শিকার সম্মানিত খতিব মোঃ মতিউর রহমান সাতক্ষীরার কলারোয়া উপজেলা পরিষদ মসজিদের দায়িত্ব পালন করছেন গত তিন বছর যাবত। অপরদিকে উগ্র হিন্দু ইউএনও হচ্ছে রুলি বিশ্বাস।

মো. মতিউর রহমান অভিযোগ করেন, "গত ১২ রবিউল আওয়াল মহানবী হযরত মোহাম্মদ (􀀀)-এর জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে কীভাবে ধর্মীয় অনুষ্ঠান করা যায়, সেটি জানার জন্য গত ৮ অক্টোবর ইউএনও স্যারকে ফোন দেই। কিন্তু বেখেয়ালে সালাম দিতে ভুলে যাই। কিছুক্ষণ পর সে আমাকে আবার ফোন ব্যাক করে বলে, আমাকে সালাম করলেন না কেন ? আমার স্বাক্ষরে আপনার বেতন হয়। তখন আমি বলেছি, সামনে খেয়াল রাখবো। তখন সে বলেছে , আপনি তো বেয়াদব মানুষের মতো আচরণ করছেন। আপনি নিজে বেয়াদব মানুষকে কী শেখাবেন , বলে বকাবকি করে। তখন আমি আবারও বলি, স্যার সামনে থেকে খেয়াল রাখবো। আমি একটু বেখেয়াল হয়ে গিয়েছিলাম। "

তিনি আরও বলেন, বুধবার (১৯ অক্টোবর) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ে ইসলামী ফাউন্ডেশন চিঠি দিয়ে আমাকে মিটিংয়ে আমন্ত্রণ জানালে আমি সেখানে উপস্থিত হই। সেখানে ইউএনও স্যার আমাকে পূর্বের দিনের সালাম না দেয়ার কথা তোলে। তখন আমি বলি, স্যার আমি একটু বেখেয়াল হয়ে গিয়েছিলাম। এছাড়া আমি সবসময় সালাম দেই। তখন সে বলেছে, আমার চেহারা কি এতো ভালো যে আমার চেহারা দেখলে আপনি বেখেয়াল হয়ে যান? অন্যরা তো কেউ বেখেয়াল হয় না। আপনি বেখেয়াল হয়ে যান। বেয়াদব কোথাকার। বের হন, বের হয়ে যান এখান থেকে। যান, বের হয়ে যান। এর আগে বলেছে, ছাগলটা এখনও বের হয়নি! এই বলে সেখান থেকে আমাকে বের করে দেয়। এ ঘটনায় আমি জেলা প্রশাসক স্যারের কাছে লিখিত অভিযোগ দিয়েছি।"

তিনি বলেন, সুনামের সঙ্গে আমরা দায়িত্বপালন করছি। কিন্তু এর আগে কখনও কোনো ইউএনও স্যার এভাবে আমাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেননি।

আলেমদের অপমান করার বিষয়ে এই উগ্র হিন্দু মহিলার বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ রয়েছে। মাস খানেক আগেও একই মসজিদের মোয়াজ্জেম হাফেজ মাসুদুর রহমানকে ঐ উগ্র মালাউন মহিলা বলেছে, "আপনি কি গাঁজা খান?"

সালামের ক্ষেত্রে ইসলামী বিধান অনুযায়ী আদব হলো, কোন বালেগ পুরুষ কোন বালেগা নারীকে সালাম দিবে না। তার উপর সেই ইউএনও হচ্ছে হিন্দু মুশরিক। কোন কাফের বা মুশরিককে সালাম দেওয়ার তো প্রশ্নই আসে না।

মুসলিমদের রক্ত পানি করা ট্যাক্সের টাকায় বিরাট অঙ্কের সরকারি বেতন পায় এই উগ্র মালাউন মহিলা। অথচ সে একজন সম্মানিত খতিবকে বেতনের খোঁচা দেয়, যাচ্ছেতাই বলে অপমান করে, ছাগল-বেয়াদব বলে অফিস থেকে তাড়িয়ে দেয়।

সকল ধর্মের সমান অধিকার, সকল মানুষের মর্যাদা সমান – এ ধরনের ন্যায়ের বুলি আওড়ানো দুমুখো প্রশাসন এই উগ্র হিন্দু মহিলার ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা নিবে না হয়তো। কারণ এই প্রশাসন স্বয়ং নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবমাননার সময় চুপ করে ছিল। এর আগেও হিন্দুত্ববাদী প্রিয়া সাহার দেশদ্রোহী বক্তব্য দিলেও প্রশাসন তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়নি।

সার্বিক ভাবে এটি স্পষ্ট যে, বর্তমান প্রশাসন নামে মুসলিম হলেও আসলে হিন্দুত্ববাদের রাম রাজ্য এজেন্ডা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

তথ্যসূত্র:
----

১. সালাম দিতে ভুল, খতিবকে ছাগল-বেয়াদব বলে অফিস থেকে তাড়ালেন ইউএনও!
- https://tinyurl.com/yhm4cx5v

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের স্বীকৃতির জন্য কাজ করুনঃ ইত্তিহাদুল উলামা

সম্প্রতি শেষ হয়েছে তুরস্কে অনুষ্ঠিত দুইদিন ব্যাপী ইত্তেহাদুল উলামা সম্মেলন। সকল মুসলিম দেশ যেন ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানকে স্বীকৃতি

3

দেয়, সে লক্ষ্যে কাজ করতে সম্মেলন থেকে বিশ্বের সকল আলেমদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে।

বিশ্ব বরেণ্য আলেমদের এই সভা শেষে একটি ঘোষণাপত্র প্রকাশ করা হয়। আফগানিস্তানে আমেরিকার পরাজয়কে পুরো মুসলিম উম্মাহর জন্য গর্বের বিষয় উল্লেখ করে, ঘোষণাপত্রে এ আহ্বান জানানো হয়েছে। পাশাপাশি ইমারাহর সাথে মুসলিম দেশগুলোর শক্তিশালী রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক সম্পর্ক তৈরি করতেও জোরদার প্রয়াস চালানোর আহ্বান জানানো হয়েছে।

কাফেরদের আগ্রাসনে সৃষ্ট আফগানিস্তানের অর্থনৈতিক সংকট মোকাবেলা করাও সকল আলেমদের দায়িত্ব বলে ঘোষণাপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে আরও বলা হয়েছে, যতদিন না আফগানিস্তান অর্থনৈতিকভাবে সাবলম্বী হয়ে যায়, ততদিন পর্যন্ত আলেমদের উচিৎ মুসলিমদের নেতৃত্ব দিয়ে এই সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আনজাম দেয়া।

এদিকে, উক্ত সভায় আফগান নারীদের শিক্ষার ব্যাপারে ইমারাহর কর্মতৎপরতার ব্যাপারে কথা বলেন ইমারাতে ইসলামিয়ার মুখপাত্র শায়েখ জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ (হাফিযাহুল্লাহ)। তিনি উলামায়ে কেরামদের উদ্দেশ্যে বলেন, "আমাদের দেশ আলেমদের পরামর্শ ও দিকনির্দেশনায় পরিচালিত হচ্ছে। তাদের নেতৃত্বে দেশে নারী শিক্ষা এবং নারীদের জন্য পৃথক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরির ব্যাপারে নীতিমালা তৈরির প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

"মেয়েদের স্কুল কয়েকটি কারণে বন্ধ রয়েছে - যেমন পৃথক ক্লাসরুম, পাঠ্যক্রম এবং যাতায়াতের পৃথক ব্যবস্থা করা। বর্তমানে ছেলেরা প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত এবং মেয়েরা প্রথম থেকে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত নিয়মিত স্কুলে যাচ্ছে। কিন্তু সপ্তম শ্রেণী থেকে মেয়েদের শিক্ষা কার্যক্রম সাময়িক স্থগিত আছে। তবে এটা এজন্য নয় যে, আমরা চাই না তারা শিক্ষিত হোক - এটা এজন্য যে, আমরা তাদের জন্য উপযুক্ত নীতিমালা, শিক্ষাক্রম, অবকাঠামো এবং যাতায়াত ব্যবস্থা প্রস্তুত করছি।

"এছাড়াও অভিভাবকগণ তাদের সন্তানদের স্কুলে পাঠানোর জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত করছেন, তাদের হিজাবের ব্যাপারে তদারকি করছেন। মেয়েদের জন্য পশ্চিমা-সমর্থিত সরকারের পূর্বের পাঠ্যক্রম অনুপযোগী, কেননা তা পশ্চিমা চিন্তাধারার উপর তৈরি। এই পাঠ্যক্রম চলতে থাকলে আমাদের সন্তানদের মন-মানসিকতা বিকৃত হয়ে যাবে। এগুলো তাদের হৃদয়ে ইসলাম ও ইমারাহ বিরোধী মনোভাব তৈরি করবে। আর তা একটি জাতির আদর্শিক পরাজয়ের জন্য যথেষ্ট।"

জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ (হাফিযাহুল্লাহ) এর এই বক্তব্য আফগান নারীদের শিক্ষার ব্যাপারে পশ্চিমাদের দালাল মিডিয়ার অপতৎপরতার উপযুক্ত জবাব বলা যায়। এছাড়া ইত্তেহাদুল উলামা থেকে থেকে সারা বিশ্বের আলেমদের প্রতি যে আহ্বান জানানো হয়েছ, তাতে সকল মুসলিমের কাছে ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের গ্রহণযোগ্যতা আরো বাড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

3

২০শে অক্টোবর, ২০২২

সামরিক ঘাঁটি ও প্রশাসনিক সদর উড়িয়ে দিলো আশ-শাবাব: হতাহত কয়েক ডজন

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ার হিরান রাজ্যের ২টি শহরে শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছেন আল-কায়দা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব। এতে একটি শহরের গভর্নরসহ দখলদার সেনা সদস্য ও সোমালি সরকারের উচ্চপদস্থ বেশ কিছু কর্মকর্তা নিহত হয়েছে।

সূত্র মতে, গতকাল ১৯ অক্টোবর বিকাল বেলা বোলোবার্দি এবং জালালকিসি শহরে একযোগে ২টি হামলা চালানো হয়েছে।

আশ-শাবাব মুজাহিদগণ প্রথম হামলাটি চালান জালালকিসি শহরে। সেখানে দখলদার জিবুতীয়ান বাহিনীর সামরিক ঘাঁটি, শহরের প্রশাসনিক সদর দফতর এবং শহরের গভর্নর আদম মোহাম্মদ ইসার বাসভবন লক্ষ্য করে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী, অতর্কিত এই হামলায় শহরের গভর্নর সহ সোমালি সরকারের উচ্চপদস্থ অন্তত ১২ কর্মকর্তা নিহত হয়েছে।

সেই সাথে শহরটির প্রাক্তন মেয়র, মোহাম্মদ নুর আগজোফ গুরুতর আহত হয়েছে। আর দখলদার জিবুতীয়ান বাহিনী ও সোমালি গাদ্দার সামরিক বাহিনীর অসংখ্য সৈন্য হতাহত হয়েছে। এছাড়াও ঐ সামরিক ঘাঁটি ও সেখানকার সামরিক সরঞ্জাম এবং প্রশাসনিক ভবনটি ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

অপরদিকে দ্বিতীয় সফল বোমা হামলাটি চালানো হয় বোলোবার্দি শহরে গাদ্দার সোমালি সরকারি মিলিশিয়াদের একটি সমাবেশকে লক্ষ্যবস্তু করে। প্রাথমিক তথ্য মতে, এই হামলায় অন্তত ৬ সোমালি সেনা সদস্য নিহত এবং আরও বহুসংখ্যক সেনা সদস্য আহত হয়েছে।

তবে স্থানীয় সূত্রগুলো বলছে, উভয় হামলায় শত্রুদের হতাহতের সংখ্যা আরও কয়েকগুণ বাড়বে।

সাম্প্রতিক সময়ে, আশ-শাবাব মুজাহিদগণ সোমালিয়া ও তার আশেপাশের এলাকায় বেশ অগ্রগতি অর্জন করেছেন। পাশাপাশি ৯টি সশস্ত্র উপজাতি আশ-শাবাবের সাথে মিলে ইসলামী ভূমী রক্ষা ও শরিয়াহ প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করেছে। খুব দ্রুত গাদ্দার সরকারের পতন হবে বলে তারা আশাবাদী।

হিন্দুত্ববাদী ভারতঃ মিথ্যা মামলায় নাবালক মুসলিমকে ২.৯ লক্ষ রুপি জরিমানা

মধ্যপ্রদেশের খারগোনে সরকারী সম্পত্তি নষ্ট করার অভিযোগে ১২ বছর বয়সী এক মুসলিম ছেলেকে ২.৯ লক্ষ রুপি জরিমানা করেছে হিন্দুত্ববাদী আদালত।

এই বছরের এপ্রিলে সংঘটিত রাম নবমীতে হিন্দুদের সহিংসতায় মুসলিমদের জান মালের পাশাপাশি অনেক সরকারী সম্পত্তিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মুসলিমদের জান মাল বিনষ্টকারী উগ্র হিন্দুদের বিরুদ্ধে এখনো কোন ব্যবস্থা নেয়নি

3

হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন। অথচ সরকারী সম্পত্তি নষ্ট করার দায়ভার চাপানো হচ্ছে হামলার শিকার হওয়া মুসলিমদের উপর।

তারই অংশ হিসেবে, মধ্যপ্রদেশ প্রিভেনশন অ্যান্ড রিকভারি অফ ড্যামেজেস টু পাবলিক প্রপার্টি অ্যাক্টের অধীনে খারগোনের ঐ নাবালক মুসলিমকে জরিমানা করা হয়েছে। তার বাবা কালু খানকেও একই অভিযোগে ৪.৮ লক্ষ রুপি জরিমানা করেছে হিন্দুত্ববাদী আদালত।

কেউ সরকারি ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির ক্ষতিসাধন করলে, এই কথিত আইনের অধীনে সরকার অপরাধীদের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারবে। জানুয়ারিতে কার্যকর হওয়া এই আইনের আওতায় মুসলিমদেরকে টার্গেট করা হচ্ছে।

কালু খান ও তার নাবালক ছেলের বিরুদ্ধে মিথ্যে মামলায়, উগ্র হিন্দু প্রতিবেশীরা দাবি করেছে, বাবা ও ছেলে সহিংসতার সময় হিন্দুদের বাড়িতে ডাকাতি ও ভাঙচুর করেছে।

অথচ, কালু খান বলেছেন, "আমার ছেলে নাবালক। আর সহিংসতার সময় আমরা ঘুমাচ্ছিলাম। সহিংসতায় আমাদের আত্মীয় স্বজনরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমরা এই হামলার বিচার চাই।"

গত ১০ এপ্রিল, খারগোনের তালাব চক এলাকায় রাম নবমী মিছিলের পর হিন্দুরা উচ্চস্বরে উত্তেজক গান বাজাতে থাকে। সেখানকার মুসলিমরা এ ব্যাপারে আপত্তি জানালে উগ্র হিন্দুরা নিরাপরাধ মুসলিমদের উপর চড়াও হয়।

হিন্দু সন্ত্রাসীদের আক্রমণে একজন মুসলিম নিহত এবং কমপক্ষে ২৪ জন আহত হয়েছেন। সেসময় মুসলিমদের দশটি বাড়িও পুড়িয়ে দিয়েছে উগ্র হিন্দুরা। পরদিন ১১ এপ্রিল, একই ঘটনার জেরে মধ্যপ্রদেশ হিন্দুত্ববাদী কর্তৃপক্ষ নির্বিচারে খারগোনে বসবাসরত মুসলমানদের বাড়িঘর এবং দোকান ভেঙে দেয়।

এসকল ঘটনায় ক্ষতিগস্ত হওয়ায় ত্রাণ সহায়তা চেয়ে একটি আবেদনও করেছিলেন কালু খান। তার আইনজীবী মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের ইন্দোর বেঞ্চের সামনে ঐ আবেদনটি উত্থাপন করেন। হিন্দুত্ববাদী আদালত আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করে খানের পরিবারকে ট্রাইব্যুনালে যেতে বলে। ট্রাইব্যুনালও পরবর্তীতে আবেদনটি খারিজ করে দেয়।

এদিকে খানের নাবালক ছেলেকে ২৭০ জন প্রাপ্তবয়স্কের সাথে একই আইনের অধীনে বিচার করা হচ্ছে। অথচ, ভারতীয় আইনের অধীনে, ১২ বছর বয়সী কাউকে প্রাপ্তবয়স্ক হিসাবে বিচার করা যাবে না। যেকোন ভারতীয় অপরাধমূলক কার্যক্রমে আদালত আইন অনুসারে শুধুমাত্র একটি কিশোর বিচার বোর্ড তার বিচার করতে পারে। কিন্তু মুসলিমদের বেলায় সেই আইনের তোয়াক্কা করছে না হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় আদালত।

ভারতের হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন থেকে শুরু করে উগ্র হিন্দু জনগণ কারও হাতেই বর্তমানে মুসলিমদের জান-মালের কোন নিরাপত্তা নেই। কেবল মাত্র মুসলিম হওয়ার অপরাধে, একদিকে মিথ্যা অভিযোগে উগ্র হিন্দুরা মুসলিমদের বাড়ি ঘরে সন্ত্রাসী আক্রমণ চালাচ্ছে। অন্যদিকে হিন্দুত্ববাদী প্রশাসনও মুসলিমদেরকে ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত করছে।

3

তথ্যসূত্র :
----
1. Khargone: 12-year-old Muslim boy asked to pay Rs 2.9 lakh for property damage
- https://tinyurl.com/37xshwup

2. मध्य प्रदेश में 12 साल के मुस्लिम बच्चे को 2.9 लाख रुपये की वसूली का नोटिस
- https://tinyurl.com/2jdpfk3b

জায়োনিস্ট আগ্রাসনঃ নয় মাসে গ্রেফতার ৫৩০০ ফিলিস্তিনি

চলতি বছরের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত ৫৩০০ ফিলিস্তিনিকে গ্রেপ্তার করেছে দখলদার সন্ত্রাসী ইসরাইল। ফিলিস্তিনি প্রিজনার্স সোসাইটি (পিপিএস) এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।

পিপিএস এর তথ্য অনুযায়ী, গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে রয়েছেন ১১১ জন নারী এবং ৬২০ জন অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু। আর সবচেয়ে বেশি গ্রেপ্তার করা হয়েছে অধিকৃত জেরুজালেম থেকে।

ধূর্ত ইহুদিরা যখনই কোন গোপন মিশন বাস্তবায়ন করতে চায়, ঠিক তখনই মুসলিমদের ওপর আগ্রাসন শুরু করে। সম্প্রতি জেরুজালেমকে তাদের রাজধানী বানানোর জন্য জোর চেষ্টা চালাচ্ছে দখলদার ইসরাইল। এরই ধারাবাহিকতায় অন্যায়ভাবে এসব গ্রেপ্তার অভিযান চালাচ্ছে।

এ লক্ষ্যে বছরের শুরু থেকেই ফিলিস্তিনি গ্রাম, শহর এবং শরণার্থী শিবিরগুলোতে গ্রেপ্তার অভিযান চালিয়ে আসছে উগ্র ইসরাইলীরা। এসব অভিযান থেকে বাদ পড়েনি নারী ও শিশুরাও। বিভৎস কায়দায় ফিলিস্তিনি নারীদের ওপর নির্যাতনের চিত্র এখন নিয়মিত ঘটনা। অনেক ফিলিস্তিনিকে তাদের নিজ বাড়িতেই হত্যা করেছে এই জায়নবাদী সন্ত্রাসীরা।

পশ্চিম তীরে এসব অন্যায় ও অবৈধ অভিযানে এখন পর্যন্ত শতাধিক ও গাজায় অর্ধশত ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। গ্রেপ্তারকৃত অনেক ফিলিস্তিনিকে কোন বিচার ছাড়াই মাসের পর মাস কারাগারে আটকে রাখছে। সুস্পষ্টভাবেই এগুলো মানবাধিকার লঙ্ঘন ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড।

এমন অমানবিক ঘটনাসমূহের পরও বিশ্ব সম্প্রদায়, কথিত জাতিসংঘ ও মানবাধিকার সংস্থাগুলো একেবারে চুপ করে আছে। বরং সন্ত্রাসী ইসরাইলের মানবাধিকার বিরোধী কার্যক্রমকে সমর্থন করছে। অথচ তারাই কথিত সন্ত্রাসবাদের অযুহাত তুলে ইরাক, সিরিয়া ও আফগানিস্তানে হামলা করেছিল। তাদের হাতে খুন হয়েছে লক্ষ লক্ষ মুসলিম।

তথ্যসূত্র :
----
1. Israel's crimesReport ‘Israel’ arrested 5300 Palestinians since start of 2022, says watchdog **-** https://tinyurl.com/2p8nnf4m

পূর্ব তুর্কীস্তানঃ নেই উইঘুর-ভাষার জরুরী পরিষেবা; বাড়ছে মৃতের সংখ্যা

করোনা লকডাউন তুলে নেওয়া সত্ত্বেও প্রশাসনিক অব্যবস্থাপনার দরুণ মৃত্যুবরণ করেছেন পূর্ব তুর্কীস্তানের বেশ কিছু মুসলিম। উইঘুর মুসলিমদের অভিযোগ, দখলদার কর্তৃপক্ষ উইঘুর ভাষায় "জরুরি পরিষেবা" না দেয়ায় চিকিৎসার অভাবে এসব প্রাণহানির ঘটনা ঘটছে।

পূর্ব তুর্কীস্তানের ঘুলজা শহরের ইমার্জেন্সি রিলিফ কমান্ড সেন্টারের একজন কেরানি রেডিও ফ্রি এশিয়াকে বলেন, "অনেক উইঘুর মুসলিম জরুরী সেবা পেতে ফোন দিয়েছিলেন। কিন্তু তাদের সাথে কথা বলার জন্য কোনও উইঘুরভাষী আমাদের এখানে নেই।"

তিনি আরও বলেন, "উইঘুর-ভাষীদেরকে প্রথমে আমরা পার্শ্ববর্তী দ্বিভাষিক কমিটির কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলি। এরপর সেই কমিটির কর্মকর্তারা আমাদের ফোন করলে আমরা পুরো ব্যপারটি বুঝতে পারি।"

কখনও কখনও ভাষার এই সমস্যার জন্য জরুরী পরিষেবা পেতে ঘন্টার পর ঘন্টাও অপেক্ষা করতে হয় বলে জানিয়েছেন স্থানীয় উইঘুর মুসলিমরা। এই ধরনের অসুবিধার কারণে খোরগাস শহরেও বেশ কিছু মুসলিম মৃত্যুবরণ করেছেন বলেও জানিয়েছেন তারা।

উল্লেখ্য, ঘুলজা শহরে প্রায় পাঁচ লাখ উইঘুর মুসলিম বসবাস করেন। সেখানে আগস্টের প্রথম দিক থেকেই লকডাউন জারি করে দখলদার চীন সরকার। উক্ত লকডাউনে প্রশাসনের অবহেলায় অনাহার ও ঔষধের অভাবে মৃত্যু হয়েছে সেখানকার শত শত মুসলিমের।

দখলদাররা সম্প্রতি সেখানে লকডাউন তুলে নিয়েছে। তা সত্ত্বেও মুসলিমদের মৃত্যুর মিছিল থামেনি। চীনের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমের বরাতে জানা গেছে যে, "উইঘুর-ভাষার জরুরি পরিষেবার" অভাবে মৃত্যুবরণ করছে সেখানকার মুসলিমরা।

মূলত, উইঘুর মুসলিমদের উপর জোরপূর্বক চীনা ভাষা চাপিয়ে দিতে উইঘুর ভাষাকে সীমিতকরণ করার প্রক্রিয়া চালাচ্ছে দখলদার চীনা প্রশাসন। একারণেই উইঘুর ভাষায় কোন জরুরি পরিষেবার ব্যবস্থা করা হয়নি।

তথ্যসূত্রঃ
----
1. Lack of Uyghur-language emergency services leads to more deaths in Xinjiang
- https://tinyurl.com/595rvycp

ফটো রিপোর্ট || ইসলামী ভূমি রক্ষায় আশ-শাবাবের পাশে ৯ সশস্ত্র উপজাতি

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় পরাজয়ের দোরগোড়ায় পশ্চিমা সমর্থিত মোগাদিশু প্রশাসন। আশ-শাবাবের দুর্দান্ত সব হামলায় একের পর এক শহর ও এলাকা ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে পশ্চিমা সমর্থিত বাহিনী। আসন্ন পরাজয়কে আরও কিছুদিন ঠেকাতে মরিয়া হয়ে উঠেছে পশ্চিমাদের গোলাম সরকার।

সেই লক্ষ্যে বিদেশী সৈন্যদের পাশাপাশি অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে সম্প্রতি সোমালিয়ার উপজাতি মিলিশিয়াদের যুদ্ধে নামাচ্ছে সোমালিয়ার অবৈধ সরকার। তবে উপজাতিদের পক্ষ থেকে তেমন সাড়া পায়নি গাদ্দার প্রশাসন। মাত্র দু'টি উপজাতি গাদ্দারদের সাথে যোগ দিয়েছে।

উপজাতিয় মিলিশিয়াগুলো কয়েকটি শহরে হামলা চালানোর পর পরিস্থিতি একেবারেই পাল্টে যায়। এমন ন্যাক্কারজনক পদক্ষেপের কারণে অন্যান্য উপজাতিরা সরকারের বিরুদ্ধে চলে যায় এবং আশ-শাবাবের পাশে থেকে ইসলামি ভূখণ্ড ও শরিয়াহ্ প্রতিষ্ঠার জন্য অঙ্গিকার করেন। এখন পর্যন্ত আশ-শাবাবের হয়ে লড়াইয়ের জন্য সশস্ত্র অবস্থায় প্রস্তুত আছে মোট ৯টি উপজাতি।

যুদ্ধের ময়দানগুলোতে এখন পর্যন্ত বিদেশি ও দেশীয় শত্রুদের বিরুদ্ধে একাই লড়াই করে যাচ্ছেন আশ-শাবাব মুজাহিদিন। তবে এই উপজাতিরা আশ-শাবাবের সাথে যুদ্ধে নামলে গাদ্দার প্রশাসনের পতন সময়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে।

আশ-শাবাবের হয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত উপজাতিদের সশস্ত্র কিছু ছবি...

https://archive.org/details/protecting-islamic-lands

https://alfirdaws.org/2022/10/20/60069/

ভারতঃ হিজাবের কারণে মুসলিম ছাত্রীকে দেশবিরোধী অ্যাখ্যা দিয়েছে উগ্র হিন্দু শিক্ষক

কর্ণাটক থেকে হিজাব বিতর্ক শুরু হলেও ধীরে ধীরে ভারতের বিভিন্ন জায়গা থেকে মুসলিম মহিলাদের প্রতি হিন্দুত্ববাদীদের বৈষম্যের বহু ঘটনা সামনে এসেছে। এবার হিজাবের কারণে হিন্দুদের বৈষম্যের শিকার হয়েছেন বিহারের বেশ কয়েকজন মুসলিম ছাত্রী।

বিহারের মুজাফফরপুর এলাকায় পরীক্ষা দিতে আসা হিজাব পরিহিত শিক্ষার্থীদের হয়রানি করেছে এক উগ্র হিন্দু শিক্ষক। ঘটনাটি ঘটেছে মহন্ত দর্শন দাস মহিলা কলেজে।

এক ছাত্রী জানান, কলেজের সেন্ট আপ পরীক্ষার সময় এক হিন্দু শিক্ষক মুসলিম মেয়েদের হিজাব খুলে ফেলতে বলে। মুসলিম মেয়েরা তাকে বলেন, আপনি মহিলা গার্ডকে ডেকে পরীক্ষা করুন। কোনো আপত্তিকর জিনিস বের হলে শাস্তি দিবেন।

ছাত্রীদের অভিযোগ, মহিলা গার্ড ছাত্রীদের চেক করার সময় শিক্ষক শশী ভূষণ ছাত্রীদের দেশবিরোধী বলে অভিহিত করেছে। উপস্থিত অন্যান্য হিন্দু শিক্ষকরাও মুসলিম ছাত্রীদের ব্যাঙ্গ করেছে। তারা বলেছে, "তোমরা এখানে

3

(ভারতে) থাকো আর ঐখানের (পাকিস্তানের) গান করো। তাহলে পাকিস্তানে চলে যাও।"

অমুসলিমরা ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে যা ইচ্ছে তাই করতে পারে, পক্ষান্তরে মুসলিম নারীরা আল্লাহর দেয়া বিধান পর্দা পালনের জন্য শালীন-পোষাক হিজাব পড়লেই তাদের বিদ্বেষ ফুটে উঠে।

সাম্প্রতিক সময়ে ভারতে ইসলামের বিরুদ্ধে হিন্দুত্ববাদীদের বিদ্বেষ চরমে পৌঁছেছে। গত মার্চ মাসে ভারতের কর্ণাটক আদালত রায় দিয়েছে যে, হিজাব ইসলামের অবশ্য পালনীয় কোন বিধান নয়।

এদিকে গত সপ্তাহে সুইজারল্যান্ডে বুরকা নিষিদ্ধ করার পদক্ষেপ হিসেবে দেশটির সরকার মুখ ঢাকা পোশাক পরিধান করলে প্রায় এক লাখ টাকা জরিমানা করার প্রস্তাব করেছে।

সার্বিক দৃষ্টিতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, পুরো বিশ্বই আজ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেছে।

তথ্যসূত্র:
----

1. मुजफ्फरपुर MDDM कॉलेज में हिजाब हटाने के लिए छात्राओं को किया मजबूर, टीचर ने कहा-चले जाओ पाकिस्तान - https://tinyurl.com/bddcnbbs

আল-ফিরদাউস নিউজ বুলেটিন || অক্টোবর ২য় সপ্তাহ, ২০২২ঈসায়ী

https://alfirdaws.org/2022/10/20/60063/

১৯শে অক্টোবর, ২০২২

এক আরাকানী মুসলিমের আর্তনাদ!

আরাকানে এখন এমন কোন এলাকা নেই যেখানে মুসলিমরা নিরাপত্তার সাথে জীবন-যাপন করতে পারছে। প্রতিদিনই কেউ না কেউ গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হচ্ছেন। ফলে নিরাপত্তার স্বার্থে ঘর-বাড়ি ছেড়ে বন-জঙ্গলে আশ্রয় নিচ্ছেন তারা। দুই সপ্তাহ আগে, বুথিডাং টাউনশিপের গুতা পাইন গ্রামে মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী ও আরাকান আর্মির মধ্যে যুদ্ধ তীব্র রূপ ধারণ করে। ফলে শত শত মুসলিম গ্রামবাসী পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। তাদের বর্তমান অবস্থা জানিয়ে বিশ্ববাসীর প্রতি করুণ চিঠি লিখেছেন এক রোহিঙ্গা মুসলিম।

চিঠিটির ভাবানুবাদ-

"প্রিয় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়, রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে বিনীত অনুরোধ করছি।

3

বুথিডাং টাউনশিপে প্রায় ৮০০ উদ্বাস্তু মুসলিমের জন্য জরুরি খাবারের প্রয়োজন। গত দুই সপ্তাহ ধরে রাখাইন রাজ্য, বুথিডাং টাউনশিপ ও গুতা পাইন রোহিঙ্গা গ্রামে আরাকান আর্মি এবং মিয়ানমার সেনাবাহিনী অবস্থান নিয়েছে। তারা এখানে তুমুল যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে।

দুই সপ্তাহেরও বেশি হয়েছে আমরা গ্রাম ছেড়ে চলে এসেছি। এখন পর্যন্ত আমরা গ্রামে ফিরতে পারিনি। লুজ গ্রামে এখন আরাকান আর্মি নেই। শুধু সেনাবাহিনী। আর আরাকান আর্মি গ্রামের পশ্চিম দিকের জঙ্গল এবং পূর্বে অবস্থান নিয়েছে। আমরা জানি না কখন আবার যুদ্ধ শুরু হয়। এখানে ১৩০ এর বেশি রোহিঙ্গা পরিবার রয়েছে, লোকসংখ্যা প্রায় ৮০০।

পুরোপুরি গ্রামে ফেরার অবস্থা দেখছি না। ফিরতেও পারছি না। গত ৮ অক্টোবর আরাকান আর্মি একজন বিজ্ঞ ব্যক্তিকে গুলি করে হত্যা করেছে। তাই এখন গ্রামে যাওয়ার সাহস পাচ্ছি না। এই মুহূর্তে, আমারা যে আশ্রয়স্থলগুলি খুঁজে পেতে পারি সেগুলি হলো সায়েং ফাই, ফু খাও ক্রিক এবং সাং টাউং গ্রামে। আমারা এখানে কঠিন সময় পার করছি।

আমাদের জরুরি খাদ্য সহায়তা দরকার। এখানে কোন এনজিও (বেসরকারি সংস্থা) আসতে পারছে না। সেনাবাহিনী তা নিষিদ্ধ করে রেখেছে। আমাদের কেউ সাহায্য করতে আসবে কি না তাও জানি না। গুতা পাইন গ্রামের স্থানীয় এক বাসিন্দার মাধ্যমে জানতে পারলাম, সেখানে ২-৩ টি পরিবার পৃথক বাড়িতে বসবাস করছে। কিছুদিনের মধ্যেই তারা দুর্ভিক্ষ ও বিভিন্ন রোগের মুখোমুখি হতে পারে।

বুথিডং টাউনশিপে সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে মিয়ানমার সেনাবাহিনী ও আরাকান আর্মির মধ্যে ঘন ঘন সংঘর্ষ হচ্ছে। ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখে, মিডল রিভার ব্যাটালিয়নের ৮ম ব্যাটালিয়ন রোহিঙ্গা গ্রামগুলির আশেপাশে ভারী অস্ত্র এবং হালকা অস্ত্র দিয়ে হামলা চালিয়েছে। এতে এক রোহিঙ্গা শিশু নিহত ও চার রোহিঙ্গা আহত হয়েছে। যুদ্ধের ফলে খিং চাও, কিং চাও এবং থাবাং তাউং গ্রাম থেকে প্রায় ১ হাজার রোহিঙ্গা পার্শ্ববর্তী গ্রামে পালিয়ে গেছে। সেপ্টেম্বরের শেষে, উভয় পক্ষের গোলাগুলি প্রশমিত হয় এবং গ্রামবাসী তাদের গ্রামে ফিরে আসে। বুথিডাং টাউনশিপের দক্ষিণে আরাকান আর্মি এবং সেনাবাহিনী রোহিঙ্গা গ্রামগুলোতে অবস্থান নিয়েছে। তারা এখনো যুদ্ধ করছে।”

উল্লেখ্য যে, এই চিঠি লেখার পরবর্তী সময়ে রোহিঙ্গা মুসলিমদের ওপর আগের থেকে আরও বেশি হামলা হচ্ছে। এছাড়াও সাম্প্রতিক সময়ে আরও ৪ রোহিঙ্গা নারী-পুরুষ নিহত হয়েছেন। এমনকি বুধবার ১৯ অক্টোবর বুথিদাং টাউনশিপে মুহাম্মদ ইউনুস নামে ৪৫ বছর বয়স্ক এক যুবক নিহত হয়েছেন। ফলে আরও বেশি মুসলিম এখন উদ্বাস্তু হচ্ছেন। তাদের বেঁচে থাকার জন্য জরুরী সাহায্যের প্রয়োজন।

তথ্যসূত্র:
------

1. Two weeks ago, hundreds of Rohingya villagers from Guda Pyin village in Buthidaung Township had to flee as the fighting between Myanmar Military and Arakan Army intensified. They need emergency assistance. The letter was sent by a villager today-https://tinyurl.com/2xsnfpv8
2. A Rohingya Killed- https://tinyurl.com/2p8czavb

3

আমাদের দেশে শরিয়াহ আইন প্রয়োগ করা উচিত: ইন্দোনেশিয়ার আধ্যাত্মিক ধর্মীয় নেতা

শাইখ আবু বকর বশির, যাকে সশস্ত্র সংগঠন জামাতে ইসলামিয়ার আধ্যাত্মিক নেতা বলে মনে করা হয়। সম্প্রতি তিনি বলেছেন যে, ইন্দোনেশিয়ার সংবিধান ইসলামী শরিয়ার উপর ভিত্তি করে হওয়া উচিত।

৮৪ বছর বয়সী ধর্মীয় এই নেতা দেশটির "কিয়োডো" নিউজের সাথে একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন যে, তিনি ইন্দোনেশিয়ার ধর্মনিরপেক্ষ এবং গণতান্ত্রিকভাবে চালিত হওয়া ভুল বলে মনে করেন।

তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে, ইন্দোনেশিয়া একটি ইসলামিক রাষ্ট্র হওয়া উচিত, এমন একটি সরকারের বিপরীতে যেখানে ধর্মনিরপেক্ষ নীতিগুলি প্রয়োগ করা হয়। তিনি জোর দিয়ে বলেন, এখন যা করা দরকার তা হল ইসলামী আইনের উপর ভিত্তি করে একটি ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা।

তিনি আরও যোগ করেন যে, আমি একটি চিঠিতে রাষ্ট্রপতি জোকো উইডোডোকে এই সম্পর্কিত বিষয়গুলি জানিয়েছি। এটি গ্রহণ করার জন্য আমি উইডোডোকে আরও চিঠি পাঠাবো।

শাইখ বশির উল্লেখ করেছেন যে, ইসলামিক আইন ইতিমধ্যেই আংশিকভাবে ইন্দোনেশিয়ায় প্রয়োগ করা হয়। আর এসব আইন সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়নের জন্য ইসলামিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিকল্প নেই।

উল্লেখ্য যে, আগস্ট ২০১০ সালে আবু বকর বশির ইন্দোনেশিয়ার আচেহ স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে তাঁর লোকদের সশস্ত্র প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন- এই অভিযোগের ভিত্তিতে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। আর গত বছর কারাগার থেকে মুক্তি পান শায়েখ বশির।

তাকে বন্দী করার পিছনে আরও ২টি কারণ দেখানো হয়, একটি হচ্ছে ২০০৮ সালে ইন্দোনেশিয়ার পর্যটন দ্বীপ বালিতে সশস্ত্র হামলা। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে ক্রুসেডার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শাইখ ওসামা বিন লাদেন (রহি.) এর লড়াইকে তিনি সমর্থন করতেন এবং যুবকদেরকে এই যুদ্ধের জন্য উদ্ভুদ্ধ করতেন। ফলে ২০০৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বশিরকে তাদের কাছে হস্তান্তর করার দাবি জানায়, কিন্তু ইন্দোনেশিয়া তা প্রত্যাখ্যান করে।

তবে শেষ সাক্ষাৎকারে শায়েখ বশির জানান যে, ২০০৮ সালে পর্যটন কেন্দ্রের হামলার ঘটনার সাথে তাঁর কোনো সম্পর্ক ছিলো না।

ইডেন কলেজ প্রিন্সিপালের রুমেই এবার ছাত্রীকে আটকে নির্যাতন

ইডেন কলেজর কুকীর্তি যেন থামছেই না। কলেজটিতে ছাত্রলীগ ছাত্রীদের নির্যাতন, ছাত্রীদের অনৈতিক কাজে বাধ্য করার ঘটনায় সম্প্রতি সমালোচিত হয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি। এরই মধ্যে এবার কলেজটির প্রিন্সিপালের

3

বিরুদ্ধে তার নিজের রুমে এক ছাত্রীকে ৬ ঘণ্টা আটকে রেখে নির্যাতন ও হেনস্তার ঘটনা ঘটেছে।

ভুক্তভোগী ওই ছাত্রীর নাম নুসরাত জাহান কেয়া। তিনি কলেজের মার্কেটিং বিভাগের স্নাতকোত্তর শ্রেণির শিক্ষার্থী এবং ছাত্র অধিকার পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি। তার অভিযোগ, গণমাধ্যমে বক্তব্য দেয়ায় গত সোমবার তাকে ডেকে নিয়ে দুপুর ১টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত প্রিন্সিপালের রুমে আটকে রেখে নির্যাতন করা হয়। ওইদিন রাতে রাজধানীর গণস্বাস্থ্য হাসপাতালের সামনে সংবাদ সম্মেলন করে এ অভিযোগ করেন তিনি।

কেয়া সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ করে বলেন, ইডেন কলেজ ছাত্রলীগের নেত্রীদের অপকর্ম নিয়ে গণমাধ্যমে বক্তব্য দেয়ার কারণেই আমাকে আটকে রেখে মানসিক নির্যাতন করা হয়েছে। সোমবার দুপুরে সার্টিফিকেট উত্তোলনের জন্য বিভাগে গেলে শিক্ষকরা আমাকে প্রিন্সিপালের রুমে নিয়ে যান। সেখানে দুপুর ১টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত আমাকে আটকে রাখে।

তিনি আরও বলেন, অধ্যক্ষের রুমে বিভিন্ন পর্যায়ের প্রায় ৩৫ জন শিক্ষক মিলে আমাকে নানাভাবে হেনস্তা করেন। একপর্যায়ে হুমকি দিয়ে জোর করে লিখিত নেন। পরে আমি অসুস্থ হয়ে পড়লে আমার বাবাকে ফোন দিয়ে জানানো হয়, যেন তিনি কলেজে এসে আমাকে নিয়ে যান। কিন্তু বাবা-মা গ্রামে থাকায় স্থানীয় অভিভাবকে ডেকে নিয়ে মুচলেকা দিয়ে ছাড়া হয়েছে। শিক্ষকদের এমন জঘন্য কাজের আমি তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই। এর আগে তাকে সার্টিফিকেট আটকে দেয়া ও ছাত্রত্ব বাতিলের হুমকি দেয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ করেন কেয়া।

এসব ঘটনার কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমার অপরাধ হচ্ছে- আমি ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের দুইপক্ষের কোন্দল-সংঘর্ষের প্রতিবাদে ২৬ সেপ্টেম্বর সমাবেশে বক্তব্য দিয়েছিলাম। এবিষয়ে গণমাধ্যমে কথা বলতে রাজি হননি ইডেন মহিলা কলেজের প্রিন্সিপাল প্রফেসর সুপ্রিয়া ভট্ট্যাচার্য।

শুধুমাত্র ইডেন মহিলা কলেজই নয়। দেশের প্রত্যেকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এখন অনৈতিকতার ছড়াছড়ি। যারাই এসবের প্রতিবাদ করছে তাদেরকেই বাধার মুখে পরতে হচ্ছে। একজন শিক্ষক থেকে শিক্ষার্থীরা নীতি ও আদর্শ শিক্ষা লাভ করবে এটাই বাস্তবতা, অথচ তারাই কিনা আজ ছাত্রীকে আটকে রেখে হেনস্থা করছে; দলকানা আচরণ তাদের কাছ থেকেই শিখছে শিক্ষার্থীরা। ইডেন কলেজের এই গো-মূত্রপায়ী অধ্যক্ষ আর অন্যান্য শিক্ষকদের মতো দেশের বিভিন্ন প্রতিস্থানের শিক্ষকরাই আজ রাজনৈতিক দলগুলোর পেটোয়া বাহিনীর মতো কাজ করছে।

এসব ঘটনা আমাদের এই বার্তাই দিচ্ছে যে, কথিত সেক্যুলার সমাজ-ব্যবস্থা কখনই দেশে সুষ্ঠু ও নিরাপদ শিক্ষার পরিবেশ দিতে পারবে না। কথিত গণতন্ত্র চর্চার নামে মুসলিম সমাজের মধ্যেই তারা বিভেদের দেওয়াল টেনে দেয়। সুতরাং ইসলামি শরিয়া ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনা ব্যতীত শিক্ষাঙ্গন সহ অন্য কোন অঙ্গনেই মুসলিমদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করা সম্ভব নয়।

তথ্যসূত্র:

3

১। ইডেন কলেজ প্রিন্সিপালের রুমে ছাত্রী আটকে নির্যাতনের অভিযোগ- - https://tinyurl.com/3tv8k6m8

মুসলিম 'মৌলভিদের' বিতাড়িত হওয়ার জন্য জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখার নির্দেশ ভিএইচপি নেতার

মুসলিমদেরকে অচিরেই ভারত থেকে বিতাড়িত করা হবে, তাই মুসলিম মৌলভিদের এখনি জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখতে বললো হিন্দুত্ববাদী দল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ বা ভিএইচপি'র এক নেতা।

ঘটনাটি ঘটেছে মানেসারে ভিএইচপির আয়োজিত একটি ত্রিশূল দীক্ষা (ত্রিশূল বিতরণ) অনুষ্ঠানে, যেখানে ভিএইচপি যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সুরেন্দ্র জৈন এক সমাবেশে বিপুল হিন্দুদের উপস্থিতিতে এমন উগ্র মন্তব্য করেছে।

হিন্দুত্ববাদী জৈন বলেছে, "১২-১৩ বছর আগে মাত্র তিনটি মুসলিম পরিবার ভোরা কালানে এসে ছাগল চরানোর জন্য একটি জমিতে নামাজ পড়ার অনুমতি চেয়েছিল… একটি বোঝাপড়া ছিল। কোনও মৌলভি বা বাইরে থেকে কেউ ছিল না। পরে আস্তে আস্তে বাইরে থেকে লোকজন আসতে শুরু করল... তারা মসজিদ বানানোর চেষ্টা করল।...কেউ আপনার বাড়িতে প্রবেশ করে মসজিদ তৈরি করলে আপনি কি মেনে নেবেন?"

উগ্র জৈন কয়েকদিন আগে গুরগাঁওয়ের ভোরা কালান এলাকায় একটি মসজিদে ২০০ উগ্র হিন্দু ঢুকে হামলা চালানোর ঘটনাকে বৈধতা দিতেই এমন গালগল্প সাজিয়েছে। তার মতে, মসজিদটি যা সংস্কারের কাজ চলছিল। এটাকে সে তাদের কাল্পনিক "ল্যান্ড জিহাদ" ষড়যন্ত্রের অংশ হিসাবে আখ্যা দিয়েছে।

সে আরও বলেছে, "ভোরা কালানে যা ঘটেছে তা আগামীকাল গুরগাঁও, মানেসার, হরিয়ানা এবং দেশের অন্যান্য স্থানেও ঘটতে পারে। আমি ভোরা কালানের হিন্দুদের অভিনন্দন জানাতে চাই, যারা তাদের (মুসলিমদের) হামলা চালিয়ে উচিত শিক্ষা দিয়েছে।

জৈন তখন মুসলিম সমাজের সম্মানিত আলেমদের লক্ষ্য করে বলে, "আমি সেই মৌলবিদের বলতে চাই, আপনার জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখুন, নইলে মানেসারের লোকেরা আপনাদেরকে জ্যান্ত ছাড়বে না... ইয়ে হিন্দু রাষ্ট্র থা, হ্যায় অর রাহেগা।" (এটি হিন্দু রাষ্ট্র ছিল, আছে, এবং থাকবে।)

জৈন গোহত্যায় জড়িত মুসলিম ব্যক্তিদের শাস্তির কথাও উল্লেখ করেছে। সে বলেছে, "মেওয়াতে গোহত্যা চলছে, কিন্তু পুলিশ ব্যবস্থা নিতে সাহস পাচ্ছে না।"

"উনকো সাজা দেনা হে, তো হামারে মানেসার কে বজরঙ্গি… ঘরমে ঘুসকার মারাতে হ্যায়। (মানেসারের আমাদের বজরঙ্গীরা তাদের(মুসলিমদের) বাড়িতে ঢুকে মারধর করে তাদের শাস্তি নিশ্চিত করছে।)

সে নামাজের বিরুদ্ধে হিন্দুদের উত্তেজিত করার চেষ্টাও করেছে এই বলে যে, "ইয়ে নামাজ না ফাসাদ হ্যায়। ওও নামাজ নাহি পারনা চাহতে, আতঙ্ক

3

ফেলনা চাহতে হ্যায়।(এটা নামাজ নয়, এটা সন্ত্রাস। তারা নামাজ পড়তে চায় না, তারা সন্ত্রাস ছড়াতে চায়।)

উল্লেখ্য, এই ইভেন্টটি ভিএইচপি দ্বারা সংগঠিত আরেকটি ইভেন্টের ঠিক এক সপ্তাহ পরে হয়েছে। আগের ইভেন্টটিতে উচ্চ পদস্থ বিজেপির উগ্র নেতা এবং হিন্দুত্ববাদী গুরুরা একাধিক ঘৃণামূলক বক্তৃতা করে। যেখানে বিজেপি সাংসদ পারভেশ মিশ্র মুসলিম সম্প্রদায়কে সম্পূর্ণ বয়কটের আহ্বান জানায়, এবং বিজেপি বিধায়ক নন্দ কিশোর গুর্জার দাদরির মব লিঞ্চিং-এর শিকার মোহাম্মদ আখলাক সম্পর্কে অবমাননাকর মন্তব্য করে, দিল্লীতে মুসলিম গণহত্যায় লোক পাঠানোর কথা স্বীকার করে। যোগেশ্বর আচার্য মুসলমানদের "হাত ও মাথা কাটার" প্রকাশ্য আহ্বান জানায়। মহন্ত নবল কিশোর হিন্দুদেরকে বন্দুক তুলে নিতে বলে। লাইসেন্স সহ বা ছাড়াই।

এমন সব মুসলিম বিদ্বেষী বক্তৃতা দেওয়ার পরও হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যাবস্থা নেয়নি। অন্যদিকে মুসলিমরা সামান্য নিজেদের অধিকারের কথা বললেও, কঠিন কঠিন আইনের মারপ্যাঁচে ফেলে বছরের পর বছর কারাগারে বন্দী করে রাখে।

তথ্যসূত্র:
----

1. Hate Watch: VHP leader asks Maulvis in Manesar to pack up their belongings (CJP)
- https://tinyurl.com/rjehd4f5

আল্লাহর শানে গোস্তাখি: রাশিয়ার কর্নেল সহ ৩৪ সৈন্যকে হত্যা

সম্প্রতি ইউক্রেন সীমান্তবর্তী রাশিয়ার একটি সামরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের শানে গোস্তাখি করেছে রাশিয়ার লেফটেন্যান্ট কর্নেল। যার জের ধরে দেশটির ২৯ সৈন্যকে হত্যা এবং আরও ১৫ সৈন্যকে আহত করেছে ৩ জন তাজিক যোদ্ধা।

স্থানীয় গণমাধ্যম "দ্য ইনসাইডার"-এর খবর অনুসারে, ইউক্রেন সীমান্তবর্তী রাশিয়ার বেলগোরোড অঞ্চলের একটি সামরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। কেন্দ্রটিতে ইউক্রেন-বিরোধী যুদ্ধে অংশ নিতে বিভিন্ন দেশের যোদ্ধারা প্রশিক্ষণ নিচ্ছিল।

প্রতিদিনের মতো গত ১৭ অক্টোবরও শিবিরে প্রশিক্ষণের জন্য যোদ্ধাদের জড়ো হবার নির্দেশ দেয় লেফটেন্যান্ট কর্নেল আন্দ্রেই ল্যাপিন। তার এই নির্দেশের পর সবাই একত্রিত হয়, যাদের মাঝে বেশ কিছু মুসলিম যোদ্ধাও ছিলো। এসময় ৩ জন আজারবাইজানি, ১জন দাগিস্তানি এবং একজন আদিঘের মুসলিম স্বেচ্ছাসেবক যোদ্ধা রাশিয়ান কর্তৃপক্ষকে জানান, তারা আর এখানে কাজ করবে না। এ বিষয়ে তারা যুক্তি উত্থাপন করেন যে, এটি আমাদের মুসলিমদের যুদ্ধ নয়।

তাদের এমন সিদ্ধান্তের পর ল্যাপিনি দাবি করে, "আমরা এখন একটি পবিত্র জিহাদে আছি"। এসময় মুসলিম যোদ্ধারা সামরিক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে "পবিত্র জিহাদ" শব্দটিকে প্রত্যাখ্যান করেন। তারা বলেন, "একটি পবিত্র

3

জিহাদ কেবল মুসলমান এবং কাফেরদের মধ্যে হয়"। এতে কর্নেল ল্যাপিনি ক্ষিপ্ত হয়ে বলে, “তাহলে আল্লাহ কাপুরুষ ছাড়া আর কিছুই নয়”। ল্যাপিনের এমন বক্তব্য মুসলিম যোদ্ধাদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ফলে সামরিক কেন্দ্রে শুরু হয় সংঘাত।

সূত্র মতে রাশিয়ান লেফটেন্যান্ট কর্নেল ল্যাপিনের বক্তব্য শেষে কিছুক্ষণ পর শুটিং রেঞ্জ শুরু হয়। এসময় ৩ জন মুসলিম যোদ্ধা কর্নেল ল্যাপিনকে টার্গেট করে মেশিনগান থেকে গুলি ছুড়তে শুরু করেন। পরে অন্য রাশিয়ান সেনারা প্রতিরোধ করতে চাইলে তাদেরকেও গুলি করেন তারা। ফলশ্রুতিতে ইউক্রেনীয় সীমান্তের বেলগোরোড অঞ্চলের সামরিক প্রশিক্ষণ মাঠে উক্ত কর্নেল সহ ২৯ সৈন্য নিহত এবং আরও ১৫ সৈন্য আহত হয়। সংঘর্ষের এক পর্যায়ে হামলাকারী ২ মুসলিম যোদ্ধা নিহত হন এবং অপরজন নিরাপদে ঘাঁটি থেকে বেরিয়ে যান। সংঘর্ষে নিহতরা হলেন তাজিক নাগরিক রাখমনভ মেহরাব (২৩), এবং এসখোন আমিনজোদ (২৪)। তারা গত ১১ অক্টোবর স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে রাশিয়ান বাহিনীতে যোগদান করেছিলেন।

এই সংঘর্ষের আরও একটি কারণ উল্লেখ করা হয়। বলা হয়, প্রশিক্ষণ গ্রাউন্ডে মুসলিম যোদ্ধারা নামাজ পড়তে চাইলে তাদেরকে সময়মতো নামায পড়তে দেওয়া হয় না। এমনকি নামাজের জন্য একটি নির্দিষ্ট জায়গা বরাদ্দ করার আবেদন জানালে, মুসলিম যোদ্ধাদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা হয়। যা সংঘর্ষের পথকে প্রশস্ত করে।

১৮ই অক্টোবর, ২০২২

মালিতে পৃথক ৩টি হামলা আল-কায়েদার: জাতিসংঘের ১৭ সেনা সদস্য হতাহত

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালিতে পরপর দুদিন দখলদার জাতিসংঘের সামরিক বাহিনীর উপর ৩টি হামলার ঘটনা ঘটেছে। এতে কুফ্ফার সংঘটির অন্তত ৭ সেনা সদস্য নিহত এবং আরও ১০ সেনা সদস্য আহত হয়েছে।

বিবরণ অনুযায়ী, প্রথম হামলাটি চালানো হয়েছে গতকাল ১৭ অক্টোবর মালির কিদাল অঞ্চলে। যেখানে কুফ্ফার সংঘের সদস্যরা মাইন নিষ্ক্রিয় করতে উক্ত এলাকায় কাজ করছিল। আর তখনই তাদের গাড়িটি ইম্প্রোভাইজড বিস্ফোরক ডিভাইসের অধীনে চলে আসে এবং বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এতে ঘটনাস্থলেই ২ সৈন্য নিহত হয় এবং অন্য ৪ সৈন্য আহত হয়।

MINUSMA প্রধান এক বিবৃতিতে নিশ্চিত করেছে যে, হামলায় হতাহতরা চাদিয়ান সৈন্য ছিলো। যারা উক্ত অঞ্চলে তখন মাইন শনাক্ত এবং নিষ্ক্রিয় করার কাজ করছিল।

সফল এই হামলার একদিন পর আজ ১৮ অক্টোবর টেসালিট শহরে পরপর দু'টি আইইডি হামলার শিকার হয় জাতিসংঘের দখলদার সৈন্যরা। প্রথম আইইডি বিস্ফোরণের ঘটনাটি ঘটে সকাল ৭টার দিকে, যা দখলদার সেনাদের একটি কনভয়েকে টার্গেট করে চালানো হয়েছে। এতে জাতিসংঘের ৩ সৈন্য নিহত এবং অন্য ৩ সৈন্য আহত হয়েছে।

3

এই হামলার কয়েক ঘণ্টা পর, একই এলাকায় দ্বিতীয় আইইডি বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এতে ৫ এরও বেশি সৈন্য হতাহত হয়, যাদের এক সৈন্য ঘটনাস্থলেই মারা যায় এবং অন্য এক সৈন্য আজ সন্ধ্যায় মারা যায়।

উল্লেখ্য যে, বরকতময় এই হামলাগুলি কারা চালিয়েছেন, তা এখনো নিশ্চিত নয়। তবে স্থানীয় সূত্রগুলি বরকতময় এই হামলাগুলির ২টির জন্য আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন (জেএনআইএম) কে দায়ী করছে। তাদের মতে, বিস্ফোরণের ঘটনাগুলি যেখানে ঘটেছে, সেখানে জেএনআইএম যোদ্ধারা সক্রিয়। তাছাড়া মালিতে জাতিসংঘের সামরিক কনভয়গুলিকে সবচাইতে বেশি টার্গেট করছে আল-কায়েদা যোদ্ধাদারাই।

কেরালা: ১৩ বছর পর মিথ্যা বিস্ফোরক মামলা থেকে ৫ মুসলিমের মুক্তি

বেঙ্গালুরু বিস্ফোরণ এর মিথ্যা মামলার দুই অভিযুক্ত নাজির এবং শরাফুদ্দিন সহ পাঁচজন মুসলিম ব্যক্তি অপর একটি মামলা থেকে খালাস পেয়েছেন। বিস্ফোরক পদার্থের অবৈধ মালিকানা সংক্রান্ত মামলা থেকে ভারতের জাতীয় তদন্ত সংস্থার কোচি বিশেষ আদালত উনাদেরকে খালাস দেয়।

বিশেষ জজ কে. কমানিস উল্লেখ করেছেন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিদের ব্যাপারে কোনও প্রমাণ নেই যা থেকে বুঝে আসবে যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিরা বিস্ফোরক সামগ্রীর সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন।

এই মিথ্যে মামলায় হিন্দুত্ববাদী পুলিশ যে বিস্ফোরক পদার্থ উদ্ধার করেছে তা অভিযুক্ত মুসলিম ব্যক্তিদের কারও মালিকানায় ছিল তার কোনও প্রমাণ ছিল না। এমনকি অভিযুক্ত মুসলিম ব্যক্তিদের কাছে বিস্ফোরক দ্রব্য ছিল বলে যুক্তি প্রমাণ করার জন্য কোনো রেকর্ডও পাওয়া যায়নি।

একদিকে মুসলিমদেরকে মিথ্যে মামলায় ফাঁসিয়ে বছরের পর বছর হয়রানি করছে উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা। অন্যদিকে, সব প্রমাণিত হওয়ার পরও মুসলিম নারী বিলকিছ বানুর ধর্ষক ও তার ১৪ জন আত্মীয়ের খুনী ১১ হিন্দু সন্ত্রাসীকে ক্ষমা করে দিয়েছে।

তথ্যসূত্র:
----

1. Kerala: Five Muslim men discharged by NIA court in explosive seizure case after 13 years
- https://tinyurl.com/4tn6r2bx

পর্নো ভিডিওতে সয়লাব ব্রাউজার, দালাল সরকারের অবহেলা

দৈনন্দিন কার্যক্রমের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ব্রাউজার এবং শহর-বাজার-অলিগলিতে বিশেষ করে কম্পিউটার এডিটিং, কম্পোজের দোকানগুলোতে এখন

3

পর্নোগ্রাফির ছড়াছড়ি বলে জানিয়েছে গ্রাহক অধিকার নিয়ে সোচ্চার সংগঠন বাংলাদেশ মুঠোফোন গ্রাহক অ্যাসোসিয়েশন।

ডিজিটাল যুগে মানুষের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ব্রাউজার যেমন ক্রম, ফায়ারফক্স, মজিলা, মিনি অপেরা, বেটা, ভিপিএনসহ বিভিন্ন ব্রাউজার ব্যবহার করা হয়। কিন্তু প্রয়োজনে সার্চ দেয়ার সাথে সাথে মিলে যাচ্ছে কোটি কোটি পর্নো ভিডিও লিংক। আর এগুলোর মাধ্যমে ধ্বংস হচ্ছে মুসলিম তরুন প্রজন্ম। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে মুসলিম দেশগুলোতে পর্নোগ্রাফি ব্লক করা থাকলেও বাংলাদেশের সেক্যুলার সরকার এগুলো বন্ধ তো করছেইনা উলটো এগুলোর পাশাপাশি ভারতীয় পরকীয়া নির্ভির নাটক-সিনেমার অবাধ অনুমতি দিয়ে রেখেছে।

বাংলাদেশ একটি মুসলিম প্রধান দেশ এবং আইনগতভাবে বাংলাদেশে পর্নোগ্রাফি নিষিদ্ধ, এরপরও পর্নোগ্রাফি বন্ধ না করে বরং পাঠ্যক্রম থেকে ইসলামি শিক্ষা উঠিয়ে দিয়ে সেক্যুলার ও হিন্দুত্ববাদী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রনয়ন করেছে। স্কুল-কলেজে পর্দা করাকে জঙ্গি-সন্ত্রাসী হিসেবে উপস্থাপন করছে। পশ্চিমা ও হিন্দু সংস্কৃতিকে দেশের হাজার বছরের সংস্কৃতি বলে চালিয়ে দেশের তরুণ প্রজন্মকে কৌশলে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিচ্ছে, যাতে করে মুসলিম তরুণ সমাজ এগুলো নিয়েই সারদিন ব্যস্ত থাকে। আর দালাল সরকার পশ্চিমা প্রভুদের গোলামী করে সারাজীবন দেশের ক্ষমতায় থাকতে পারে।

তথ্যসুত্র:

১। পর্নো ভিডিওতে সয়লাব ব্রাউজার, নিয়ন্ত্রণের দাবি – https://tinyurl.com/mrxyprup

হায়দ্রাবাদের কুতুব শাহী মসজিদের সীমানা ভেঙে উগ্র হিন্দুদের মূর্তি স্থাপন

ভারতের হায়দ্রাবাদে মালকাম চেরুভু এলাকায় উগ্র হিন্দুরা কুতুব শাহী মসজিদের সীমানার গেট ভেঙ্গে জোর করে একটি মূর্তি স্থাপন করেছে। তারপর হিন্দুত্ববাদী পুলিশ প্রশাসনের পাহারায় সেখানে পূজা করা হয়। এ নিয়ে এলাকার মুসলিমদের মাঝে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে।

গত ১৬ অক্টোবর, রোববার সকালে মসজিদের সীমানার মধ্যে একদল হিন্দুকে প্রতিমা স্থাপন ও পূজা করতে দেখেন মসজিদ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যরা। তারা সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় পুলিশ ও ওয়াকফ বোর্ডের কর্মকর্তাদের খবর দেন।

“সীমানায় ক্ষয়ক্ষতির খবর ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথেই স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে জড়ো হতে শুরু করেন। মসজিদের পেছনের অংশের সীমানাটি একদল উগ্র হিন্দু ভেঙ্গে ফেলে এবং পূজার অনুষ্ঠান করে। আমরা ওয়াকফ বোর্ড এবং রাজস্ব বিভাগের কাছে জমি রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানাই,” বলেছেন মসজিদ কমিটির সভাপতি আমানুল্লাহ খান।

3

অযোদ্ধার ঐতিহাসিক বাবরী মসজিদেও একই কায়দায় রামের মূর্তি রেখে প্রথমে বিতর্ক তৈরী করেছিল হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা। শেষ পর্যন্ত ১৯৯২ সালে উগ্র হিন্দুরা বাবরী মসজিদকে শহিদ করে দিয়েছিল।

তথ্যসূত্র:

1.हैदराबाद में हिंदू चरमपंथी भीड़ ने कुतुब शाही मस्जिद की सीमा को किया क्षतिग्रस्त, जबरन स्थापित की मूर्ति

- https://tinyurl.com/4wacwzdd

2. video link: https://tinyurl.com/4wacwzdd

3.Tension prevailed at #QutbShahiMosque near #MalkamCheruvu area under #Raidurgam police station limits after unidentified #trespassers had allegedly damaged the boundary and forcibly installed an idol. https://tinyurl.com/48zbfjmk

ফটো রিপোর্ট || তুর্কি প্রশিক্ষণ শিবিরে আশ-শাবাবের দুর্দান্ত অভিযানের পরের দৃশ্য

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন গত ১২ অক্টোবর দুর্দান্ত একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন। সোমালিয়ার হিরান রাজ্যের ইয়াসুমান এবং বির-ইয়াবাল অঞ্চলে অবস্থিত ৩টি সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে একযোগে এই হামলা চালানো হয়।

ঘাঁটিগুলো সেক্যুলার তুর্কি প্রশিক্ষিত সোমালি স্পেশাল গরগর ফোর্সের প্রশিক্ষণ শিবির হিসেবে পরিচিত। তুর্কি প্রশিক্ষিত গরগর ফোর্সের বিরুদ্ধে পরিচালিত এই অভিযানে অংশ নিয়েছেন ভারী অস্ত্রে সজ্জিত আশ-শাবাবের শতাধিক মুজাহিদ।

অভিযানটি শুরু করার মাত্র ৩০ মিনিটের মধ্যেই মুজাহিদগণ উভয় শহর এবং ৩টি সামরিক ঘাঁটিরই নিয়ন্ত্রণ নেন। দুর্দান্ত এই সফল অভিযানে ১৭৭ এরও বেশি শত্রুসেনা নিহত এবং আরও দুই শতাধিক সেনা আহত হয়েছে। ধ্বংস হয়েছে গাদ্দার বাহিনীর ৬টি গাড়ি। সেই সাথে মুজাহিদগণ ৯টি সাঁজোয়াযান এবং অসংখ্য অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম গনিমত লাভ করেন, আলহামদুলিল্লাহ।

দুর্দান্ত এই অভিযান শেষে মুজাহিদদের প্রাপ্ত কিছু গনিমত এবং নিহত কিছু গাদ্দার সেনার নিথর দেহ দেখুন-

https://archive.org/details/turkish-training-camp-in-a-great-campaign

https://alfirdaws.org/2022/10/18/60021/

3

১৭ই অক্টোবর, ২০২২

গাদ্দার মোগাদিশু প্রশাসনের আহব্বান - "আশ-শাবাবের মা, বোন ও স্ত্রীদের হত্যা কর!"

সোমালিয়ায় দিন দিন বাড়ছে সংঘাত। পরাজয়ের দোরগোড়ায় পশ্চিমা সমর্থিত মোগাদিশু প্রশাসন। এমন সময় গাদ্দার প্রশাসনের এক গভর্নরের কাছ থেকে আসলো ঘৃণ্য বিবৃতি। মুজাহিদদের সাথে লড়াইয়ে কুলিয়ে উঠতে না পেরে এখন মুজাহিদদের নারীদের উপরে হামলার আহব্বান জানিয়েছে এই কাপুরুষেরা।

সোমালিয়ায় সংঘাত দেশটির গ্রামীণ এলাকা থেকে এখন শহরে দিকে তীব্রতর হচ্ছে। ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী আশ-শাবাবের ধারাবাহিক হামলায় নাজেহাল দেশটির গাদ্দার প্রশাসন। প্রতি সপ্তাহে বিভিন্ন অঞ্চল, শহর, এলাকা কিংবা ঘাঁটির নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছে সরকারি বাহিনী। এসব লড়াইয়ে আশ-শাবাবের হাতে নিহত ও আহত সেনা সংখ্যাও কম নয়। সব মিলিয়ে পরাজয়ের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে পশ্চিমা সমর্থিত গাদ্দার মোগাদিশু প্রশাসন।

এমন সংঘাতময় পরিস্থিতি দেশটির হিরান রাজ্যের গভর্নর আলী জেতে সম্প্রতি এই ঘৃণ্য বিবৃতিটি দিয়েছে। যেখানে এই কাপুরুষ গবর্নর বেসামরিক নাগরিকদের লক্ষ্যবস্তু করার আহ্বান জানিয়েছে।

গত শনিবার গভর্নর আলী জায়েতে ওসমান বুলবুর্দে শহরের ফ্রন্টলাইনে সৈন্যদের এক সমাবেশে গাদ্দার মোগাদিশু প্রশাসনিক বাহিনী এবং তার "মাওয়ীদ" সম্প্রদায়ের মিলিশিয়াদের নির্দেশ দিয়ে বলেছে যে, "আমি চাই আপনি আশ-শাবাবের যোদ্ধাদের ভাই-বোন, স্ত্রী ও মায়েদের হত্যা করুন। এরজন্য প্রয়োজনে আপনাকে আপনার আত্মীয়দের হত্যা করতে হবে, যাদের সম্পর্কে আপনি জানেন যে তারা আশ-শাবাবের সাথে রয়েছে।"

একই সাথে মোগাদিশুর ডেপুটি মেয়র আলি ইয়ারে, একটি ফেসবুক পোস্টে বলেছে, "আশ-শাবাব যোদ্ধাদের মা ও স্ত্রীদের হত্যার বিষয়ে হিরানের গভর্নরের সাথে আমি একই মত পোষণ করছি।"

এর কিছুদিন আগে গভর্নর ঘোষণা দিয়েছে যে, "সমস্ত মিডিয়া স্টেশনগুলিকে মোগাদিশু প্রশাসনের পক্ষ নিয়ে সংবাদ কাভার করা উচিত। যারা নিরপেক্ষ থাকার চেষ্টা করবে, তাদের অফিস বন্ধ করে দেওয়া হবে।" এর পরপরই দেশের গুরুত্বপূর্ণ কয়েক নিউজ পোর্টাল ও শতাধিক অ্যাকাউন্ট নিষ্ক্রিয় করেছে সরকার। এসময় যেসমস্ত সাংবাদিকরা এর প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন, তাদের অনেককে বন্দী করা হয়।

পশ্চিমা সমর্থিত দেশটির কাপুরুষ গভর্নরদের এমন বক্তব্যে খোদ দেশটির জনগণের মাঝে আর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়ার ঝড় উঠেছে। সকলেই বলছেন, সরকার তার ব্যার্থতা ঢাকতে এবং সুনিশ্চিত পরাজয়কে আড়াল করতে এসব ঘৃণ্য পদক্ষেপ নিচ্ছে। যা আশ-শাবাবের হাত থেকে তাদেরকে বাঁচাতে সক্ষম নয়, বরং এর ফলে আশ-শাবাব যোদ্ধারা হামলার তীব্রতা আরও বাড়াবে। তখন প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের অবস্থান করার মতো নিরাপদ কোনো জায়গাও থাকবে না।

3

উল্লেখ্য যে, আলী জেতে হিরান অঞ্চলের গভর্নর হওয়ার পাশাপাশি মোগাদিশু প্রশাসনের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় সামরিক নেতা হিসাবেও পরিচিত।

বিশ্লেষকরা আশঙ্কা করছেন যে, সরকারের শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তাদের এমন বিবৃতি এই অঞ্চলে উত্তেজনা আরও বাড়াবে, যা দেশের চলমান যুদ্ধে ইন্ধন জোগাবে। তাছাড়া সরকার এখন বিদেশি সমর্থন নিয়ে দেশের দ্বিতীয় পক্ষ হয়ে লড়ছে। যেখানে আশ-শাবাব দেশের প্রধান শক্তিশালী সামরিক বাহিনী, যারা দেশের সিংহভাগ অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ করছেন। সেই সাথে মোটজনসংখ্যার ৮৫ শতাংশ মানুষও আশ-শাবাব নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে বসবাস করেন।

তাই এই সংঘাত শুরু হলে তা সামলাতে ব্যার্থ হবে সরকার। তখন সরকার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা দেশের জনগণের হাতেই হত্যার শিকার হতে পারেন। কেননা দেশের বৃহত্তর সশস্ত্র উপজাতিরা আশ-শাবাবের উপর সন্তুষ্ট। যারা বছরের পর বছর ধরে আশ-শাবাব নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখে বসবাস করছেন। আর গাদ্দার সরকারের পরিকল্পনামাফিক এইরকম সংঘাত শুরু হলে, আশ-শাবাব উপজাতিদেরকেও যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার আহ্বান করতে পারে।

ইতিমধ্যে দেশের বৃহত্তর ৭টি উপজাতি ঘোষণা করেছে যে, যদি মোগাদিশু প্রশাসন এধরণের ভুল কোন পদক্ষেপ নেয়, তাহলে তারাও আশ-শাবাবের হয়ে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুলবেন।

উত্তরপ্রদেশে অস্বীকৃত হিসেবে চিহ্নিত ৬,৪৩৬টি মাদ্রাসায় চালানো হতে পারে বুলডোজার

উত্তরপ্রদেশে এখনও পর্যন্ত মোট ৬,৪৩৬ টি মাদ্রাসাকে অস্বীকৃত হিসেবে চিহ্নিত করেছে ইউপি হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন। গত ১২অক্টোবর বুধবার রাজ্যের কথিত সংখ্যালঘু কল্যাণ মন্ত্রী ধরমপাল সিং এ তথ্য জানিয়েছে।

এএনআই-এর সাথে কথা বলার সময়, উগ্র সিং আরও বলেছে যে, রাজ্যের অস্বীকৃত মাদ্রাসাগুলির সমীক্ষার সময়কাল ২০ অক্টোবর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে৷ "জরিপটির ডেটা ১৫ নভেম্বর, ২০২২ এর মধ্যে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা সরকারের কাছে পাঠানোর কথা ছিল।"

অল ইন্ডিয়া শিয়া পার্সোনাল ল বোর্ডের (AISPLB) সদস্য মাওলানা ইয়াসুব আব্বাস মাদ্রাসা সমীক্ষার রিপোর্ট নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এবং এর বিষয়ে স্পষ্টতা চেয়েছেন। তিনি বলেন, জরিপ প্রতিবেদনটি সুষ্ঠু হওয়া উচিত এবং এর ভিত্তিতে গৃহীত ব্যবস্থা যেন একতরফা মুসলিম বিরোধী না হয়।

উত্তরপ্রদেশে আনুমানিক ১৭,০০০টি স্বীকৃত মাদ্রাসা চালু আছে, কিন্তু রাজ্যে অস্বীকৃত মাদ্রাসার কোনো সরকারি রেকর্ড নেই। ইউপি মাদ্রাসা বোর্ড অনুমান করে যে রাজ্য জুড়ে প্রায় ৪০,০০ থেকে ৫০,০০০ মাদ্রাসা রয়েছে।

অল-ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড (এআইএমপিএলবি), জমিয়ত উলামায়ে-হিন্দ, অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমীন (এআইএমআইএম)

3

এর মতো মুসলিম সংস্থাগুলি থেকে অস্বীকৃত মাদ্রাসাগুলির সমীক্ষা করার জন্য উত্তর প্রদেশ সরকারের সিদ্ধান্তকে নিন্দা জানিয়েছে। জামায়াতে ইসলামী হিন্দসহ অন্যান্য দলগুলো এটিকে "মিনি এনআরসি" হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। তবে তাদের কারোই কিন্তু কিছু করার নেই, বা সেই শক্তিমত্তা নেই যে সরকারের সিদ্ধান্ত বদলাতে বাধ্য করবে।

মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ এবং মুসলিম নেতারা তাদের প্রতিষ্ঠানগুলিকে বুলডোজার দিয়ে ধ্বংস করে দেওয়ার আশঙ্কায় রয়েছেন। ইতিমধ্যেই কয়েকটি মাদ্রাসায় বুলডোজার চালিয়েছে হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন।

বিশ্লেষকগণ বলেছেন, মূলত এই সমীক্ষার মাধ্যমে মুসলমানদের উপর নিপীড়ন চালানো ও ’সন্ত্রাসী’ ট্যাগ লাগানোর ষড়যন্ত্র করছে। এই সমীক্ষার মাধ্যমে বেসরকারি মাদ্রাসাগুলিতে হস্তক্ষেপ করার একটি প্রচেষ্টা হিসাবে চিহ্নিত করেছেন ইসলামিক চিন্তাবিদগণ৷

উল্লেখ্য, হিন্দুত্ববাদী মিডিয়াগুলো মাদ্রাসাগুলোকে ’জিহাদী’ তৈরির কারখানা হিসেবে প্রোপাগান্ডা চালিয়ে আসছে। এখন হিন্দুত্ববাদী উগ্র নেতারা সেগুলো বন্ধ করার ব্যবস্থা করছে।

তথ্যসূত্র:
----

1. Over 6,000 madrasas found unrecognised, survey to continue: UP govt
- https://tinyurl.com/yc7x4fs8

দিল্লী পগরম: মিথ্যা হত্যা মামলায় ২ বছর পর মুসলিম মহিলা আটক

২০২০ সালের দিল্লী পগরম দাঙ্গার সময় দিল্লী পুলিশের হেড কনস্টেবল রতন লাল বহিরাগত উগ্র হিন্দুদের হামলায় নিহত হয়েছিলেন। অথচ তাকে হত্যার দায়ে গত রবিবার ১২ অক্টোবর নয়ডা থেকে একজন ২৭ বছর বয়সী মুসলিম মহিলাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্র জানিয়েছে, এই মুসলিম নারী নাকি চাঁদবাগে রতন লাল এবং অন্যান্য সিনিয়র অফিসারদের উপর হামলাকারী জনতার অংশ ছিল।

অপরাধ না করেও মামলায় সন্দেহভাজন হিসেবে নাম উল্লেখ করায় হয়রানি থেকে বাঁচতে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন ওই মুসলিম নারী। তবুও শেষ রক্ষা হয়নি। দুই বছর পর পুলিশ তাকে আটক করেছে।

এদিকে গত ০২ অক্টোবর, ক্রাইম ব্রাঞ্চ একই মামলায় আলিগড় থেকে ৩৩ বছর বয়সী আরেক মুসলিমকেও গ্রেপ্তার করে।

অথচ, দিল্লী পগরমে প্রায় ৫৪ জন মুসলিম খুন হয়েছিলেন। এছাড়াও অসংখ্য মুসলিম আহত হয়েছিলেন এবং অনেকে ভিটেমাটি হারিয়েছেন। সে সময় মুসলিমরাই ছিলেন হত্যাযজ্ঞের শিকার। কিন্তু ২ বছর অতিবাহিত হয়ে গেলেও মুসলিম গণহত্যার ব্যাপারে কোন বিচার হয়নি। বরং মিথ্যা মামলায় নিরাপরাধ মুসলিমদের গ্রেফতার করা হচ্ছে।

3

অন্যদিকে খুনি হিন্দুরা এখন জনসমাবেশে দাম্ভিকতার সাথে গণহত্যায় লোক পাঠানোর কথা স্বীকার করছে। পাশাপাশি অন্যদেরকেও মুসলিমদের উপর গণহত্যা চালাতে উৎসাহ দিচ্ছে।

তথ্যসূত্র:
----

1. Delhi riots: On the run for two years, woman accused in head constable Ratan Lal’s murder arrested from Noida - https://tinyurl.com/49urkknz

১৬ই অক্টোবর, ২০২২

ইয়েমেন: গাদ্দার জোট কর্তৃক মুজাহিদদের রুখে দেওয়ার চেষ্টা এবং আনসারুশ শরিয়াহ্'র বার্তা

আরব উপদ্বীপের গুরত্বপূর্ণ ভূমি ইয়েমেনে চলছে হক ও বাতিলের চূড়ান্ত লড়াই। যার এক দিকে আছেন আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট জামা'আত আনসারুশ শরিয়াহ্'র ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। অন্যদিকে আছে ক্রুসেডার আমেরিকার গোলাম গাদ্দার আরব আমিরাত, সৌদি আরব ও তাদের সমর্থিত মিলিশিয়া বাহিনী, এবং ইরান সমর্থিত কুখ্যাত শিয়া হুতি মিলিশিয়া।

বিশাল এই ইসলাম বিরোধী জোটের বিরুদ্ধে জনসমর্থন নিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে লড়াই চালিয়ে আসছেন জামা'আত আনসারুশ শরিয়াহ্'র কয়েক হাজার বীর মুজাহিদ।

দেশটিতে বিগত কয়েক বছর যুদ্ধের তীব্রতা কিছুটা কমে আসলেও, সম্প্রতি যুদ্ধের আগুনে নতুন করে ঘি ঢালছে সংযুক্ত আরব-আমিরাত। মার্কিন ক্রীড়ানক আরবের এই গাদ্দার দেশটি সম্প্রতি ইয়েমেনের মুক্ত স্বাধীন অঞ্চলগুলোতে হামলা শুরু করেছে, যেই অঞ্চলগুলি বছরের পর বছর ধরে নিরাপদ রাখতে শরীরের তাজা খুন ঢেলেছেন মুজাহিদগণ। গত সেপ্টেম্বর মাসে শুরু হওয়া এই নিকৃষ্ট কাজে গাদ্দার আরব আমিরাত ভাড়া করেছে অর্ধডজন মিলিশিয়া গ্রুপকেও।

এমন পরিস্থিতিতে মুক্ত-স্বাধীন অঞ্চলগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে, প্রতিরক্ষা বাহিনী জামা'আত আনসারুশ শরিয়াহ্'র বীর মুজাহিদরাও পাল্টা আক্রমণ চালানো শুরু করেছেন। পাশাপাশি শত্রু নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলেও নিয়মিত গেরিলা হামলা চালাচ্ছেন।

আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ও স্থানীয় মিডিয়া সূত্রমতে, প্রতিরক্ষা মূলক এই অভিযান শুরু হওয়ার পর থেকে ইয়েমেন জুড়ে প্রায় শতাধিক অভিযান পরিচালনা করছেন আল-কায়দা যোদ্ধারা। যাতে অসংখ্য গাদ্দার সৈন্য হতাহত হয়েছে, ধ্বংস হয়েছে অনেক সাঁজোয়া যান ও সামরিক স্থাপনা।

এরই ধারাবাহিকতায়, গত ১০ অক্টোবর থেকে ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত ইয়েমেনের ৬টি অঞ্চলে প্রায় ১৭টি অপারেশন পরিচালনা করেন আনসারুশ শরিয়াহ্'র

3

মুজাহিদগণ। এসব এলাকাগুলো হচ্ছে আবয়ান, মাহফাদ, ওমরান, ইডেন, শাবওয়াহ ও আল-মাসনা।

এসব এলাকায় সংযুক্ত আরব-আমিরাত এবং তাদের সমর্থিত ফার্স্ট ব্রিগেড, পেনিনসুলা শিল্ড, শাবওয়া প্রতিরক্ষা ফোর্স, সাপোর্ট ব্রিগেড এবং ফ্যালকন ব্রিগেড নামের মিলিশিয়া গ্রুপগুলোকে টার্গেট করে অপারেশন চালাচ্ছেন মুজাহিদগণ।

মুজাহিদদের বীরত্বপূর্ণ এসব অপারেশনে আরব আমিরাত ও তাদের ভাড়াটে মিলিশিয়ারা ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছে – অসংখ্য সামরিক স্থাপনা, কনভয়, ঘাঁটি ও সাঁজোয়া যান ধ্বংস করেছেন মুজাহিদগণ। এছাড়াও ২ কর্নেল পদমর্যাদার অফিসার সহ অন্তত ৬ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে আরও বেশি। উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা ছাড়াও নিহতদের মধ্যে রয়েছে ডজন ডজন গাদ্দার মিলিশিয়া সদস্য। এ সংখ্যা ১০০ ছাড়াবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য যে, আরব আমিরাত ও তাদের সমর্থিত মিলিশিয়াদের বিরুদ্ধে মুজাহিদদের এই প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর সম্প্রতি নতুন একটি বার্তা জারি করেছে আনসারুশ শরিয়াহ্। যেখানে জনগণকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়ছে, তারা যেনো সমস্ত সামরিক এলাকা, স্থাপনা, যানবাহন, এবং সামরিক বাহিনীর উপস্থিতির স্থানগুলো এড়িয়ে চলেন। কেননা মুজাহিদগণ শত্রুদের প্রতিটি পদে পদে বিস্ফোরক ডিভাইস স্থাপন করে রেখেছেন। গাদ্দার জোট সৈন্যরাই মুজাহিদদের লক্ষ্যবস্তু। শত্রুদেরকে প্রতি পদে পদে শায়েস্তা করা হবে, তাদের খাদ্য, অর্থ, রাস্তা, তাদের জন্য আসা সাহায্য, সদস্য নিয়োগ থেকে শুরু করে সামরিকীকরণের প্রতিটি প্রকল্পই মুজাহিদদের হামলার লক্ষবস্তু হবে।

বর্তমান অবস্থা দৃষ্টে, এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, গাদ্দার সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং এর দোসররা মুজাহিদদের সামনে প্রতিটি ময়দানেই ব্যর্থ হচ্ছে এবং পরাজিত হয়ে পলায়ন করছে।

ইতোপূর্বেও আমরা দেখেছি যে, গাদ্দার আরব আমিরাত তাদের এজেন্টদের সাথেও গাদ্দারি করতে দ্বিধা করে না। যুদ্ধের ময়দানে অবস্থা খারাপ দেখলে সহযোগিদের প্রতিরক্ষা না করেই তাদেরকে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়।

সার্বিকভাবে মুজাহিদগণ ইয়েমেনে বেশ শক্ত অবস্থানে রয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ। ময়দানের সাম্প্রতিক বিজয়গুলো মানসিকভাবেও মুজাহিদদের বেশ উজ্জীবিত করেছে। এভাবে চলতে থাকলে গাদ্দার বাহিনী হয়তো বেশিদিন টিকে থাকতে পারবে না ইনশাআল্লাহ।

লেখক: ত্বহা আলী আদনান

রক্ষকই ভক্ষকঃ বিধবা নারীকে ধর্ষণ করে এসআই কারাগারে

এক বিধবা নারীকে ধর্ষণ করার অভিযোগে বরিশাল মহানগর পুলিশের এসআই ও স্টিমার ঘাট ফাঁড়ির ইনচার্জ মোঃ আবুল বাশারকে কারাগারে পাঠিয়েছে আদালত।

3

ইনকিলাব পত্রিকার তথ্য মতে, অভিযুক্ত এসআই বাশার বরিশালের বাকেরগঞ্জ উপজেলার বিহারীপুরের আঃ জলিল খানের ছেলে।

কোতোয়ালি থানায় দায়েরকৃত মামলায় ভিকটিম অভিযোগ করেন, একটি অভিযোগের বিষয় আলাপ করার জন্য তিনি কোতোয়ালি থানায় আসেন। এই সময়ে উভয়ের সাথে পরিচয় হয় এবং একে অপরের মোবাইল ফোন নম্বর আদান প্রদান করেন।

কয়েকদিন পরে আর একটি মামলার বিষয় কথা বলার জন্য ওই নারী অভিযুক্ত এসআইকে ফোন করলে তিনি ভিকটিমের অবস্থানস্থল জেনে সেখানে যান। তবে সব কিছু জানার জন্য তার সাথে তার নিজস্ব অফিসে দেখা করতে বলেন।

এভাবেই ভিকটিমকে ভুলিয়ে বিকেলে নগরীর প্যরারা রোডের আবাসিক হোটেল আলভি’র ২০৪ নং কক্ষে নিয়ে যান। সেখানে দরজা আটকে কর্থাবার্তা বলার এক পর্যায়ে ভিকটিমকে ধর্ষণ করেন।

সেদিনই বিকেল ৫ টার দিকে হোটেল থেকে বেরিয়ে ভিকটিম নিকট আত্মীয় স্বজনকে জানানোর পরে থানায় মামলা দায়ের করেন। মামলার সাথে সাথে আবুল বাশারকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলাও দায়ের করা হবে বলে জনা গেছে।

উল্লেখ্য, অভিযুক্ত আবুল বাশার ইতোপূর্বে গোয়েন্দা পুলিশে কর্মরত থাকাবস্থায় সাংবাদিক নির্যাতনের দায়েও সাসপেন্ড হন। এছাড়াও স্টিমারঘাট ফাঁড়ির ইনচার্জ থাকার সুবাদে তার বিরুদ্ধে নিয়মিত চাঁদাবাজিও অভিযোগ রয়েছে। এরপরেও তাকে বিএমপি’র কোতয়ালী থানার মত স্পর্ষকাতর থানায় নিয়োগের বিষয়টি নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে জনমনে।

প্রতি বছর এভাবেই অসখ্য নারী এই সন্ত্রাসী পুলিশ বাহিনীর ধর্ষণ ও নির্যাতনের শিকার হয়। সিংহভাগ অপরাধীর কোন বিচার হয় না। আর সাময়িক বিচার হলেও, তারা ফিরে আসে আরও নতুন উদ্যমে। ঠিক যেভাবে সাংবাদিক নির্যাতনের দায়ে বরখাস্ত হয়েও সদর্পে বরিশালে ফিরেছেন এসআই আবু বাশার।

তথ্যসূত্র:
-----

1. বরিশালে বিধবা গৃহবধুকে ধর্ষণকারী পুলিশের এসআই কারাগারে- https://tinyurl.com/49hkmt5u

বাংলাদশি জেলেদের ওপর নিষেধাজ্ঞা, ইলিশ ধরছে ভারতীয় জেলেরা

বাংলাদেশে ৭-২৮ অক্টোবর পর্যন্ত ২২ দিনের জন্য ইলিশ রক্ষা অভিযান শুরু করেছে সরকার। এ সময় পর্যন্ত ইলিশ মাছ ধরা, বিক্রি ও মজুত নিষিদ্ধি থাকবে। তবে বাংলাদেশে মাছ ধরা নিষিদ্ধ হলেও, ভারতীয় জেলেরা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে টনকে টন মাছ শিকার করে নিয়ে যাচ্ছে বলে জানিয়েছে জেলেরা।

বাংলাদেশি জেলেদের বেশিরভাগই গরিব। তাদের অনেকেই দিনে আনে দিনে খায়, এবং অন্য কোন পেশাও তাদের জানা নেই। দালাল সরকার অসহায় এই জেলেদের কোন

3

চিন্তা না করেই প্রতি বছর মাছ শিকারে নিষেধাজ্ঞা দিয়ে থাকে। ফলে মাছ শিকারের নিষিদ্ধ এ সময়গুলোতে জেলেরা পরিবার নিয়ে পড়েন ভোগান্তিতে। তবে লোকদেখানো কিছু ত্রান দিয়ে জেলেদের ওপর দায়িত্ব আদায় করছে সরকার, কিন্তু ত্রানের নামে চাল ছাড়া আর কিছু দেয় না দালাল সরকার। আর এই চালও সবাইকে না দিয়ে, শুধুমাত্র নিবনন্ধনকৃত পছন্দের কিছু জেলেকে দেয়া হয় বলে জানিয়েছেন জেলেরা।

বরগুনার পাথরঘাটা উপজেলার সদর ইউনিয়নের বাদুরতলা এলাকার জেলে সেলিম মাঝি আক্ষেপ করে বলেন, 'অবরোধে মোগো মাছ সব ভারতীয়রা ধইরা লইয়া যায়। মোগো মাছ মোরা ধরতে পারি না। সরকাররে কই, মোগো চাউল লাগবে না, ভারতীয়গো মাছ ধরা ঠ্যাকান। অবরোধ শুরু হওয়ার পর বেকার বসে আছি। মৌসুমের শুরুতে ৬৫ দিন ও মৌসুমের শেষের দিকে আরো ২২ দিন মোট ৭৭ দিন বইসে থাকতে হয় আমাদের।'

সেলিমের মতো উপকূলের হাজার হাজার জেলের বেকার সময় কাটে ইলিশ শিকারে নিষেধাজ্ঞার সময়ে। এসময় সরকারি খাদ্য সহায়তার আওতায় থাকে নিবন্ধিত জেলেরা। ২২ দিনের নিষেধাজ্ঞার সময় প্রান্তিক জেলেরা অন্য কাজ করলেও, গভীর সমুদ্রগামী জেলেরা বসে থাকেন।

উল্লেখ্য যে, দালাল সরকার প্রতি বছর হিন্দুদের পূজা উপলক্ষে লাখ লাখ টন ইলিশ ভারতকে উপহার দেয়। ফলে প্রতি বছর ইলিশের মৌসুমে বাংলাদেশের বাজারগুলোতে ইলিশ না থাকলেও, ভারতের বাজারে থাকে বাংলাদেশি ইলিশে সয়লাভ। দালাল সরকার একদিকে গরিব জেলেদের আয় রজগারের পথ বন্ধ করে নিপিড়ন করছে, অন্যদিকে ইলিশের মৌসুমে ইলিশ দেশের মানুষকে না দিয়ে ভারতে পাচার করে দেশের মানুষকে ইলিশ থেকে বঞ্চিত করছে।

তথ্যসূত্র:

১। ‘মোগো চাউল লাগবে না, ভারতীয়গো মাছ ধরা ঠ্যাকান’- - https://tinyurl.com/s34b2h5c

১৫ই অক্টোবর, ২০২২

দেশের স্কুল-কলেজে প্রতি মাসে ৪৫ শিক্ষার্থীর আত্মহত্যা: নেপথ্য কারণ কী?

দেশের স্যেকুলার ধারার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ধর্ষণের পর এবার আত্মহত্যা একটি মহামারি রুপ ধারন করেছে। এর সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে অবৈধ ও অনৈতিক সম্পর্কও।

স্কুল-কলেজেগুলোয় চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই ৪০৪ জন শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছে। যা প্রতি মাসে গড়ে ৪৫ জনের বেশি। জানা গেছে এসব আত্মহত্যার বেশিরভাগ প্রেমঘটিত।

3

গত ৮ অক্টোবর সামাজিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন আঁচল ফাউন্ডেশনের জরিপের এ তথ্য উঠে এসেছে। ভার্চুয়ালি এক আলোচনাসভায় এসব তথ্য তুলে ধরেন নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক ও আঁচল ফাউন্ডেশনের গবেষক ড. এ ওহাব।

ড. এ ওহাব জানান, গত ৯ মাসে শিক্ষার্থীদের মাঝে আত্মহত্যার প্রবণতা ভয়াবহভাবে বেড়েছে। এ বছরের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আত্মহত্যা করেছেন ৪০৪ জন শিক্ষার্থী। এর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ৫৭, স্কুলের ২১৯, মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডে ৪৪ এবং কলেজপড়ুয়া ৮৪ জন। আত্মহননকারীদের মধ্যে ছাত্রী ২৪২ ও ছাত্র ১৬২ জন। জরিপ অনুযায়ী, গড়ে প্রতি মাসে প্রায় ২৭ ছাত্রী এবং ১৮ জন ছাত্র আত্মহত্যা করে থাকে।

আঁচল ফাউন্ডেশনের এই গবেষক আরও বলেন, শিক্ষার্থীদের ওপর একাডেমিক চাপ নাকি অন্য কোন কারণে আত্মহত্যার ঘটনা ঘটছে, তা জানার লক্ষ্যেই এই গবেষণা জরিপ পরিচালিত হয়। গবেষণায় দেখা গেছে প্রেমঘটিত কারণে বেশি আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে।

সন্তানদের সুন্দর ভবিষ্যত ও শিক্ষত করে গড়ে তুলার প্রয়াস আমাদের সবারই। কিন্তু আমারা যে উদ্যেশ্যে সন্তানদের স্কুল-কলেজে প্রেরণ করছি তা কি আদৌ অর্জিত হচ্ছে, নাকি তা মিথ্যা মরীচিকায় পর্যবসিত হচ্ছে। সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে স্কুলগুলোতে মুসলিম ছাত্রীদেরে পর্দা ও হিজাব পালনে বাধা দেয়া হচ্ছে। শিক্ষক ছাত্রীকে ধর্ষন ও অপহরন করে নিয়ে যাচ্ছে। ছাত্র-ছাত্রীরা সহজেই অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ছে। এমনকি ইডেন মহিলা কলেজে ছাত্রীদের দ্বারা দেহ ব্যবসার কথা এখন সবারই জানা। আর এখন দেখা যাচ্ছে শিক্ষার্থীরা প্রেমে ব্যর্থ হয়ে আত্মহত্যার মতো জঘন্য পথ বেঁচে নিচ্ছে।

এতোসব ঘটনা ঘটার পরও তথাকথিত প্রগতিশীল বা সুশীল সমাজকে টু শব্দটি করতেও দেখা যাচ্ছে না। এখন তারা এসব বিষয়ে কোন কথা বলবে না। কেননা এসব ঘটনায় ইসলামপন্থীদের কোন সংশ্লিষ্টতা নেই। আর এগুলো তাদের প্রচার-প্রচারণারই ফসল। তবে নরসিংদীতে নোংরা পোশাক পরা মেয়েদের পক্ষে তাদেরকে আবার খুবই সোচ্চার দেখা যায়।

আত্মহত্যার এই মহামারীর পেছনে সেক্যুলার শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষার্থীদেরকে তথা গোটা সমাজকে ধর্মহীন করে গড়ে তোলার পাঠ্যক্রমকেই মূল কারণ হিসেবে দেখছেন ইসলামি চিন্তাবীদগণ। সেক্যুলার শিক্ষা ব্যবস্থা ও এর পৃষ্ঠপোষোক সেক্যুলার শাসনব্যবস্থাকে পরিবর্তন করা ছাড়া, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে নিরাপদ করা বা সুশিক্ষিত জাতি গড়া সম্ভব নয়। এবং ধর্ষণ ও আত্মহত্যার সমাধানও করা সম্ভব নয়।

লেখক: মুহাম্মাদ ইব্রাহীম

তথ্যসূত্র:
১। প্রেমঘটিত কারণে মাসে গড়ে ৪৫ শিক্ষার্থীর আত্মহত্যা - https://tinyurl.com/2d3ywkyw

3

বাড়িতে ঢুকে প্রবীণ মুসলিমকে পিটিয়ে খুন: এক মাসেও গ্রেফতার হয়নি কেউ

২০২২ সালের ২ সেপ্টেম্বর, ইউপির বাগপত জেলার বিনাইপুর গ্রামের দাউদ আলি ত্যাগী রাত দশটায় তার বাড়ির রারান্দায় শুয়ে ছিলেন। হঠাৎ ৬-৭টি বাইক তার বাড়িতে আসে। সশস্ত্র হিন্দু যুবক কিছু না বলে নেমে হামলা শুরু করে।

পরের দেড় মিনিটে তাকে বেলচা, লাঠিসোঁটা ও সাইকেলের শিকল দিয়ে অসংখ্য আঘাত করা হয়। খাট রক্তে লাল হয়ে যায়।

প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, "জয় শ্রী রাম বলতে ও গুলি করতে করতে হামলাকারীরা পালিয়ে যায়।" জনাব দাউদের মেয়ে লুবনা, এই দৃশ্য দেখেছে পিছনের দরজা থেকে। বাঁচাও বাঁচাও চিৎকার করে বাবার কাছে দৌড়ে যায়।
গুরুতর আহত দাউদের মুখ থেকে একটি কথাও বের হয়নি।

পরিবারের লোকজন তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে পরদিন তার মৃত্যু হয়।

বিবিসির সাথে কথা বলার সময় লুবনা বলেন, "আমার বাবা ফোনে কথা বলছিলেন।
হঠাৎ ৬-৭টি বাইক এসে হাজির। তারা কোন প্রশ্ন না করে সোজা লাঠি দিয়ে মারতে লাগলো। তারা মাথায় লাঠি দিয়ে অসংখ্য আঘাত করে এবং পালিয়ে গেল।...আমি চিৎকার করছিলাম 'বাবাকে বাঁচাও, বাবাকে বাঁচাও।' রক্ত ঝরছিল। সে কিছু বলতেও পারেনি, পরের দিন মারা গেল।"

লুবনা আরও বলেন, "আমি জানি না কেন তারা হামলা করেছে। আমার বাবার কারো সাথে কোনো শত্রুতা ছিল না। এমনকি তিনি বাড়ির বাইরেও তেমন বের হতেন না।"

খুনের একমাস পার হয়ে গেলেও হিন্দুত্ববাদী পুলিশ এখন পর্যন্ত হত্যাকারীদের আটক করেনি।

জনাব দাউদ ত্যাগী ছিলেন একজন কৃষক এবং তার পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী। তিনি তার তিন ছেলে, এক মেয়ে ও স্ত্রীকে নিয়ে থাকতেন। তার বড় ছেলে শাহরুখ ত্যাগী এই বছর জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া থেকে এমএসসি টেকনোলজিতে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন।

তথ্যসূত্র:
----

1. On September 2, 2022, Dawood Ali Tyagi of Vinaipur village in Baghpat district of UP was lying outside his house at ten o'clock in the night. Suddenly, 6-7 bikes stopped. Armed Hindu youth got down and started attacking without saying anything.
- https://tinyurl.com/3e8hv4m9

2. bbc hindi news: - https://tinyurl.com/35k4euca

3. video link: - https://tinyurl.com/45pyd4hw

3

4. “We still don’t know why he was killed,” says children of Muslim man lynched in UP
- https://tinyurl.com/yjmrax48

ব্রেকিং নিউজ || আশ-শাবাবকে কাতারে রাজনৈতিক কার্যালয় খোলার প্রস্তাব

সম্প্রতি গুঞ্জন উঠেছে যে, পূর্ব আফ্রিকার প্রভাবশালী ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী আশ-শাবাব ও সোমালি গোয়েন্দা সংস্থা (NISA) এর প্রতিনিধিদের মাঝে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। যেখানে তারা একটি রাজনৈতিক কার্যালয় খোলার বিষয়ে আলোচনা করেছে।

আঞ্চলিক সংবাদ মাধ্যম হালগান মিডিয়ার খবর অনুযায়ী, গত সপ্তাহে সোমালিয়ার বসরা অঞ্চলে কাতারের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। যেখানে কাতারে একটি রাজনৈতিক কার্যালয় খোলার বিষয়ে পরামর্শ হয়।

সংবাদ মাধ্যমটি দাবি করেছে যে, গত সপ্তাহে কাতারের মধ্যস্থতায় মোগাদিশু প্রশাসনের গোয়েন্দা (NISA) কর্মকর্তা এবং আল-কায়েদার পূর্ব আফ্রিকান শাখা আশ-শাবাবের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের মধ্যে এই আলোচনা হয়েছে। যেখানে টানা তিনদিন ধরে এই আলোচনা চলে। সেই সাথে পরবর্তী সময়েও এই আলোচনা চলমান থাকবে বলে উভয় দল একমত হয়। এসময় কাতার আশ-শাবাবকে দোহায় একটি রাজনৈতিক অফিস স্থাপন করার পরামর্শ দেয়। এতে সম্মতি জানিয়েছে আশ-শাবাব।

সংবাদ মাধ্যমটি আরও দাবি করেছে, বৈঠক শেষে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, উভয় দলের প্রতিনিধিরা কাছাকাছি সময়ে ৪ দিনের জন্য আরও একটি বৈঠকে একত্রিত হবেন। যাতে রাজনৈতিক কার্যালয় স্থাপন সহ দেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হবে।

তবে কাতার, মোগাদিশু প্রশাসন বা আশ-শাবাব কোনো পক্ষ থেকেই এবিষয়ে আনুষ্ঠানিক বিবৃতি পাওয়া যায়নি। এখন পর্যন্ত সব পক্ষই মন্তব্য করা থেকে বিরত থেকেছে।

উল্লেখ্য যে, আলোচনার বিষয়টি এমন সময় প্রকাশ্যে এসেছে, যখন সোমালিয়ার দক্ষিণ ও মধ্যাঞ্চলে মোগাদিশু প্রশাসন ও আশ-শাবাবের মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ চলছে। যেখানে আশ-শাবাব প্রতিদিনই মোগাদিশুর গাদ্দার বাহিনীকে হটিয়ে কোন না কোন ঘাঁটি, এলাকা বা শহরের নিয়ন্ত্রণ নিচ্ছেন। ধারণা করা হচ্ছে যে, চলতি মাসের শুরু থেকে গত ১২ অক্টোবর পর্যন্ত দেশটিতে আশ-শাবাবের হামলায় নিহত সোমালি গাদ্দার সেনা সংখ্যা ১৫ শত ছাড়িয়েছে। আহত হয়েছে আরও অসংখ্য গাদ্দার সৈন্য।

সব মিলিয়ে আশ-শাবাব এখন কেন্দ্রীয় সোমালিয়ার ৯০ শতাংশেরও বেশি এলাকা নিয়ন্ত্রণ করছে। পাশাপাশি কেনিয়া ও ইথিওপিয়ার বিস্তীর্ণ এলাকার নিয়ন্ত্রণও গ্রহণ করেছে হারাকাতুশ-শাবাব।

3

বোরকা পরলে লাখ টাকা জরিমানার বিধান করছে ইসলাম বিদ্বেষী সুইজারল্যান্ড

জনসাধারণের নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে এক চরম ইসলাম বিদ্বেষী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে সুইজারল্যান্ড। প্রকাশ্যে চলাফেরা করার সময়ে কেউ যদি মুখ ঢেকে রাখা পোশাক পরে, তাহলে তাকে এক লাখ ডলার জরিমানা দিতে হবে, এমন আইন প্রণয়ন করার জন্য খসড়া জমা দিয়েছে সুইজারল্যান্ডের সরকার।

কাগজে কলমে মুখ ঢেকে রাখার বিষয়টিকে অপরাধ হিসেবে দেখানো হলেও, বাস্তবে আসলে এটি হচ্ছে বোরকা নিষিদ্ধ করার হাতিয়ার। গত বছরই প্রকাশ্যে বোরকা পরা নিয়ে গণভোট করেছিল সুইজারল্যান্ড। তথাকথিত সভ্য ও ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাসী দেশটির ৫১.৬ শতাংশ মানুষ বোরকা নিষদ্ধ করার পক্ষে রায় দিয়েছিলেন। তারই ধারাবাহিকতায় এই খসড়া পারলামেন্টে জমা দিয়েছে দেশটির সরকার।

যদিও তখন ইসলাম বিদ্বেষী হিসাবে প্রবল সমালোচনার মুখে পড়েছিল দেশটি, তা সত্বেও বোরকা নিষিদ্ধ করার প্রক্রিয়া শুরু করে সুইজারল্যান্ড। দীর্ঘ আলোচনার পরে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, হিজাব ও বোরকা পরাকে অপরাধ হিসেবে সাব্যস্ত করে দণ্ডবিধির আওতায় আনা হবে। সেই সঙ্গে মোটা অংকের জরিমানাও স্থির করা হয়।

দৈনিক ইনকিলাবের তথ্যমতে, সুইস সরকারের তরফে বলা হয়েছে, শাস্তি দেওয়া তাদের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু সাধারণ মানুষের কথা মাথায় রেখেই এই পোশাকগুলি নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, বেশ কিছু সন্ত্রাসবাদী হামলার সময়ে দেখা গিয়েছে, আততায়ীরা নিজের পরিচয় লুকিয়ে রাখার জন্য বোরখা পরেছে। সুইস সরকারের একাংশের দাবি, বোরখা-হিজাবের মতো পোশাক নিষিদ্ধ করে দিলে নারী-পুরুষের মধ্যে লিঙ্গ সমতা প্রতিষ্ঠিত হবে। তবে অনেকেরই অনুমান, সুইজারল্যান্ডের সরকার অতি দক্ষিণপন্থী। সে দেশে বসবাসকারী মুসলিমদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয় বলেই অভিযোগ রয়েছে দেশটির সরকারের বিরুদ্ধে।

১৪ই অক্টোবর, ২০২২

গুরগাঁওয়ে হিন্দুত্ববাদীদের মসজিদ ভাংচুর, মুসলিমদের উপর হামলা

গুরগাঁওয়ের ভোরা কালান গ্রামে ২০০ জনেরও বেশি হিন্দু মিলে একটি মসজিদ ভাংচুর করে। বিভিন্ন উসকানীমূলক স্লোগান দিয়ে মসজিদের ভিতর নামাজরত মুসল্লিদের উপর হামলা চালায়। তাদের গ্রাম থেকে বের করে দেওয়ার হুমকি দেয়।

গত ১২ অক্টোবর, বুধবার রাতে এশার নামাযের সময় এ ঘটনা ঘটে। মুসলিম বিরোধী এমন সহিংসতার ঘটনা ঘটলেও এখন পর্যন্ত কোনো গ্রেপ্তারের খবর পাওয়া যায়নি।

3

স্থানীয় বাসিন্দা সুবেদার নজর মোহাম্মদ বলেছেন, গুরগাঁওয়ের ভোরা কালান গ্রামে মুসলিম পরিবারের মাত্র চারটি ঘর রয়েছে।

"গত বুধবার সকালে উগ্র হিন্দু রাজেশ চৌহান ওরফে বাবু, অনিল ভাদোরিয়া, এবং সঞ্জয় ব্যাসের নেতৃত্বে প্রায় ২০০ জনের একটি হিন্দু বাহিনী মসজিদটি ঘিরে ফেলে এবং মসজিদে কক্ষে প্রবেশ করে। তারা নামাজিদের গ্রাম থেকে বহিষ্কারের হুমকি দিয়ে চলে যায়।

"আবার রাতে, আমরা যখন মসজিদে নামাজ পড়ছিলাম, তখন হিন্দু সন্ত্রাসীরা এসে নামাজিদের মারধর করে লাঞ্ছিত করে। এবং মসজিদটি সীলগালা করে দেয়। তারা আমাদের হত্যার হুমকিও দিয়েছে।

স্থানীয় মুসলিম বাসিন্দা জনাব শাকিল বলেছেন, "আমরা ২০১৩ সালে আমাদের গ্রামে একটি ছোট মসজিদ তৈরি করি। কারণ তখন কোনো মসজিদ ছিল না। হিন্দু সন্ত্রাসীরা তখন থেকেই আপত্তি করে এবং বিঘ্ন সৃষ্টির চেষ্টা করে। প্রতিদিন আমাদের হুমকি দেওয়া হয় এবং গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে বলে। এখানে অন্যান্য গ্রামের মুসলমানরা সপ্তাহে একবার, অর্থাৎ শুক্রবার নামাজ পড়তে আসে, তখন হিন্দু সম্প্রদায় তাদের বাধা দেয় এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। গত সন্ধ্যায়, মাত্র চারজন লোক এশার নামাজ পড়ছিল, তখন হিন্দুত্ববাদী গুণ্ডারা তাদের উপর হামলা করে।

জনাব শাকিল মকতুব মিডিয়াকে জানিয়েছেন, হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী গোষ্ঠী মুসলিম নারীদেরকেও টার্গেট করে হামলা করেছে।

তথ্যসূত্র:
----

1. Hindu mob vandalises Mosque in Gurgaon, Muslim men, women attacked (Maktoob Media) - https://tinyurl.com/4yr6nahd

- https://tinyurl.com/4pwcpcxa

2. VIDEO LINK:- https://tinyurl.com/4f8wbe6d

বর্বর হিন্দুত্ববাদী নরবলির শিকার দুই নারী, কেটে করা হয় টুকরো টুকরো

ভারতের কেরালায় হিন্দুত্ববাদী বর্বর ধারণা থেকে কথিত নরবলির নামে দুই নারীকে হত্যার পর টুকরা টুকরা করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার (১১ অক্টোবর) কেরালা পুলিশ দুই নারীর খণ্ডিত মরদেহ উদ্ধার করে। এরপর হত্যায় জড়িত সন্দেহে এক দম্পতিসহ তিনজনক গ্রেপ্তার করে।

পুলিশ বলছে, হত্যার আগে দুই নারীর ওপর ব্যাপক নির্যাতন চালানো হয়। গ্রেপ্তার তিন ব্যক্তি জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশের কাছে দুই নারীকে হত্যার কথা স্বীকার করে।

অনেক হিন্দুত্ববাদীই ‘কালাজাদু’ চর্চা করে থাকে। তারা বিশ্বাস করে, এর মাধ্যমে মানুষের আর্থিক সচ্ছলতা আসে, নিঃসন্তান নারীরা সন্তানের জন্ম

3

দিতে পারেন, বিভিন্ন রোগ থেকে মুক্তি মেলে, এমনকি ‘কালাজাদু’ করার মাধ্যমে বৃষ্টিও নামানো যায়। নাউযুবিল্লাহ।

এছাড়াও ভারতে হিন্দুত্ববাদী আইন অনুযায়ী সতিদাহ প্রথা ও অন্তর্জলীর মতো বর্বর প্রথা যুগ যুগ ধরে চালু ছিল। আর হিন্দুদের মধ্যে বর্ণপ্রথা একটি জঘন্য ধর্মীয় আইন। এসব নিয়ম নীতির কারণে হিন্দু সমাজে নিম্ন শ্রেণির মানুষের সাথে পশুর মতো আচরণ করা হতো।

আর এই বর্বর হিন্দুত্ববাদী সভ্যাতাকে ফিরিয়ে আনার জন্যই কাজ করে যাচ্ছে বর্তমান হিন্দুত্ববাদীরা, প্রতিনিয়তই মুসলিমদের বিরোদ্ধে ঘৃণা উস্কে দিচ্ছে হিন্দুত্ববাদী মিডীয়া ও হিন্দুত্ববাদী নেতারা। ভারতে প্রকাশ্যে ঘোষণা দেয়া হচ্ছে মুসলিমদের উপর গণহত্যা চালানোর।

বর্বর হিন্দুত্ববাদীদের কুসংস্কার, নংরামি আর আগ্রাসন থেকে উপমহাদেশের সাধারণ মানুষকে রক্ষা করতেই হিন্দের ভূমিতে বার বার ছুটে এসেছিলেন মুহাম্মাদ বিন কাশিম, সুলতান মাহমুদ গজনবী, মুহাম্মাদ ঘুড়ি আর আহ্মাদ শাহ আব্দালির মতো বীরেরা। তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরন করে তাই বর্তমান জামানার মুসলিম যুবকদেরও প্রতিরোধের পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণের জোর তাগিদ দিয়েছেন হকপন্থী আলেম-উলামাগণ।

তথ্যসূত্র:

১। কথিত নরবলি দিয়ে দুই নারীকে করা হয় টুকরা টুকরা- https://tinyurl.com/yvmpm2jn

৮ দিনে ৭ হামলাঃ মুজাহিদদের অগ্রযাত্রায় বিপর্যস্ত বুরকিনান সেনাবাহিনী

চলতি অক্টোবর মাসের শুরু থেকে ৮ অক্টোবর পর্যন্ত পশ্চীম আফ্রিকার দেশ বুরকিনা ফাসোতে ৭টি অসাধারণ হামলা পরিচালনা করেছেন আল কায়েদা সংশ্লিষ্ট জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন (জেএনআইএম) এর বীর মুজাহিদগণ। এর মধ্যে ৫টির তথ্য অফিসিয়ালি প্রকাশ করেছে আল-কায়েদা।

পশ্চিম আফ্রিকার মধ্যে মালির পরেই বুরকিনা ফাসোতে সবচাইতে শক্তিশালী অবস্থান রয়েছেন জেএনআইএম এর ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। দেশটিতে প্রতি মাসেই ঘোষিত ও অঘোষিত ভাবে কয়েক ডজন হামলা চালাচ্ছেন মুজাহিদগণ। বর্তমানে দেশটির প্রায় ৪০ শতাংশেরও বেশি এলাকা গোলাম সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলে গেছে। বাকি অংশগুলোতেও চলছে তীব্র লড়াই।

এই লড়াইয়ের ধারাবাহিকতায়, বুরকিনা ফাসোর পূর্বাঞ্চলীয় বুর্গ-বারগৌ এলাকায় দেশটির গাদ্দার সামরিক বাহিনীর একটি সেনা কাফেলার উপর একটি অতর্কিত হামলা পরিচালনা করেন মুজাহিদগণ। এতে গাদ্দার বাহিনীর অন্তত ৭ সৈন্য নিহত হয় এবং ৭ এর অধিক সৈন্য আহত হয়। নিখোঁজ রয়েছে আরও এক ডজনেরও বেশি গাদ্দার সৈন্য। স্থানীয় গণমাধ্যম সূত্র ধারণা করছে, নিখোঁজ সেনাদের বন্দী করে নিয়ে গেছে জেএনআইএম যোদ্ধারা।

3

আয-যাল্লাকা মিডিয়ার তথ্য মতে, এই অভিযান থেকে মুজাহিদগণ ২টি গাড়ি ও ১০টি মোটর সাইকেলসহ প্রচুর সংখ্যক অস্ত্র গনিমত পেয়েছেন। উক্ত অভিযানে একজন মুজাহিদ সামান্য আহত হয়েছেন বলেও জানা গেছে।

অপর একটি বরকময় অপারেশন চালানো হয় বুরকিনা ফাসোর পাটিচাগা গ্রামে। এখানেও বুরকিনান সেনাদের একটি সামরিক কনভয়ে অতর্কিত হামলা চালান মুজাহিদগণ। এতে ৫ সেনা ঘটনাস্থলেই নিহত হয় এবং বাকিরা আহত অবস্থায় পালিয়ে যায়। এই অভিযান থেকেও মুজাহিদগণ ২টি গাড়ি, ৫টি মোটর সাইকেল, ৫টি ক্লাশিনকোভসহ বিভিন্ন ক্যালিবারের আরও ৪টি অস্ত্র গনিমত লাভ করেন। এই অভিযানে ২ জন মুজাহিদও আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

এছাড়া, বুরকিনা ফাসোর বিএলএ এলাকাতে দেশটির অত্যাচারী সেনাবাহিনীর একটি চেক পয়েন্টে আক্রমণ চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। হামলার তীব্রতায় গাদ্দার বাহিনীর বেশ কিছু সৈন্য হতাহত হয়। ফলে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যায়। উক্ত অভিযান শেষে জেএনআইএম মুজাহিদগণ একটি গাড়ি ও বেশ কয়েকটি মোটরসাইকেল সহ অন্যান্য সামরিক সরঞ্জাম গনিমত লাভ করেন।

এর আগে গত ২৬ সেপ্টেম্বর, বুরকিনা ফাসোতে মুজাহিদদের সবচেয়ে দুঃসাহসি ও সফল অভিযানটি পরিচালিত হয় জিবোর নামক অঞ্চলে। গণমাধ্যম সূত্রে জানা যায় যে, ঐ আক্রমণের পর পরই দেশটিতে সামরিক অভ্যূত্থান ঘটেছে।

বরকতময় ঐ অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন আল-কায়েদার ১৮০ জন বীর মুজাহিদ। গাদ্দার বাহিনীর ১১৯টি সাঁজোয়া যান ও গাড়ি সমন্বিত একটি বিশাল কনভয়ে হামলা চালিয়ে ৯০টি গাড়ি, ট্রাক ও সাঁজোয়া যান ধ্বংস করে দিয়েছেন মুজাহিদগণ।

পরবর্তিতে প্রকাশিত ৩ মিনিটের একটি ভিডিওতে দেখা গেছে, উক্ত অভিজানের পর আল-কায়েদা যোদ্ধারা সেখান থেকে বেশ কিছু তেলবাহী যান, পণ্য সরবরাহকারী গাড়ি এবং সামরিক সরঞ্জামে ভর্তি কয়েকটি ট্রাক সরিয়ে নিচ্ছে। স্থানীয় গণমাধ্যম সূত্রগুলো বলছে, আল-কায়েদা যোদ্ধারা কনভয়ের বাকি ২৯টি যান নিরাপদে সরিয়ে নিয়েছেন। সেগুলো তেল, খাদ্য সামগ্রী ও সামরিক সরঞ্জামে পরিপূর্ণ ছিলো, যা দিয়ে নির্বিঘ্নে কয়েক মাস যুদ্ধ পরিচালনা করা সম্ভব হবে।

এর একটি ইঙ্গিত পাওয়া যায় আল-কায়েদার দেওয়া এক বিবৃতি থেকে। যেখানে গাদ্দার সরকারকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে, আপনি (নতুন সরকার) যদি যুদ্ধ চান তবে আমরা এর জন্য পরিপূর্ণ প্রস্তুত, আর তা আপনার ধারণার চাইতেও বেশি।

ফায়ারিং স্কোয়াডে ৬ মার্কিন গুপ্তচরের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করলো আশ-শাবাব

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় সামরিক আগ্রাসন চালিয়ে যাচ্ছে দখলদার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। আর গুপ্তচর নেটওয়ার্কের মাধ্যমে তাদেরকে এই কাজে সহায়তা করছে দেশটির কিছু গাদ্দার।

3

ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন যুদ্ধের ময়দানে ক্রুসেডার বাহিনী ও তাদের মিত্রদের পরাজিত করার পাশাপাশি বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধের ময়দানেও পরাজিত করে চলছেন। সেই সূত্র ধরেই মুজাহিদগণ গড়ে তুলেন একটি গোয়েন্দা বিভাগ। যারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও গাদ্দার প্রশানের গুরত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহের পাশাপাশি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থার গুপ্তচরদের বন্দী করতে বড় ভূমিকা পালন করছেন।

সম্প্রতি বিভিন্ন স্থান থেকে এমন বেশ কিছু গুপ্তচরকে বন্দী করতে সক্ষম হয়েছেন হারাকাতুশ শাবাবের গোয়েন্দা বিভাগ। এদেরকে শরয়ী আদালতে হস্তান্তর করা হয়। পরে তাদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের তদন্ত শুরু করা হয়। অভিযোগ প্রমাণিত হলে তাদেরকে শাস্তির মুখোমুখি করেন কাজী সাহেব।

গতকাল ১৩ সেপ্টেম্বর এমনই ৬ গুপ্তচরের বিষয়ে শরয়ী আদালত তার চুড়ান্ত রায় ঘোষণা করেছে। যাদের বিষয়ে এই অভিযোগ প্রমাণিত হয়, তারা ক্রুসেডার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে সোমালিয়ায় গুপ্তচরবৃত্তির কাজ করতো। তারা সোমালিয়ায় একাধিক ড্রোন হামলা এবং মুজাহিদদের শহীদ করার জন্য দায়ী ছিলো।

অপরাধীরা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করার পর, তাদেরকে যুবা রাজ্যের সাকো শহরের একটি মাঠে একত্রিত করা হয়। যেখানে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন জনসম্মুখে ফায়ারিং স্কোয়াডে তাদের মৃত্যুদণ্ড কর্যকর করেন।

এভাবেই পূর্ব আফ্রিকার জমিনকে ইসলাম ও মুসলিমের সকল প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য শত্রু থেকে মুক্ত করতে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছেন হারাকাতুশ শাবাবের বীর মুজাহিদিন। মুসলিম জনসাধারণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং মুসলিম ভূমিকে দখলদারমুক্ত করতে তাঁরা পার করছেন শত নিরঘুম রাত।

ব্রেকিং নিউজ || ২৪ ঘণ্টায় ইসরায়েলি বাহিনীর বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনিদের ৫৫ হামলা

ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীর এবং জেরুজালেমে দখলদার ইসরায়েলি বাহিনী এবং ইহুদি বসতি স্থাপনকারীদের লক্ষ্য করে দফায় দফায় হামলার ঘটনা ঘটেছে।

বিবরণ অনুযায়ী, শুধু গত ১২ অক্টোবর বুধবার, পশ্চিম তীর এবং জেরুজালেমে ৫৫টি হামলার ঘটনা ঘটেছে। যার মধ্যে ৮টিই ছিল সশস্ত্র হামলার ঘটনা।

প্যালেস্টাইন ইনফরমেশন সেন্টারের মতে, ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী দলগুলো কেদুমিম ইহুদি ক্যাম্পাস, ইতিজার ইহুদি ক্যাম্পাস এবং নাবলুসের বেইতা শহরের সংযোগস্থলে দখলদার ইসরায়েলিদের ওপর গুলি চালিয়েছেন। সেই সাথে রামাল্লার সেলিম ও আতারা চেকপয়েন্ট এবং ওফার ব্যারাকে ইসরায়েলি সেনাদের ওপর গুলি চালিয়েছেন।

অন্যদিকে, জেনিনের আল-জালামা চেকপয়েন্টে হাতে তৈরি বিস্ফোরক নিক্ষেপ করা হয়, আর রামাল্লার নবী সালেহ গ্রামের কাছে ইহুদি বসতি স্থাপনকারীদের গাড়ি ধ্বংস করা হয়।

3

এদিন নাবলুসের সেবাস্তিয়া শহরে ইসরায়েলি বাহিনী ও ফিলিস্তিনিদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়, যেখানে পাথরের আঘাতে এক ইহুদি সেনা আহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

সূত্র থেকে আরও জানা যায় যে, জেরুজালেমের ইজ-জাইম শহরেও ইসরায়েলি বাহিনী এবং ফিলিস্তিনিদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। যেখানে ফিলিস্তিনি দলগুলি দখলদার ইসরায়েলি সন্ত্রাসী বাহিনীর উপর গুলি চালায়।

এদিন ফিলিস্তিনিরা জেরুজালেমের আস-সালাম শহরতলিতে, ক্যাম্প শুফাতে, আনাতা এবং আবু দিস শহরে, একই সাথে জেরুজালেমের অন্যান্য অংশেও ইহুদিবাদী দখলদার ইসরায়েলি বাহিনীর দিকে মোলোটভ ককটেল নিক্ষেপ করেন।

সার্বিক বিবেচনায় বিশ্লেষকরা তাই আশা করছেঞ্জে, ফিলিস্তিনি মুসলিমদের এই সশস্ত্র প্রতিরোধই হয়তো হয়ে উঠতে পারে জায়নবাদের পতনের শুরু।

১৩ই অক্টোবর, ২০২২

কর্ণাটকে উগ্র আদিত্যনাথের বুলডোজার প্রদর্শনীর নেপথ্যে কী?

ভারতের কর্ণাটক রাজ্যের ম্যাঙ্গালুরে হিন্দুদের দশমী অনুষ্ঠানের মিছিলে দেখা গেল ভারতের উগ্র হিন্দুত্ববাদী বিজেপি নেতা ও উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে। সে দাঁড়িয়ে আছে একটি সজ্জিত বুলডোজারের উপর। দশমী অনুষ্ঠানে সে বুলডোজার প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে। কেন? বুলডোজার প্রদর্শনীর পেছনে কাহিনী কী?

ভারতের উত্তরপ্রদেশে উগ্র হিন্দু নেতা আদিত্যনাথ বুলডোজারকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের এক নতুন অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার শুরু করেছে। সে নানা অজুহাতে মসজিদ-মাদ্রাসা, মুসলিমদের বাড়িঘর, দোকানপাট ভাঙ্গচুরে বুলডোজার ব্যবহার করছে। এজন্য তাকে বলা হয়ে থাকে ‘বুলডোজার বাবা’ আর তার এই কাজের নাম দেওয়া হয়েছে ‘বুলডোজার মডেল’। তার এমন কাজে অনুপ্রাণিত হয়ে মধ্যপ্রদেশেও বুলডোজার মডেল ব্যবহার করছে হিন্দুত্ববাদী সরকার। গত পরশুও মধ্যপ্রদেশে তিনজন মুসলিমের বাড়ি গুড়িয়ে দিয়েছে তারা।

Location : Mangalore,Karnataka.

A tableau of BJP Chief Minister Yogi Adityanath's bulldozer model (an anti Muslim symbol) was displayed during a Dussehra festival procession. pic.twitter.com/jmdXQQ6pNj

— HindutvaWatch (@HindutvaWatchIn) October 6, 2022

3

কর্ণাটকেও হিন্দু্ত্ববাদী নেতারা বুলডোজার মডেল ব্যবহার করতে সচেষ্ট হয়েছে। গত জুন মাসে বিজেপির জাতীয় সাধারণ সম্পাদক সিটি রাবি বলেছিল, যারা রাজ্যে শান্তি বিনষ্ট করবে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হবে এই বুলডোজার মডেল। তাদের এই কথিত শান্তির বিরোধী আসলে কারা? কাদেরকে শান্তির বিরোধী বলে তারা চিহ্নিত করে?

সিটি রাবির বক্তব্য থেকেই আসলে সেটা বুঝা যায়। চলতি বছরের এপ্রিল মাসে মুসলিমদের হালাল-হারামভিত্তিক ব্যবসায়িক নীতিকে সমালোচনা করে সে বলেছিল, হালাল মাংস ব্যবসা এক ধরনের ‘অর্থনৈতিক জিহাদ’। একই সাথে কর্ণাটকের কিছু হিন্দুত্ববাদী সংগঠন লাউডস্পিকারে আজান নিষিদ্ধের দাবি করেছিল। কর্ণাটকের বিজেপি মূখ্যমন্ত্রীও এই প্রস্তাবের সাথে একমত হয়ে লাউডস্পিকারে আজান নিষিদ্ধের উদ্যোগ নেয়।

তো, তাদের দৃষ্টিতে শান্তি বিনষ্টকারী মূলত হালাল-হারামের ভিত্তিতে ব্যবসা করা, লাউডস্পিকারে আজান দেওয়া মুসলিমরা। হিন্দুত্ববাদীরা এনআরসি, সিএএ-সহ বিভিন্ন নামে বিভিন্ন অজুহাতে মুসলিমদেরকে দেশছাড়া করতে চায়, পর্দার বিধানসহ মুসলিমদের অন্যান্য ধর্মীয় বিধান পালনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়; মুসলিমরা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলেই তারা হয়ে যায় ‘শান্তি বিনষ্টকারী’। তাই এই মুসলিমদের বিরুদ্ধেই বুলডোজার মডেল বাস্তবায়ন করে হিন্দুত্ববাদীরা; উত্তরপ্রদেশে ও মধ্য প্রদেশে সেই চিত্রই চোখে পড়ে প্রতিনিয়ত।

কিন্তু কর্ণাটকে বুলডোজার মডেল বাস্তবায়নের কথা বললেও এখনও অবধি সেভাবে এই মডেলের ব্যবহার দেখা যায়নি। এজন্যই কি ‘বুলডোজার বাবা’ যোগী আদিত্যনাথ এবার নিজে এসে বুলডোজার প্রদর্শনী করেছে যেন বুলডোজার ব্যবহারে কর্ণাটক কর্তৃপক্ষ তৎপর হয়?

তথ্যসূত্র:

https://twitter.com/HindutvaWatchIn/status/1577908362926489600

ইউপিতে উগ্র হিন্দুদের পিটুনিতে এক মুসলিম খুন, অপরজন গুরুতর আহত

গত সোমবার ১০ অক্টোবর উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজ জেলার খুলদাবাদ এলাকায় একজন ৩২ বছর বয়সী মুসলিম জনাব জহির খানকে পিটিয়ে খুন করে উগ্র হিন্দুরা। অন্য এক মুসলিম ইউসুফ খান (৩০) প্রাণে বেঁচে গেলেও গুরুতর আহত হয়েছেন।

উগ্র হিন্দুরা দাবি করছে যে, তাদের উপরে নাকি ডাকাত সন্দেহে এমন বর্বর কায়দায় আক্রমন চালিয়েছে। অথচ হতাহত উভয় খানই প্রয়াগরাজের কারেলি এলাকারই বাসিন্দা।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানায়, সোমবার সকালে খুলদাবাদের বাবা মার্কেট লেনে দুই ব্যক্তিকে আহত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন হাসপাতালে যাওয়ার পথেই মারা যায়।

3

আর জনাব ইউসুফ খান পায়ে ও হাতে গুরুতর জখম হয়েছেন। "তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন এবং ডাক্তাররা বলেছেন যে তার অবস্থা খুবই আশংকাজনক। জনাব জহির খানের ময়নাতদন্তের রিপোর্টে বলা হয়েছে, মৃত্যুর আগে অধিক আঘাতের কারণে তার মৃত্যু হয়েছে। ঘটনার দিন পাশে থাকা সিসি টিভির একটি ভিডিওতে উগ্র হিন্দুদেরকে লাঠি দিয়ে ঐ মুসলিম ব্যক্তিদের মারতে দেখা গেছে।

জনাব জহির খান ও জনাব ইউসুফ খানের আত্মীয়রা এখন খুলদাবাদ ক্রসিংয়ে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে বিক্ষোভ করেছেন।

তবে হতাহত ব্যাক্তিরা যেহেতু মুসলিম, তাই ন্যায়বিচার পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই; কেননা মুসলিম নিধনের ক্ষেত্রে হিন্দুরা জড়িত থাকলে তাদের সুস্থু বিচার হওয়ার কোন সাম্প্রতিক বা দুরবরতি উদাহরণ হিন্দুত্ববসাদি ভারতে নেই। ইতিপুর্বে যে সকল মুসলিমকে হিন্দুরা হতাহত করেছে, তাদের কারোই কোন বিচার হয়নি।

তথ্যসূত্র:
----

1. UP: Muslim man lynched, another Muslim seriously injured as mob attacks them
- https://tinyurl.com/msv7wujm

- https://tinyurl.com/33wvnuz9

2. vedeo link:- https://tinyurl.com/wj2ny2us

- https://tinyurl.com/yc5us2bt

আরাকানে সন্ত্রাসীদের হামলায় দুই রোহিঙ্গা মুসলিম নিহত

আরাকানের মংডু এলাকায় সন্ত্রাসী আরাকান আর্মি ও সন্ত্রাসী সামরিক জান্তার মধ্যে যুদ্ধের মধ্যে এক রোহিঙ্গা মুসলিম নিহত হয়েছেন। নিহত মুসলিমের নাম সিরাজ উদ্দিন। তিনি ছিলেন শিক্ষিত ও একজন নেতা। তার হত্যাকান্ডে রোহিঙ্গাদের মধ্যে অনেকেই হতাশ ও শোকে কাতর হয়ে পড়েছেন।

সম্প্রতি সন্ত্রাসী আরাকান আর্মি মুসলিমদের মানব ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে। মুসলিম এলাকাগুলোতে অবস্থান নিয়ে যুদ্ধ করলেও, আরাকান আর্মি রোহিঙ্গাদের নিরাপত্তার কোন তোয়াক্কা তো করছেইনা, বরং সেখানে মুসলিম নারীদের ধর্ষণ ও চাঁদাবাজি করছে। পাশাপাশি রোহিঙ্গাদের নেতৃত্ব দিতে পারে এমন রোহিঙ্গা শিক্ষিতদের টার্গেট করে হত্যা করছে মিডিয়ার কল্যাণে 'রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন'এর হাইপ তুলে আলোচনায় আসা এই আরাকান আর্মি। এর আগেও শফিকুল ইসলাম নামে এক শিক্ষাবিদ রোহিঙ্গাকে টার্গেট করে হত্যা করেছে সন্ত্রাসী আরাকান আর্মির স্নাইপাররা।

অন্যদিকে, আরাকানে নিজাম মিয়া নামে এক মুসলিমকে গুলি করে হত্যা করেছে মিয়ানমার সন্ত্রসী জান্তা পুলিশ। গত ১০ অক্টোবর আরাকানের রামব্রে এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

3

https://ibb.co/fFHxyRx

জানা যায়, গ্রাম প্রশাসক খিন আয় (ডান পাশে) নিজাম মিয়াকে তার জমি বিক্রি ও জায়গাটি খালি করে দিতে বাধ্য করে। নিজাম মিয়া জমি ছাড়তে রাজি না হওয়ায় গ্রাম প্রশাসক পুলিশ এনে নিজাম মিয়াকে গুলি করে। বর্বর জান্তা পুলিশ তার মৃত্যু নিশ্চিত করতে অন্তত ৫ রাউন্ড গুলি করে।

ফিলিস্তিনে দখলদার ইহুদিরা, কাশ্মীরে দখলদার হিন্দুরা, পূর্ব-তুর্কিস্তানে দখলদার কমিউনিস্ট নাস্তিকরা আর আরাকানে চলমান দখলদার বৌদ্ধ সন্ত্রাসীদের আগ্রাসণ। পৃথিবীর সর্বত্রই চলছে মুসলিম নির্যাতন। এ নির্যাতন কোন গল্প বা বাপ-দাদার মুখে শোনা ঐতিহাসিক ফেরাউন বা নমরুদের ঘটনা নয়। এগুলো আমার আপনার জীবদ্দশাতেই ঘটা মুসলিম নিপিড়নের কাহিনী।

যুগে যুগে সকল জালিমদের পাওনা বুঝিয়ে দিয়েছেন মুসলিম বীরেরা। সেই ধারা বজায় রেখে দর্শক হয়ে না থেকে উম্মাহর যুবকদেরকে তাই যুগের জালিমদের পাওনা বুঝিয়ে দেয়ার দায়িত্ব পালন করার কথা দীর্ঘদিন ধরেই বলে আসছেন হকপন্থী আলিম-উলামাগণ।

তথ্যসূত্র:
----

1. ভিডিও লিংক- - https://tinyurl.com/yk6xdh4a

- https://tinyurl.com/yc7axbsh

2. On Oct 10th, policeman Hla Kyi shot Nezam Miah in Kyauknimaw, Ramree, Rakhine State-
- https://tinyurl.com/54r73f4t

ফটো রিপোর্ট || নেতাদের সততা দেশকে দারিদ্র্য মুক্ত করতে অবদান রাখবে

ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের একজন গুরত্বপূর্ণ কর্মকর্তা জেনারেল মুবিন খান। তিনি দেশটির দরিদ্র জনগণকে সাহায্য করতে নিজ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠা করেছেন "খান চ্যারিটি ফাউন্ডেশন"। এই চ্যারিটির অধিনে জেনারেল সাহেব দেশের দরিদ্র ও অভাবিদেরকে খাদ্য সামগ্রী ও নগদ অর্থ সহায়তা দিয়ে থাকেন।

আর এই কাজে তিনি সশরীরে উপস্থিত থেকে এবং নিজ কাঁধে খাদ্য সামগ্রী বহন করে জনগণের ঘরে ঘরে গিয়ে পৌঁছে দিচ্ছেন। তিনি আশা করে বলেন যে, "একদিন আমাদের দেশ দরিদ্র মুক্ত হবে, ইনশাআল্লাহ।"

সম্প্রতি তিনি বেশ কিছু পরিবারকে খাদ্য সামগ্রী দিয়েছেন। যেখানে তিনি নিজ কাঁধে খাদ্য সামগ্রী বহন করেন।

খাদ্য সামগ্রি বিতরণের কিছু ছবি...

3

তালিবান উমারাগণকে নিয়ে প্রশ্ন তোলা ব্যক্তিদের জন্য ছবিগুলো একটি জবাব হবে ইনশাআল্লাহ...

https://alfirdaws.org/2022/10/13/59923/

ভারতে সন্ত্রাসী ট্যাগ লাগিয়ে দীর্ঘ ৫ বছর জেল: সময় ফেরত আসবে কি?

ভারতের বেরেলির বাসিন্দা জনাব চাঁদ মোহাম্মদকে হিন্দুত্ববাদী ইউপি পুলিশ সন্ত্রাসী হিসেবে ট্যাগ লাগিয়ে জেলে পাঠিয়েছিল। দীর্ঘ ৫ বছর পর আদালতে জনাব চাঁদ মোহাম্মদ নির্দোষ প্রমাণিত হয়।

ঘটনার সূত্রপাত হয় ২০০৯ সালে বেরেলি পুলিশ কয়েকজন জুয়াড়িকে গ্রেপ্তার করতে গেলে। পুলিশকে দেখে তারা তড়িঘড়ি করে নদীতে ঝাঁপ দেয়। যার জেরে মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। পুলিশের বিরুদ্ধে একমাত্র সাক্ষী ছিলেন জনাব চাঁদ মোহাম্মদ। পুলিশ নিজেদের স্বার্থে জনাব চাঁদ মোহাম্মদ থেকে জোরপূর্বক জবানবন্দি নিয়ে তাকে সন্ত্রাসী আখ্যা দিয়ে বিগত ৫ বছর আগে জেল হেফাজতে নেয়।

পরে পুলিশের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জনাব চাঁদ মোহাম্মদ একজন সন্ত্রাসী। যারা পাকিস্তানে প্রশিক্ষণ নিয়ে নাবালকদের সন্ত্রাসী হওয়ার জন্য প্রস্তুত করে। তার কাছ থেকে কার্তুজ ও পিস্তল সহ অনেক নথি এবং মানচিত্রও উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানায় তারা।

দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের পর আদালতে প্রমাণিত হয় যে, পুলিশের সব প্রমাণ জাল ও বানোয়াট। এবং জনাব চাঁদ মোহাম্মদ নিরক্ষর, নির্দোষ। তার উপর যে অভিযোগ আনা হয়েছে, সবই মিথ্যা। তাই বাধ্য হয়ে আদালত জনাব চাঁদ মোহাম্মদকে বেকসুর খালাস দিলেও তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে!

সন্ত্রাসী বলে ট্যাগ লাগিয়ে দীর্ঘ ৫ বছর জেলে থাকার কারণে লজ্জা ও অপমানে মুসলিম পরিবারটি ধ্বংসের ক্ষতিপূরণ কে দেবে? জনাব চাঁদ মোহাম্মদের জীবনের মূল্যবান সময় কে ফিরিয়ে দিবে? নির্দোষ চাঁদ মোহাম্মদকে ফাঁসানো দোষী পুলিশরা কি কখনো শাস্তি পাবে? এভাবে আর কত মুসলমানকে সন্ত্রাসী তকমা দিয়ে জেলে ঢোকানো হয়েছে? নিরপরাধ চাঁদ মোহাম্মদের ৫ বছর জেলে কাটানোর ফলে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনে যে ক্ষতি হয়েছে তা কে পুষিয়ে দিবে?

দীর্ঘ প্রক্রিয়ার পর বেরেলির জনাব চাঁদ মোহাম্মদের বানোয়াট অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে, কিন্তু এমন আরও অগণিত চাঁদ মোহাম্মদেরা ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে জেলের অন্ধকূপে আটকে আছে। তারা কি আইনের জটিলতা ভেদ করে অমাবস্যার কালো রাত থেকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারবে?

এমনিভাবে, জনাব আরশি কুরেশি, যাকে ২০১৬ সাল থেকে কঠোর ইউপিএ (UAPA) আইনের অধীনে আটক করে কারাগারে রেখেছে হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন। কোন তথ্য প্রমাণ ছাড়াই তার বিরুদ্ধে হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন অভিযোগ এনেছিল যে, তিনি নেকি কথিত ‘সন্ত্রাসবাদ’এর সাথে যুক্ত। গত ৩০ সেপ্টেম্বর

3

শুক্রবার একটি বিশেষ এনআইএ আদালত তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ ভিত্তিহীন হওয়ায় দীর্ঘ ৬ বছর পর নিঃশর্ত খালাস দিতে বাধ্য হয়।

বহু বছর জেলে থেকে পচন ধরে , সব কিছু নষ্ট করার পর সন্ত্রাসের মামলায় মুসলমানদের নির্দোষ প্রমাণিত হওয়া এটাই প্রমাণ করে যে , শুধু মুসলমানদের ধ্বংস করার জন্যই হিন্দুত্ববাদীরা সন্ত্রাসের মিথ্যা মামলা দিয়ে ফাঁসিয়ে দিচ্ছে। আর ভারতে মুসল্মান্দের জন্য কোন আইন নেই , কোন নিরাপত্তা নেই ; নিরাপত্তা ও সুশাসনের ব্যাবস্থা তাই মুসলমানদেরকেই করতে হবে।

তথ্যসূত্র :

----

1. (1)चांद मुहम्मद ,का 5 साल कौन वापिस करेगा ?

(2) चांद मुहम्मद ,पर लगे आतंकवाद के आरोप को समाज से कौन खत्म करेगा ?

- https://tinyurl.com/2p8b7h96

2. बरेली के चाँद मोहम्मद को UP पुलिस ने आतंकवादी कहकर जेल में डाला। 5 साल बाद कोर्ट में चाँद मोहम्मद निर्दोष साबित हुए। बरेली पुलिस 2009 में कुछ जुआरियों की गिरफ्तारी करने गयी। पुलिस को देखते ही हड़बड़ी में वो लोग नदी में कूद गए।
- https://tinyurl.com/3mzs2b9m

3. Muslim Man accused of terrorism acquitted after six years in jail – https://tinyurl.com/msrrfeup

---

হৃদয়গ্রাহী সামরিক অভিযানের ভিডিও প্রকাশ করলো পাক -তালিবান

পাকিস্তান ভিত্তিক জনপ্রিয় ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী তেহরিক -ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি)। সম্প্রতি দলটির অফিসিয়াল উমর মিডিয়া কর্তৃক সাড়ে ৪ মিনিটের সামরিক অভিযানের একটি ভিডিও প্রকাশ করা হয়েছে।

নতুন এই ভিডিওটিতে পাকিস্তানের বিভিন্ন উপজাতীয় এলাকায় "টিটিপি "র বেশ কয়েকটি বীরত্বপূর্ণ অপারেশনের চিত্র দেখানো হয়েছে। যা পাক -তালিবানের শক্তি -সামর্থের ইঙ্গিত বহন করে। সেই সাথে পাকিস্তানে তালিবানরা দিন দিন আরও শক্তিশালী হয়ে উঠছেন বলেও বুঝা যাচ্ছে।

হৃদয়গ্রাহী (Battles are accelerated-1) ভিডিওটি এবং কিছু স্থিরচিত্র ডাউনলোড করুণ বা অনলাইনে দেখুন :

https://alfirdaws.org/2022/10/13/59915/

১২ই অক্টোবর, ২০২২

ব্রেকিং নিউজ || ১৫০ শত্রুসেনাকে হতাহত করে ৩টি ঘাঁটি ও ২টি শহর বিজয় আশ-শাবাবের

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ার বুলুবার্দি শহরের ৩টি সামরিক ঘাঁটিতে একযোগে ব্যাপক হামলা চালিয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এতে ১৫০ এর বেশি সৈন্য নিহত এবং আরও কয়েকগুণ বেশি সৈন্য আহত হয়েছে। সেই সাথে ঘাঁটিগুলি ও ২টি শহরের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন মুজাহিদগণ।

বিবরণ অনুযায়ী, আজ ১২ অক্টোবর ফজরের নামাজের পরপরই আশ-শাবাবের বিপুল সংখ্যক (৪০০) সৈন্য হিরান রাজ্যের বুলাবুর্দি জেলার উপকণ্ঠে জড়ো হয়। এসময় ভারী অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত আশ-শাবাব যোদ্ধারা জেলাটির ৩টি সেনা ক্যাম্প এবং বিদ্রোহের সাথে জড়িত গাদ্দারদের লক্ষ্য করে একযোগে আক্রমণ করেন।

এই তিনটি দুর্দান্ত অভিযান চালানো হয়েছে জেলাটির ইয়াসুমান শহরের দুটি সেনা শিবির এবং বির-ইয়াবাল এলাকায় অবস্থিত গাদ্দার সামরিক বাহিনীর আরেকটি শিবির লক্ষ্য করে। এদিন ভোরের আলো চতুর্দিকে পরিপূর্ণ ছড়িয়ে পড়ার আগেই মুজাহিদগণ একযোগে এই বীরত্বপূর্ণ অভিযানটি শুরু করেন। শাবাব মুজাহিদিন ব্যাপক ক্ষিপ্রতার সাথে আক্রমণটি মাত্র ৩০ মিনিটেই সমাপ্ত করেন, । স্থানীয় সূত্রমতে, এই অল্প সময়ের লড়াইয়েই শত্রুপক্ষের দেড়শতাধিক সেনা নিহত এবং আরও দু-শতাধিক সেনা সদস্য আহত হয়েছে।

এদিকে হারাকাতুশ শাবাবের সেনা কমান্ড প্রাথমিক এক বিবৃতিতে বলেছিল যে, একটি দুর্দান্ত যুদ্ধের পরে, আশ-শাবাব যোদ্ধারা ৩টি সামরিক ঘাঁটির নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন। যেখানে মুজাহিদগণ ইসলাম বিরোধী সেনাবাহিনীকে পদদলিত করতে সক্ষম হয়েছেন।

অপরদিকে আশ-শাবাব মুখপাত্র জানান, "আল্লাহর রহমতে, আশ-শাবাব বাহিনী আজ সকালে বুলাবার্দি জেলার উপকণ্ঠে ইয়াসুমান এবং বিরা-ইয়াবাল এলাকার তিনটি ঘাঁটিতে হামলা চালিয়েছেন। মহান রবের সাহায্যে এই অপারেশনগুলিতে আমাদের মুজাহিদ বাহিনী গুলিবর্ষণের মাধ্যমে শত্রুপক্ষের কমপক্ষে ১১৭ সৈন্যকে হত্যা করতে সক্ষম হয়েছেন। এই হামলায় নিহতদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সেনাই ছিলো তুর্কী প্রশিক্ষিত গরগর ফোর্সের সদস্য। আলহামদুলিল্লাহ, এই অভিযানে মুজাহিদগণ নিহত সেনাদের চাইতেও বেশি সংখ্যক সৈন্যকে গুরুতর আহত করেছেন।

মুখপাত্র শাইখ আবদুল আজিজ আবু মুস'আব (হাফি.) আরও যোগ করেন যে, এই সফল অভিযান শেষে মুজাহিদগণ ঘাঁটিগুলি থেকে অসংখ্য গনিমত পেয়েছেন। বিশেষ করে, সোমালি বাহিনীকে তুরস্কের দেওয়া অত্যাধুনিক সামরিক যান ও অস্ত্রও এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

স্থানীয় সূত্র জানায়, এই যুদ্ধে শাবাব মুজাহিদগণ সেনাবাহিনী থেকে ৯টি সাঁজোয়া যান সহ অসংখ্য অস্ত্র ও গোলাবারুদ ভর্তি বক্স গনিমত পেয়েছেন, যেগুলো এখন মুজাহিদের হাতে রয়েছে। এছাড়াও যুদ্ধের সময় তাঁরা গাদ্দার সামরিক বাহিনীর ৬টি গাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছেন। আর এই ঘাঁটিগুলি বিজয়ের

3

সাথে সাথে এলাকাগুলোও এখন আশ-শাবাব মুজাহিদিনের নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে, ।

ইয়াসুমান এবং বির-ইয়াবালে আজ যে লড়াইটি সংঘটিত হয়েছে, তা হিরান রাজ্যে আশ-শাবাবের শুরু করা বিজয় অভিযানের ধারাবাহিকতায় চালানো হয়েছে। এর আগে এই অভিযানের সূত্র ধরেই রাজ্যটির ছয়টি গুরত্বপূর্ণ জেলার নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন আশ-শাবাব মুজাহিদিন। আর নতুন করে উপরোক্ত দুটি শহর বিজয়ের মাধ্যমে বুলুবার্দি জেলা বিজয়ের দার উন্মুক্ত করেছেন আশ-শাবাবের বীর যোদ্ধারা।

মুসলিমদের মাটিতে পুতে বাড়িঘরে বুলডোজার চালানোর ঘোষণা দিলো হিন্দুত্ববাদী পুলিশ

কথিত নিরপেক্ষতা রক্ষার আড়ালে থাকা ভারতীয় হিন্দুত্ববাদী প্রশাসনের ভয়ঙ্কর চেহারা আবারো প্রকাশ পেয়েছে। একটি উগ্র হিন্দু সমাবেশে উপস্থিত ইউপি সন্ত্রাসী পুলিশ ঘোষণা দিয়েছে যে, মুসলিমদের মাটিতে পুতে দেওয়া হবে এবং তাদের বাড়িঘরে বুলডোজার চালানো হবে।

সোস্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা গেছে, উত্তরপ্রদেশের এক উগ্র পুলিশ অফিসার হিন্দু জনতার সমাবেশে ঘোষণা দিয়েছে, দুর্গা পূজার সমাবেশে যাদের ব্যাপারে ব্যাঘাত ঘটানোর অভিযোগ উঠেছে, সে সব মুসলিমদের মেরে মাটিতে পুতে দিবে এবং তাদের বাড়িঘর বুলডোজার দিয়ে ভেঙ্গে দিবে।

উত্তর প্রদেশের সুলতানপুরের বলদিরাই এলাকায় গত সোমবার ১০ অক্টোবর হিন্দুরা মুসলিমদের উপর হামলা চালানোর পরে, হিন্দুদের বিরুদ্ধে ব্যাবস্থা না নিয়ে উল্টো মুসলিমদেরকেই হুমকি দিয়েছে সেই উগ্র পুলিশ কর্মকর্তা।

ঘটনার সূত্রপাত হয় হিন্দুরা দুর্গাপূজা বিসর্জন দেওয়ার নামে একটি মসজিদের কাছে উচ্চ শব্দে গান বাজিয়ে মুসলিমদের উসকানি দিতে থাকলে। শত শত উগ্র হিন্দু মাথায় জাফরান ক্যাপ পরে এবং হাতে নাঙ্গা তলোয়ার নিয়ে ডিজে মিউজিকের সাথে নাচতে থাকে। মসজিদে আজান ও নামাজের সময় গানের সাউন্ড কমিয়ে দিতে বলায় উগ্র হিন্দুরা হিন্দুত্ববাদী পুলিশের উপস্থিতিতে মসজিদে ভাঙ্গচুর চালায়। অনেক মুসল্লি গুরুতর আহত হয়েছেন। পরে মসজিদে আগুন পর্যন্ত লাগিয়ে দেয় তারা।

মুসলিমদের উপর হামলার পরে একটি হিন্দুত্ববাদী সমাবেশে এ উগ্র পুলিশ অফিসার আবার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছে- যারা পূজায় ব্যাঘাত ঘটিয়েছে, সে সব মুসলিমদের মেরে মাটিতে পুতে দিবে এবং তাদের বাড়ি বুলডোজার দিয়ে ভেঙ্গে দিবে। ইতিমধ্যে ইউপি পুলিশ সুলতানপুর থানায় নথিভুক্ত একটি এফআইআর করেছে। সেই তালিকা ৫১ জন মুসললিমের নাম রয়েছে। এ ঘটনায় অন্তত ১০ জনকে আটক করা হয়েছে।

pic.twitter.com/xKETEntzOq

— Hashmimohsin (@Hashmimohsin2) October 12, 2022

3

মাত্র কয়েকদিন আগে গুজরাটে হিন্দু উৎসবে বাধা দেওয়ার অভিযোগে হিন্দুত্ববাদী পুলিশ কর্তৃক প্রকাশ্যে মুসলিমদের বেত্রাঘাতের একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছিল। মধ্যপ্রদেশেও একই ধরণের মিথ্যা অভিযোগে ৩ মুসলিমের বাড়ি ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। এখন আবার এলো পুলিশের এমন বক্তৃতা , মুসলিম গণহত্যা শুরু করতে এরা মুখিয়ে আছে বলেই মনে হচ্ছে।

যদিও হিন্দুদের পক্ষপাতিত্ব করা হিন্দুত্ববাদী প্রশাসনের নতুন কিছু নয়।
ইতিপূর্বেও যতবার মুসলিমদের উপর হামলা হয়েছে সবগুলোতেই পুলিশের নীরব , কিংবা কোন কোন ক্ষেত্রে অংশগ্রহণমূলক সরব ভূমিকা ছিল। হিন্দুত্ববাদী ভারতের পরিবেশ যে মুসলিম নিধনযজ্ঞ বাস্তবায়নে কতটা 'উপযুক্ত ' হয়ে উঠেছে , হিন্দু উগ্র সমাবেশে পুলিশের এমন হুমকি তারই প্রমাণ বহন করে।

তথ্যসূত্র :
----
1. “Send to graves, bulldoze houses”: UP cop swears action against people who disrupted puja rally- https://tinyurl.com/2addm9u3

2. Location : Sultanpur, Uttar Pradesh.A cop promised to Hindu crowd to punish those who disrupted the religious rally by "bury them in the soil" & "bulldozing their houses
- https://tinyurl.com/3rw7vrr7

3. UP cop swears action against people who disrupted puja rally-video link:
- https://tinyurl.com/ycket942

4. speakers. But the crowd refused. This sparked stone pelting and clashes.According to eyewitnesses from the Muslim community. The Hindu crowd brandishing swords and sticks baged inside, vandalised the mosque and set it to the fire .video link:
- https://tinyurl.com/48tcedvm

পাক-তালিবানের জোরদার হামলায় ৪৩ এর বেশি গাদ্দার সেনা সদস্য হতাহত

পাকিস্তান জুড়ে সম্প্রতি প্রতিরক্ষামূলক অভিযানে নিয়োজিত রয়েছেন দেশটির জনপ্রিয় ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী টিটিপি 'র বীর মুজাহিদগণ। ফলে চলতে মাসে এখন পর্যন্ত ৩৫ এরও বেশি গাদ্দার সেনা সদস্য নিহত এবং আহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

আঞ্চলিক সংবাদ সূত্র থেকে জানা গেছে , চলতি বছরের অক্টোবর মাসের শুরু থেকে ৯ অক্টোবর পর্যন্ত পাকিস্তানের বিভিন্ন শহরে টিটিপি ও গাদ্দার প্রশাসনের মাঝে ১৩টি হামলার ঘটনা ঘটেছে।

এসব অভিযানের মধ্যে সবচাইতে দীর্ঘতম লড়াইটি সংঘটিত হয় গত ৪ অক্টোবর রাতে এশার সময় , পেশওয়ারের মাতনো থানার সীমান্ত এলাকায়। লড়াইটি প্রায় ৩ ঘন্টা ধরে চলমান ছিলো। উক্ত এলাকায় দেশটির গাদ্দার সেনাবাহিনী ও এফসি কর্মীদের সমন্বয়ে গঠিত একটি কনভয়ের মুখোমুখি হয় টিটিপি 'র বীর যোদ্ধারা।

দীর্ঘ এই যুদ্ধের সময় টিটিপি 'র ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধাদের তীব্র হামলায় গাদ্দার সামরিক বাহিনীর ৪ সৈন্য এবং ২ এফসি সদস্য নিহত হয়। সেই সাথে উচ্চপদস্থ এক কর্মকর্তা সহ আরও ৬ এরও বেশি সেনা সদস্য গুরুতর আহত হয়েছে। বিপরীতে এই লড়াইয়ে টিটিপিরও দুইজন মুজাহিদ শহীদ হয়েছেন। ইন্নালিল্লা ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন।

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের মুজাহিদগণ তাদের দ্বিতীয় বীরত্বপূর্ণ অপারেশনটি চালান গত ২ অক্টোবর উত্তর ওয়াজিরিস্তানের 'স্পেন ওয়াম ' এলাকায়। ঐদিন রাত ১২টার দিকে টিটিপির বিরুদ্ধে অভিযানের উদ্দেশ্যে আসা একটি সামরিক কনভয়ে লক্ষ্য করে অতর্কিত হামলা চালান মুজাহিদগণ। যা ভোররাত পর্যন্ত চলতে থাকে। এই অভিযানের সময় মুজাহিদদের হাতে ৮ এরও বেশি গাদ্দার সৈন্য নিহত হয়। এছাড়াও আহত হয় আরও বহু সংখ্যক সেনা সদস্য।

অপরদিকে মুজাহিদদের সাথে গাদ্দার বাহিনীর তৃতীয় বড় লড়াইটি সংঘটিত হয় সিন্ধুর রাজধানী করাচির জঙ্গল গোথ এলাকায়। যেখানে গাদ্দার CTD বাহিনী এবং টিটিপি 'র বীর মুজাহিদদের মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ হয়। এই লড়াইয়ে টিটিপি 'র বীর যোদ্ধাদের হামলায় ৪ গাদ্দার নিহত এবং আরও কতক গাদ্দার সেনা সদস্য আহত হয়েছে। বিপরীতে তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানেরও ২ জন মুজাহিদ শহীদ হয়েছেন। اللهم تقبل شهادتهما

বীরত্বপূর্ণ এই অভিযানগুলো ছাড়াও গত ২ অক্টোবর থেকে ৯ অক্টোবর পর্যন্ত পাক-সামরিক বাহিনী ও প্রতিরোধ বাহিনী টিটিপির মাঝে আরও ১০টি লড়াইয়ের ঘটনা ঘটেছে। যাতে তেহরিক -ই-তালিবান পাকিস্তানের পাঁচজন মুজাহিদ শহীদ এবং অন্য তিনজন মুজাহিদ আহত হয়েছেন। বিপরীতে , মুজাহিদদের তীব্র হামলায় গাদ্দার পাকি -সামরিক বাহিনীর অন্তত ১৯ সেনা সদস্য নিহত এবং আহত হয়েছে।

প্রেমঘটিত কারণে আত্মহত্যা : সেক্যুলার শিক্ষা ও সমাজ ব্যবস্থার বলি আরও এক শিক্ষার্থী

বগুড়ার সারিয়াকান্দিতে ‘প্রেমিকার ’ ১৫ দিন পর আত্মহত্যা করেছে আবিদ হাসান নামে অষ্টম শ্রেণির এক ছাত্র। গতকাল মঙ্গলবার (১১ অক্টোবর) সে বিষপান করে আত্মহত্যা করে।

জানা যায় , সে স্থানীয় জোড়গাছা বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র। স্কুলে সেক্যুলার শিক্ষা ব্যবস্থায় ছেলেমেয়ে একত্রে পড়াশোনা করার সুযোগে একই স্কুলের ছাত্রী মোহনা আক্তারের সাথে অবৈধ প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠে তার। কিছুদিন আগে তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক টানাপোড়নে গত ২৬ সেপ্টেম্বর প্রেমিকা মোহনা আক্তার (১৪) একইভাবে আত্মহত্যা করে। আর গতকাল এলো প্রেমিক আবিদের আত্মহত্যার খবর।

এরকম ঘটনা শুধু এটিই নয়। স্কুল কলেজে মহামারি আকার ধারণ করেছে অবৈধ প্রেম ও প্রেমঘটিত আত্মহত্যা। এ বছরের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মাত্র ৯ মাসে আত্মহত্যা করেছে ৪০৪ জন শিক্ষার্থী। যা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশে শিক্ষার্থীদের চরিত্রের চরম অধপতনের বার্তাই বহন করছে। আর এসবের পিছনে রয়েছে সেক্যুলার শাসন ব্যবস্থা। যারা উম্মাহর ভবিষ্যত প্রজন্মকে ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত করছে।

এ ঘটনাগুলো যদি মাদ্রাসায় ঘটোতো, তাহলে এতোক্ষণে দালাল বুদ্ধিজীবী ও হলুদ মিডিয়া এ ঘটনাকে ফলাও করে প্রচার করতো। আর বলা হতো, 'এই আধুনিক যুগে এসেও মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী চৌদ্দশ বছরের পিছিয়ে পড়া শিক্ষা ব্যবস্থা আঁকড়ে ধরে আছে। মৌলবাদী গোষ্ঠী দেশের কোমল মতি শিশুদেরট মেধাকে পশ্চাদপদ ও ধ্বংস করে ফেলেছে। তারা জ্ঞান-বিজ্ঞানহীন বর্বর বিধায় মাদ্রাসায় আত্মহত্যা ও ধর্ষণের ঘটনা বেড়ে গেছে। সুতরাং সরকারের উচিত অবিলম্বে মাদ্রাসা বন্ধ করে দেয়া।'

কিন্তু এখন যেহেতু স্কুল-কলেজে এ ধরনের ঘটনা ঘটছে, এবং সেক্যুলার শিক্ষা ব্যবস্থায় এর জন্য দায়ী, পশ্চিমা ও হিন্দুত্ববাদের দালাল বুদ্ধিজীবীরা এখন আর কোন কথা বলবে না। দালাল মিডিও আর প্রচার করবেনা এসব ঘটনা।

ইসলামি চিন্তাবিদগন তাই অনেক বছর ধরেই হিন্দুত্ববাদী ও পশ্চিমা সেক্যুলার শিক্ষা ব্যবস্থাকে হটিয়ে শরিয়াহ ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা ফিরিয়া আনার সংগ্রামে আপামর মুসলিম জনসাধারণকে সচেতন ও শরীক করার আহব্বান জানিয়ে আসছেন।

তথ্যসূত্র:

১। ‘প্রেমিকার’ ১৫ দিন পর প্রাণ দিলো ‘প্রেমিক’ - https://tinyurl.com/mtfeappu

সরকারি আবাসিক স্কুলে আরএসএস-এর প্রশিক্ষণ শিবির

ভারত মানেই এখন হিন্দুত্ববাদ, আর হিন্দুত্ববাদ মানেই আরএসএস। ভারত, হিন্দুত্ববাদ আর আরএসএস এখন একাকার হয়ে গেছে। এই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ বা আরএসএস এবার রাজ্য সরকার-চালিত আবাসিক বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে প্রশিক্ষণ শিবিরের ব্যবস্থা করেছে।

কর্ণাটক আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সোসাইটি বা KREIS নামক একটি সরকার পরিচালিত সংস্থা তাদের নিয়ন্ত্রনাধিন 'মোরারজি দেশাই আবাসিক স্কুলে' প্রশিক্ষণ শিবির পরিচালনা করার জন্য আরএসএস-এর সাথে যুক্ত একটি সংস্থাকে অনুমতি দিয়েছে। সমাজকল্যাণ এবং অনগ্রসর শ্রেণীর কল্যাণ মন্ত্রী কোটা শ্রীনিবাস পূজারির সুপারিশের পর KREIS এই উদ্যোগ নেয়।

উত্তর কন্নড় জেলার শিরাসি তালুকের কাল্লিতে একটি ক্যাম্প ৭ অক্টোবর শুরু হয় এবং ১৫ অক্টোবর শেষ হবে। ৯ থেকে ১৭ অক্টোবর কোলার জেলার মুলবাগল তালুকের কুটন্দলাহল্লি গ্রামে আরেকটি শিবির পরিচালিত হচ্ছে।

3

সারা ভারতজুড়ে যেন মুসলিমনিধনের প্রশিক্ষণ নেওয়ার তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছে আরএসএস।

KREIS-এর নোটে বলা হয়েছে যে " হিন্দু বালক এবং যুবকরা" প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামে যোগ দিবে। কোলারে প্রচারিত একটি পৃথক নোটে আরএসএস জেলা বিভাগ বলেছে যে, অংশগ্রহণকারীদের এই প্রশিক্ষণ শিবিরের জন্য সম্পূর্ণ 'গণভেশা' (আরএসএস ইউনিফর্ম) এবং 'ডান্ডা' (স্টাফ) সহ আসা উচিত।

বিশ্লেষকগণ বলেছেন, হিন্দুত্ববাদীরা মুখে বলছে শরীর চর্চার জন্য প্রশিক্ষণ শিবিরের ব্যবস্থা করছে। কিন্তু তাদের অতীত ও সাম্প্রতিক কার্যক্রমে প্রমাণ করে যে, তারা মুসলিম গণহত্যার জন্যই হিন্দুদের প্রশিক্ষিত করে তুলছে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, যেখানে হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন শুধু অস্ত্র রাখার সন্দেহে মুসলিমদের নামে অস্ত্র মামলা দিয়ে আটক করছে, সেখানে হিন্দুরা প্রকাশ্যে অস্ত্রের প্রশিক্ষিণ নিচ্ছে, অস্ত্র নিয়ে মিছিল করে নাচানাচি করছে আর গণহত্যার শ্লোগান দিচ্ছে- এ ক্ষেত্রে হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন তাদের গ্রেফতার না করে উল্টো পাহারার ব্যাবস্থা করছে।

সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় উপমহাদেশে ইমান ও কুফরের সংঘাতকে তাই খুব দূরবর্তী বিষয় মনে করছেন না বিশ্লেষকরা।

তথ্যসূত্র:
----

1. RSS training camp in government residential schools raises eyebrows (The Hindu)
- https://tinyurl.com/563yvcdb

- https://tinyurl.com/4a9yp4z6

আল-ফিরদাউস নিউজ বুলেটিন || অক্টোবর ১ম সপ্তাহ, ২০২২ঈসায়ী

https://alfirdaws.org/2022/10/12/59877/

১১ই অক্টোবর, ২০২২

সামরিক ঘাঁটি বিজয় আশ-শাবাবের: হতাহত ৬০ গাদ্দার ও কুফ্ফার সেনা

3

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় ধারাবাহিক বিজয় অভিযান পরিচালনা করছেন আল-কায়দা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এতে নতুন এলাকা বিজয় ছাড়াও মুজাহিদদের হামলায় অসংখ্য গাদ্দার ও কুফ্ফার সৈন্য হতাহত হচ্ছে।

গত ১০ অক্টোবরও এধরণের একডজনের বেশি অপারেশন পরিচালনা করছেন হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন। এসব অভিযানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, মধ্য সোমালিয়ার হিরান রাজ্যের বোলোবার্দি শহরে পরিচালিত হামলা। যেখানে শহরের উপকন্ঠে গাদ্দার সোমালি সেনাবাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটিতে অতর্কিত আক্রমণ চালান মুজাহিদগণ। হামলাটি কয়েক ঘন্টা যাবত চলতে থাকে। ফলে গাদ্দার বাহিনীর কয়েক ডজন সৈন্য হতাহত হয়।

তবে স্থানীয় সূত্রগুলো প্রাথমিক রিপোর্টে জানায়, আশ-শাবাবের দুর্দান্ত এই অভিযানে গাদ্দার সোমালি সামরিক বাহিনীর অন্তত ৫ সেনা এবং এক কর্নেল সহ ৩ অফিসার নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরও ২০ এরও বেশি সৈন্য। অভিযান শেষে আশ-শাবাব যোদ্ধারা পুরো ঘাঁটির নিয়ন্ত্রণ নেন। এসময় ঘাঁটিতে প্রচুর সংখ্যক অস্ত্র ও গোলাবারুদ গনিমত পান মুজাহিদগণ।

এদিকে ঘাঁটিটি আশ-শাবাবের নিয়ন্ত্রণে আসার পর এটি উদ্ধারের জন্য ৪ বার হামলা চালায় সোমালি গাদ্দার সেনারা। তবে প্রতিটি আক্রমণই প্রতিহত করেন মুজাহিদগণ, এবং শত্রুসেনারা পরাজিত হয়ে ফিরে যায়। এসময়ও বহু সংখ্যক গাদ্দার সেনা নিহত এবং আহত হয়।

এদিন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন রাজধানী মোগাদিশুর বাল'আদ, হারুয়া এবং দ্বি-নালী শহরেও ৩টি পৃথক হামলা চালিয়েছেন। এতে অন্তত ২১ গাদ্দার সেনা সদস্য নিহত এবং আহত হয়েছে। সেই সাথে বুরুন্ডিয়ান বাহিনীরও ৩ সেনা নিহত এবং আরও ৫ সেনা আহত হয়েছে। এই অভিযানে ধ্বংস হয়েছে গাদ্দার বাহিনীর ২টি সাঁজোয়া ও ১টি গাড়ি।

বীরত্বপূর্ণ এই অভিযানগুলো ছাড়াও মুজাহিদগণ যুবা রাজ্যের রাসাঞ্জোনী শহরেও একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন। যাতে সোমালি সামরিক বাহিনীর অন্তত ৩ সেনা সদস্য নিহত এবং আরও ২ সদস্য আহত হয়েছে।

ভারতে ঈদে মিলাদুন্নাবী উদযাপনে প্রতীকী তলোয়ার রাখায় অস্ত্র মামলায় নাবালেগসহ ১৯ মুসলিম গ্রেফতার

হিন্দুত্ববাদী বিজেপি সন্ত্রাসীদের নীতি দিন দিন স্পষ্ট হচ্ছে। সমগ্র ভারতে তারা সব ধরণের সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। রাজধানী দিল্লীসহ অন্যান্য রাজ্যে মুসলিমদের উপর গণহত্যা চালানোর ঘোষণা দিচ্ছে। বিভিন্ন উৎসবের নামে অস্ত্র নিয়ে উসকানীমূলক গান বাজিয়ে মিছিল করছে।

হিন্দুত্ববাদী বিজেপির উগ্র কর্মকর্তারা ও সাধু সন্নাসীরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে একেরপর এক বিদ্বেষমূলক বক্তব্য দিয়েও ছাড় পেয়ে যাচ্ছে। হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন তাদের বিরুদ্ধে ব্যাবস্থা না নিয়ে উল্টো মুসলমানদের ওপর দমন-পীড়ন বাড়িয়েছে। এমনকি শান্তিপূর্ণভাবে

3

মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মদিন উদযাপন করতেও বাধা দিয়েছে।

শুধু তাই নয় ঈদে মিলাদুন্নাবী উদযাপনে প্রতীকী তলোয়ার রাখায় অস্ত্র মামলায় নাবালেগসহ ১৯ মুসলিম গ্রেফতার করেছে হিন্দুত্ববাদী পুলিশ।

অথচ, হিন্দুত্ববাদীরা ঈদে মিলাদুন্নাবী উদযাপনের মাত্র ৪ দিন আগেও উৎসবের নামে খোলা তলোয়ার ও অন্যান্য অস্ত্র নিয়ে উসকানীমূলক গান বাজিয়ে নাচানাচি করেছে। কিন্তু হিন্দুত্ববাদী পুলিশ তাদের কোন অস্ত্র মামলা দেয় নি। বরং হিন্দুত্ববাদী পুলিশের পাহারায় তারা মুসলিমদের মসজিদ ও ধর্মীয় বিভিন্ন স্থানে হামলা চালিয়েছে।

হিন্দুত্ববাদীদের অস্ত্র সন্ত্রাসের কিছু দৃশ্য।

তথ্যসূত্র :
----
1. 19 Muslim youths detained under arms act by Bengaluru police for brandishing swords & machetes during MiladunNabi event at Siddapura PS limits. Inquiry is going on Karnataka **-** https://tinyurl.com/3pf3pn46

2. Policies of BJP are becoming clear every day... The last of which is preventing them from celebrating the birth of the Prophet Muhammad in karnataka!
- https://tinyurl.com/27ajp87u

3. হিন্দুদের অস্ত্র মিছিল ভিডিও : **-** https://tinyurl.com/2p8havp5

জায়নিস্ট আগ্রাসন | দুই দিনে চার মুসলিম খুন , ফিলিস্তিনি বাড়িতে ভয়ঙ্কর অভিযান

ফিলিস্তিনে বর্বর সব অভিযান চালাচ্ছে দখলদার ইসরাইল। নিয়মিত এসব অভিযানে একদম কোণঠাসা এখন ফিলিস্তিনিরা। নির্ঘুম রাত পার করেও জান-মালের ক্ষতি থেকে বাঁচতে পারছেন না তাঁরা। এসব অভিযানে প্রতিদিনই সন্তানের লাশ দেখতে হচ্ছে ফিলিস্তিনি মা-বাবাদের।

এমনি একটি অভিযানের লোমহর্ষক ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। ভিডিওতে দেখা যায়, বন্দুকের নল তাক করে একে একে মুসলিমদের ঘরে প্রবেশ করছে ইহুদি সেনারা। লক্ষ্য- যুবকদের দেখা মাত্রই গুলি করে হত্যা করা। ঘরে প্রবেশ করে ফিলিস্তিনি যুবকদের সন্ধানে তন্ন তন্ন করে তল্লাশি চালায় ইহুদি সেনারা। এখানে কোন যুবককে খুঁজে না পেলেও অন্য জায়গায় অভিযান চালিয়ে ঠিকই চার ফিলিস্তিনিকে খুন করে সন্ত্রাসী ইহুদি সেনারা।

গত ৮ অক্টোবর জেনিন শরণার্থী ক্যাম্পে ইসরাইলি বাহিনীর অভিযানের সময় এই হামলার ঘটনা ঘটে। ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, হতাহতদের বয়স ১৭ বছরের কাছাকাছি। দখলদার বাহিনীর অভিযানে আরও অন্তত ১১ জন আহত হয়েছে। যাদের মধ্যে তিন জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ভোরের দিকে ইসরাইলি সেনারা ক্যাম্পে প্রবেশ করে এবং একটি বাড়ি ঘিরে ফেলে। পরে ঠান্ডা মাথায় তাদেরকে গুলি করে হত্যা করে।

উল্লেখ্য যে, ইসরাইলি আগ্রাসনে এ বছর এখন পর্যন্ত ১৬৪ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন।

তথ্যসূত্র :
----
1. ভিডিও লিংক **-** https://tinyurl.com/3tvfcccy

2. In less than 24 hours, the Israeli occupation forces have killed four Palestinian youths in the West Bank **-** https://tinyurl.com/2p8pzkmw

---

ইডেনের পূর্ব প্রবেশদ্বারে আল-কায়দার হামলা : হতাহত ৫০ এরও বেশি

স্থানীয় উপজাতি নেতাদের মধ্যস্থতায় গত কিছুদিন ধরেই ইয়েমেনের আবয়ান অঞ্চলে চলছিল যুদ্ধবিরতি। কিন্তু ইসলামের শত্রুরা তাদের চিরাচরিত অভ্যাসের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করে অঞ্চলটিতে হামলা চালায়। ফলে কয়েক সপ্তাহ পর আবয়ানে ফের ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী আল-কায়েদা ও আরব আমিরাত সমর্থিত গাদ্দার STC বাহিনীর মধ্যে তীব্র লড়াই শুরু হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রমতে, গত শনিবার সকালে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট জামা'আত আনসারুশ শরিয়াহ্ নিয়ন্ত্রণ মাহফাদ জেলায় হামলা চালিয়েছে আরব আমিরাত

সমর্থিত গাদ্দার বাহিনী। গাদ্দার বাহিনী দাবী করে যে, তারা কোন লড়াই ছাড়াই আল-কায়েদা নিয়ন্ত্রিত মাহফাদ জেলা কেন্দ্রের দখল নিয়েছে। আবার এটিকে আবয়ানে আল-কায়েদার সবচাইতে শক্তিশালী ঘাঁটি হিসাবেও বর্ণনা করে গাদ্দার বাহিনী।

এদিকে এই হামলার একদিন পরেই মাহফাদের কেন্দ্রীয় অঞ্চল থেকেই নতুন করে অভিযান চালাতে শুরু করেছে আল-কায়েদা। যা স্পষ্ট করে যে, জেলাটির কেন্দ্র এখনো আল-কায়েদার নিয়ন্ত্রণে আছে। আল-কায়েদা এদিন জেলাটির কেন্দ্রীয় এলাকার বাহিরেও ২টি হামলা চালিয়েছেন। যাতে গাদ্দার সামরিক বাহিনীর ৩টি গাড়ি ধ্বংস হয়েছে। সেই সাথে ২টি অপারেশনে ২৯ সেনা নিহত হয়েছে।

রিপোর্টে বলা হয় যে, হামলাগুলো মাহফাদ জেলায় প্রবেশের চেষ্টাকালে আরব আমিরাত সমর্থিত গাদ্দার বাহিনীকে টার্গেট করে চালানো হয়েছে।

একদিন পর অর্থাৎ গত ৯ অক্টোবর রবিবার, মুদিয়া জেলার ওয়াদি ওমরানে সংযুক্ত আরব আমিরাত-সমর্থিত "ট্রানজিশনাল" বাহিনীর সামরিক কনভয় লক্ষ্য করে ভারী হামলা চালান মুজাহিদগণ। জানা যায় যে, এই অভিযানে আনসারুশ শরিয়াহ্'র পাশাপাশি উপজাতিয় ইসলাহ পার্টিও অংশ নেয়। এসময় মুজাহিদগণ ও উপজাতিয় যোদ্ধারা যৌথভাবে গাদ্দার বাহিনীর উপর তীব্র হামলা চালান। ফলে গাদ্দার আরব আমিরাত সমর্থিত বাহিনী ওয়াদি ওমরানের সীমান্ত থেকে পালাতে বাধ্য হয়। সেই সাথে মুজাহিদগণ গাদ্দার বাহিনীকে এডেনের পূর্ব প্রবেশদ্বার থেকে আরও পিছনে পর্যন্ত পালিয়ে যেতে বাধ্য করেন।

স্থানীয় গণমাধ্যম সূত্র মতে, মুজাহিদদের বীরত্বপূর্ণ এই অভিযানে আরব আমিরাত সমর্থিত "ট্রানজিশনাল" ফোর্সের আরও ২৫ এরও বেশি সৈন্য নিহত এবং অসংখ্য সৈন্য আহত হয়েছে।

১০ই অক্টোবর, ২০২২

তাদের হাত কাটো, শিরশ্ছেদ করো’: মুসলিমদের উদ্দেশ্যে উগ্র হিন্দু নেতা

ভারতের রাজধানী দিল্লীতে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (ভিএইচপি) এক র্যালিতে সন্ত্রাসবাদী বক্তব্য দিয়েছে হিন্দু গুরু জুগেশ্বর আচার্য। সে হিন্দুদেরকে উসকানি দিয়েছে যেন তারা তাদের বিরোধীদের (মুসলিমদের) শিরশ্ছেদ করে এবং হাত কেটে দেয়।

আচার্য বলেছে, 'প্রয়োজনে তাদের হাত কেটে ফেলতে হবে, তাদের শিরশ্ছেদ করতে হবে। সর্বোচ্চ আপনি জেলে যাবেন। তবে এই বিষয়গুলো শিক্ষা দেওয়ার সময় এসেছে। এই লোকদের বেছে বেছে মারো।'

3

র্যালিতে অংশ নেওয়া আরেক সন্ত্রাসী হিন্দু নেতা মহন্ত নাওয়াল কিশোর দাস লোকদেরকে অস্ত্র হাতে তুলে নিতে বলেছে। হোক সেই অস্ত্র বৈধ কিংবা অবৈধ। এই হিন্দু নেতা মাইকে গর্জন করে হিন্দুদের উদ্দেশ্যে বলে, 'অস্ত্র তুলে নিন। লাইসেন্স করে নিন। যদি লাইসেন্স করতে না পারেন, তবে চিন্তার কিছু নেই। যারা আপনাদেরকে হত্যা করতে আসে, তাদের কি লাইসেন্স আছে? তবে আপনাদের কেন লাইসেন্সের প্রয়োজন হবে?'

সে আরও বলে, 'যদি আমরা সবাই এক হয়ে আসি, তবে দিল্লীর পুলিশ কমিশনারও আমাদেরকে চা খাওয়াবে, আর আমরা যা করতে চাই তাই করতে দেবে।' এই উগ্র বক্তব্যের পক্ষে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মুখপাত্র বিনোদ বংশালও সাফাই গায় এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে উসকানি দেয়।

হিন্দু পরিষদ এই র্যালির আয়োজন করেছে ২৫ বছর বয়সী এক হিন্দুর হত্যাকাণ্ডের প্রেক্ষিতে। তাদের অভিযোগ, মুসলিমরা এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। কিন্তু দিল্লী পুলিশ তাদের এমন অভিযোগের সত্যতা পায়নি। পুলিশ বলছে, নিহত মানিশের মোবাইল ফোন ছিনতাই হয়েছিল গত বছর। ঐ ঘটনায় করা মামলা উঠিয়ে নিতে চাপ প্রয়োগ করেছিল দুই ব্যক্তি। কিন্তু মানিশ মামলা উঠিয়ে নিতে অস্বীকার করায় তাকে হামলা করা হয়। পুলিশ মনে করে, হামলাকারীরা মানিশের বন্ধু ছিল।

এই ঘটনাতেই মুসলিম সম্প্রদায়কে জড়িয়ে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ নামের হিন্দু সংগঠনটি র্যালি করে। এর মাধ্যমে তারা আবারও প্রমাণ করলো যে, যেকোনো উপায়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ সৃষ্টি করে ভারতীয় মুসলিমদের উপর গণহত্যা চালানোর পরিস্থিতি তৈরি করাই তাদের লক্ষ্য।

তথ্যসূত্র:
----

1. Cut their hands, behead them: Hate speech at VHP's Delhi rally, Oct 9, 2022, India Today
– https://tinyurl.com/34rksx6x

তাদের হাত কাটো, শিরশ্ছেদ করো’: মুসলিমদের উদ্দেশ্যে উগ্র হিন্দু নেতা

ভারতের রাজধানী দিল্লীতে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (ভিএইচপি) এক র্যালিতে সন্ত্রাসবাদী বক্তব্য দিয়েছে হিন্দু গুরু জুগেশ্বর আচার্য। সে হিন্দুদেরকে উসকানি দিয়েছে যেন তারা তাদের বিরোধীদের (মুসলিমদের) শিরশ্ছেদ করে এবং হাত কেটে দেয়।

আচার্য বলেছে, 'প্রয়োজনে তাদের হাত কেটে ফেলতে হবে, তাদের শিরশ্ছেদ করতে হবে। সর্বোচ্চ আপনি জেলে যাবেন। তবে এই বিষয়গুলো শিক্ষা দেওয়ার সময় এসেছে। এই লোকদের বেছে বেছে মারো।'

র্যালিতে অংশ নেওয়া আরেক সন্ত্রাসী হিন্দু নেতা মহন্ত নাওয়াল কিশোর দাস লোকদেরকে অস্ত্র হাতে তুলে নিতে বলেছে। হোক সেই অস্ত্র বৈধ কিংবা অবৈধ। এই হিন্দু নেতা মাইকে গর্জন করে হিন্দুদের উদ্দেশ্যে বলে, 'অস্ত্র তুলে নিন। লাইসেন্স করে নিন। যদি লাইসেন্স করতে না পারেন, তবে

3

চিন্তার কিছু নেই। যারা আপনাদেরকে হত্যা করতে আসে, তাদের কি লাইসেন্স আছে? তবে আপনাদের কেন লাইসেন্সের প্রয়োজন হবে?'

সে আরও বলে, 'যদি আমরা সবাই এক হয়ে আসি, তবে দিল্লীর পুলিশ কমিশনারও আমাদেরকে চা খাওয়াবে, আর আমরা যা করতে চাই তাই করতে দেবে।' এই উগ্র বক্তব্যের পক্ষে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মুখপাত্র বিনোদ বংশালও সাফাই গায় এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে উসকানি দেয়।

হিন্দু পরিষদ এই র‍্যালির আয়োজন করেছে ২৫ বছর বয়সী এক হিন্দুর হত্যাকাণ্ডের প্রেক্ষিতে। তাদের অভিযোগ, মুসলিমরা এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। কিন্তু দিল্লী পুলিশ তাদের এমন অভিযোগের সত্যতা পায়নি। পুলিশ বলছে, নিহত মানিশের মোবাইল ফোন ছিনতাই হয়েছিল গত বছর। ঐ ঘটনায় করা মামলা উঠিয়ে নিতে চাপ প্রয়োগ করেছিল দুই ব্যক্তি। কিন্তু মানিশ মামলা উঠিয়ে নিতে অস্বীকার করায় তাকে হামলা করা হয়। পুলিশ মনে করে, হামলাকারীরা মানিশের বন্ধু ছিল।

এই ঘটনাতেই মুসলিম সম্প্রদায়কে জড়িয়ে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ নামের হিন্দু সংগঠনটি র‍্যালি করে। এর মাধ্যমে তারা আবারও প্রমাণ করলো যে, যেকোনো উপায়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ সৃষ্টি করে ভারতীয় মুসলিমদের উপর গণহত্যা চালানোর পরিস্থিতি তৈরি করাই তাদের লক্ষ্য।

তথ্যসূত্র:
----

1. Cut their hands, behead them: Hate speech at VHP's Delhi rally, Oct 9, 2022, India Today **–** https://tinyurl.com/34rksx6x

---

বোরকা পরে চুরি করে ধরা পড়লো তিন হিন্দু নারী

ভারতজুড়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে এক মহা লড়াই যেন শুরু হয়ে গেছে। কখনও সরাসরি হত্যা করে, কখনও বাড়ি গুড়িয়ে দিয়ে, আবার কখনও গণ-বয়কটের ডাক দিয়ে এই যুদ্ধ শুরু করেছে হিন্দুরা। সেই সাথে তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে ঘৃণা চর্চা অব্যাহত রেখেছে।

সম্প্রতি তিনজন বোরকাবৃত মহিলাকে চুরির দায়ে গ্রেফতার করে ভারতীয় পুলিশ। এরপর জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে জানা যায় যে, তারা আসলে হিন্দু। হিন্দু হয়েও মুসলিম নারীর বেশ ধরে চুরি করছে এরা। তাদেরকে মুসলিম নারীদের পোশাক পরে চুরি করার কারণ কী জিজ্ঞাসা করলেও কোনো সদুত্তর দেয়নি তারা।

The abuse of Muslims continues in India. Three Hindu women dressed as Muslim women were arrested for theft. This is a distortion of the image of Muslim women, that the government must deal with it firmly.

Is it an individual action or a systematic plan? Must be figured out. pic.twitter.com/kOcwg1IvkY

— د.عبدالله العمادي (@Abdulla_Alamadi) October 10, 2022

কলামিস্ট ও লেখক ড. আব্দুল্লাহ আল-আমাদি উল্লিখিত ঘটনার প্রেক্ষিতে বলেন, এই ধরনের ঘটনা কি ব্যক্তিগত উদ্যোগে সংঘটিত হচ্ছে নাকি পরিকল্পিতভাবে সংঘটিত হচ্ছে তা অবশ্যই বের করতে হবে। উল্লেখ্য সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া আরেকটি ভিডিওতে দেখা যায়, হিন্দু পুরুষরা বোরকা পরে নাচ-গান করছে। এভাবে মুশরিক হিন্দুরা মুসলিম মহিলাদের পর্দার পোশাককে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে যাচ্ছে।

গণমাধ্যমে হারাকাতুশ শাবাবের যেকোন প্রচারণা নিষিদ্ধ করলো পতনোন্মুখ সোমালি গাদ্দার সরকার

সম্প্রতি হারাকাতুশ শাবাবের খবর প্রচার করে এমন সব গণমাধ্যম সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে ক্র্যাকডাউন ঘোষণা করেছে সোমালিয়ার গাদ্দার সরকার। এমনকি হারাকাতুশ শাবাবের খবর প্রচার করা সাংবাদিকদেরও শাস্তি দেওয়া হবে বলে সতর্ক করেছে পশ্চিমাদের দালাল এই সোমালি গাদ্দার প্রশাসন।

পশ্চিমা ও তুর্কিদের সহায়তায় এই গাদ্দার সরকার হারাকাতুশ শাবাবের বিরুদ্ধে আগ্রাসী অভিযান শুরু করেছিল, যা ইতিমধ্যেি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। হিরান রাজ্যে গত সেপ্টেম্বর মাশের শুরুতে দালাল সরকারি বাহিনী ও আফ্রিকান ক্রুসেডাররা মার্কিনী ও তুর্কি বিমান হামলার সহায়তায় কিছু এলাকা আশ-শাবাবের কাছ থেকে দখল করে নিয়েছিল। তবে সেপ্টেম্বর মাসের শেষ নাগাদ সেই প্রত্যেকটি এলাকা পুনর্দখলের পাশাপাশি আশ-শাবাব মুজাহিদিন হিরান রাজ্যের নতুন অনেক শহর-অঞ্চল দখল করে নিয়েছেন। এর মাধ্যমে তাঁরা রাজধানী মোগাদিশুকে একরকম অবরুদ্ধ করে ফেলেছে।

আর ঠিক এমন সময়ই গাদ্দার সোমালি প্রশাসন হারাকাতুশ-শাবাবের যেকোনো সংবাদ প্রচারে নিসেধাজ্ঞা জারি করেছে, যখন উম্মাহর বীর মুজাহিদিন রাজধানী সহ গোটা সোমালিয়া বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে। পাশের দেশ ইথিওপিয়াতেও আশ-শাবাব মুজাহিদিনের একেরপর এক অভিযানে গত সপ্তাহেই কমপক্ষে কয়েকশত শত্রুসেনা নিহত হয়েছে।

হারাকাতুশ শাবাবের ব্যপারে প্রচার কাজ বন্ধে সোমালিয়ার তথ্য, সংস্কৃতি ও পর্যটন উপমন্ত্রী আব্দিরহমান ইউসুফ শনিবার বলেছে, "আমি সোমালি মিডিয়া এবং সমস্ত সোমালি সাধারণ জনগণকে জানাচ্ছি যে, এখন থেকে আমরা হারাকাতুশ শাবাব সম্পর্কিত সমস্ত প্রচার কাজ, তাদের কর্মকাণ্ড এবং তাদের মতাদর্শ এই সবকিছুকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করব।"

সে সাংবাদিকদের আরও বলে, "সোমালি সরকার ইসলামী মতাদর্শ এবং হারাকাতুশ শাবাবের ভীতি-প্রদর্শনমূলক সব ধরনের প্রচার কাজ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করছে।"

গাদ্দার সোমালি সরকার এরই মধ্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিভিন্ন ইসলামী মতাদর্শীদের আইডির বিরুদ্ধে সাইবার অভিযান শুরু করেছে এবং ফেসবুক ও টুইটার থেকে ৪০টিরও বেশি আইডি স্থগিত করেছে।

3

উল্লেখ্য যে, হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন গত কয়েকদিনের মধ্যে মধ্যে বেশ কয়েকটি বড় অভিযান পরিচালনা করেছেন সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুতে। উক্ত অপারেশগুলোতে হতাহত হয়েছে শতাধিক ক্রুসেডার ও গাদ্দার শত্রুসেনা।

বিশ্লেষকরা বলছেন, গাদ্দার সোমালি সরকারের পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে যাচ্ছে দেখেই মূলত এই শেষ ব্যর্থ চেষ্টা করছে তারা।

তথ্যসূত্র:
----

1. Somalia orders media not to publish al-Shabab ‘propaganda’
- https://tinyurl.com/kr5zjz6a

গণহত্যার প্রস্তুতি || মুসলিমদের সম্পূর্ণ বয়কট ও গণহত্যার আহ্বান

পশ্চিম দিল্লীর বিজেপি সাংসদ উগ্রবাদী পারভেশ ভার্মা গতকাল ৯ অক্টোবর এক সমাবেশে মুসলিম বিদ্বেষী ঘৃণাত্মক বক্তৃতা দিয়েছে। সে হিন্দুদেরকে মুসলমানদের সম্পূর্ণ বয়কটের আহ্বান জানিয়েছে৷

৯ অক্টোবর রবিবার সোস্যাল প্রকাশিত ভিটিওতে দেখা গেছে, ভারতের জাতীয় রাজধানী দিল্লীর 'বিরাট হিন্দু সভায়' ভাষণের সময় সে বলছে, মুসলিমদের সম্পূর্ণ বয়কট করতে হবে। পরে সে উপস্থিত হিন্দুদের দু হাত উপরে তুলে মুসলিমদের বয়কট করার প্রতিশ্রুতি নেয়।

একই সমাবেশে আরেক হিন্দুত্ববাদী নেতা বলেছে, "শোন, ভারতে একটা মসজিদ-মাদ্রাসাও থাকতে দেব না। মুসলিমদের ঘাড় উড়িয়ে দেওয়ার সাহস আছে আমাদের।"

৯ অক্টোবর প্রকাশিত আরেকটি ভিটিওতে দেখা গেছে, বিজেপি বিধায়ক উগ্র নন্দ কিশোর গুজ্জর প্রকাশ্যে দিল্লীর গণহত্যায় নিজের অংশগ্রহণের কথা স্বীকার করেছে। এবং মুসলিম গণহত্যায় অন্যদেকে উৎসাহিত করছে।

ভারতের কথিত বিচার ব্যাবস্থা যদি তাদের বিরুদ্ধে সঠিক কোনো ব্যবস্থা নিত, তাহলে কখনোই তারা অন্যদের গণহত্যা চালাতে উৎসাহ দিতে সাহস করতো না বলেই মনে করেন বিশ্লেষকগণ। কিন্তু হিন্দুত্ববাদী বিচার ব্যাবস্থা কখনোই তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে মুসলিমদের পক্ষে কথা বলেনি, বলবেও না। এটাই ভারতীয় উপমহাদেশের বাস্তবতা।

হিন্দুত্ববাদী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সরকারের শীর্ষ নেতারা প্রকাশ্য দিবালোকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে এমন অর্থনৈতিক বয়কটও গণহত্যার আহ্বান করলেও, দালাল মিডিয়াগুলো এব্যাপারে কথা বলেনি। বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের দাবিদার হিন্দুত্বববাদীরা প্রকাশ্যে মুসলমানদের বয়কটের আহ্বান জানানোর পরও মানবতার ফেরিওয়ালা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় নীরব হয়ে আছে।

3

উল্লেখ্য, ২০২০ সালের দিল্লি গণহত্যার আগে হিন্দুদের উসকে দেওয়ার জন্য উগ্র ভার্মা মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষমূলক বক্তব্য দিয়েছিল। যে পগরমে অর্ধশতাধিক মুসলিম খুন হয়েছেন। আহত ও ভিটেবাড়ি হারিয়েছেন অগণিত মুসলিম।

তথ্যসূত্র:
----

1. Parvesh Verma, BJP Member of parliament from West Delhi delivers hate speech, calls for complete boycott of Muslims. - https://tinyurl.com/2s48hxj9

2. VIDEO LINK:- https://tinyurl.com/mpb2fd9z

3. BJP MLA Nand Kishore Gujjar openly admits his participation in Delhi mass violence! Would BJP dare to take any action on him? - https://tinyurl.com/2a6yk4u3

4. सुनिए: एक भी मस्जिद-मदरसे नहीं रहने दूंगा, गर्दन उड़ाने की हिम्मत रखता हूं

- https://tinyurl.com/23ycx377

সন্ত্রাসী আরাকান আর্মি কর্তৃক শিক্ষিত রোহিঙ্গাকে গুলি করে হত্যা

আরকানে এক শিক্ষিত রোহিঙ্গা মুসলিমকে হত্যা করা হয়েছে। গত৮ অক্টোবর সকালে বুথিডং এলাকার গুদাম পাড়ায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত ব্যাক্তির নাম শফিকুল ইসলাম (৫৫)। রোহিঙ্গা গ্রামবাসী নিশ্চিত করে জানিয়েছেন যে, সন্ত্রাসী আরাকান আর্মির সৈন্যরা তাঁকে কোন কারণ ছাড়াই গুলি করে হত্যা করে।

আরাকানের বৌদ্ধ সন্ত্রাসী গোষ্ঠী আরকান আর্মি এখন নতুন করে রোহিঙ্গাদের জন্য আতঙ্ক সৃষ্টি করছে। মুসলিমদের থেকে জোরপূর্বক চাঁদা আদায়, নারীদের ধর্ষণ ও হত্যাকান্ড এখন তাদের জন্য নিয়মিত ঘটনা। গত ১ অক্টোবর দু'জন রোহিঙ্গা নারীকে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গণধর্ষণ করে আরাকান আর্মি। আর এখন জানা যাচ্ছে রোহিঙ্গাদের টার্গেটকৃত হত্যাকান্ডের খবর।

এছাড়াও সন্ত্রাসী আরাকান আর্মি ও মিয়ানমার সামরিক জান্তা উভয়ই বিস্তীর্ণ খালি ভূমি বাদ দিয়ে শুধুমাত্র রোহিঙ্গা এলাকাকেন্দ্রিক লড়াই করছে। ফলে রোহিঙ্গারা পড়েছেন চরম ঝুঁকিতে; আবার বাধ্য হয়ে এলাকা ছাড়তে চেষ্টা করলেও উভয় সন্ত্রাসী বাহিনী কর্তৃক হত্যা বা গ্রেফতারের শিকার হচ্ছেন রোহিঙ্গা মুসলিমরা।

ইসলামি চিন্তাবিদগণের অনেকেই বিষয়টিকে উভয় বাহিনীর ষড়যন্ত্ররের অংশ মনে করছেন। তাছাড়া আরকান আর্মি ও সামরিক জান্তা দু'পক্ষই যেহেতু বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী, তাই তাদের নিজেদের মধ্যে লড়াই থাকলেও ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষের ক্ষেত্রে মনমানসিকতা এক বলেই মনে করা হচ্ছে।

3

দালাল মিডিয়া খুব জোরেশোরেই প্রচার করছিলো যে, সন্ত্রাসী আরাকান আর্মি নাকি রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন নিশ্চিত করবে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে সন্ত্রাসী আরাকান আর্মি নিয়মতান্ত্রিকভাবে রোহিঙ্গাদের নিপিড়ণ করছে, নারীদের ধর্ষণ করছে, শিক্ষিত পুরুষদের টার্গেট করে হত্যা করছে। এ থেকে বুঝা যাচ্ছে আরাকান আর্মি কিংবা সামরিক জান্তা কারো কাছেই নিরাপদ নয় রোহিঙ্গারা।

তথ্যসূত্র:
----

1. This morning, a Rohingya, Saya U Shafikul Islam, 55, was shot dead in Guda Pyin (Gudam Fara) village, Buthidaung Township. Many villagers said the Arakan Army troops shot him to death - https://tinyurl.com/52w3n4cj

০৯ই অক্টোবর, ২০২২

সোমালিয়া জুড়ে আশ-শাবাবের ব্যাপক হামলা অব্যাহত: হতাহত ৩১ এরও বেশি গাদ্দার-ক্রুসেডার

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় প্রতিনিয়ত দুর্দান্ত সব সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এতে সোমালি গাদ্দার সেনারা ছাড়াও দখলদার ক্রুসেডার বাহিনীরও বহু সংখ্যক সৈন্য নিহত এবং আহত হচ্ছে।

গত ৮ অক্টোবর শনিবার এমনই বীরত্বপূর্ণ বেশ কিছু অভিযান চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন। যার ৪ টিতেই ৩১ এর বেশি ক্রুসেডার ও গাদ্দার সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

এসব অভিযানের মধ্যে রয়েছে, দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলিয় পুন্টল্যান্ডের বারি অঞ্চলে মুজাহিদদের পরিচালিত হামলা। যেখানে স্বায়ত্তশাসিত পুন্টল্যান্ড প্রশাসনের সামরিক বাহিনীর একটি কনভয় লক্ষ্য করে হামলা চালান মুজাহিদগণ।

রাজ্যটির বোসাসো শহরের কাছে সামরিক বাহিনীকে লক্ষ্য করে মুজাহিদদের পরিচালিত এই হামলায় অন্তত ৫ সেনা নিহত এবং আরও ৫ সেনা আহত হয়েছে। এসময় সামরিক বাহিনীর ২টি সাঁজোয়া যানও ধ্বংস হয়েছে।

এদিন সোমালিয়া এবং ইথিওপিয়ার মধ্যে কৃত্রিম সীমান্ত শহর বারীতেও একটি সফল হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। যা দখলদার ইথিওপিয়ান বাহিনীর একটি সামরিক কনভয় টার্গেট করে চালানো হয়েছিল। যেখানে মুজাহিদদের পরিচালিত দুটি বিস্ফোরণে দখলদার ইথিওপিয়ান বাহিনীর ৯ এরও বেশি সৈন্য নিহত হয়। আহত হয়েছে আরও বিপুল সংখ্যক সৈন্য। এসময় ক্রুসেডারদের একটি সামরিক যান এবং একটি অ্যাম্বুলেন্স ধ্বংস করেন মুজাহিদগণ।

3

এমনিভাবে রাজধানী মোগাদিশু আফজাউয়ী শহরের একটি সামরিক ঘাঁটিতেও এদিন বীরত্বপূর্ণ হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট শাবাব মুজাহিদিন। ঘাঁটিটিতে মুজাহিদগণ ভারী অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে অতর্কিত হামলা চালান। যার ফলশ্রুতিতে আফজাউয়ী শহরের ডেপুটি মেয়র "মাহদি আহমেদ আদানি" সহ সরকারী মিলিশিয়াদের ৭ সদস্য নিহত হয়। এছাড়াও এই অভিযানে শত্রুবাহিনীর অস্ত্র বোঝাই একটি সামরিক যান সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস এবং গোলাগুলিতে আরেকটি সামরিক যান ও একটি অ্যাম্বুলেন্স ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন বীরত্বপূর্ণ অপর হামলাটি চালান দক্ষিণ সোমালিয়ার শাবেলি রাজ্যে। সূত্র মতে রাজ্যটির বারাউই শহরের উপকূলীয় এলাকায় মুজাহিদদের অতর্কিত এই হামলায় উগান্ডার ৫ সেনা নিহত এবং আহত হয়েছে।

হিন্দুত্ববাদী বিএসএফের সীমান্ত সন্ত্রাস: এক দিনে দুই বাংলাদেশি মুসলিম খুন

বাংলাদেশের পশ্চিম সীমান্তে সাতক্ষীরা এবং চুয়াডাঙ্গায় দুই বাংলাদেশিকে গুলি করে হত্যা করেছে ভারতীয় সীমান্ত সন্ত্রাসী বাহিনী (বিএসএফ)। খুন হওয়া বাংলাদেশি মুসলিমরা হলেন-মোহাম্মদ হাসানুর রহমান ওরফে মান্দুলি (২৫) এবং মোহাম্মদ মুনতাজ হোসেন (৪০)।

সীমান্তে একেরপর এক বাংলাদেশি মুসলিমকে খুন করে চলেছে হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী বাহিনী বিএসএফ। বার বার হত্যা বন্ধের কথা দিয়েও কথা রাখে না এই বর্বর বাহিনী।

আজ (৯ অক্টোবর) ভোরে বড় বলদিয়া সীমান্তের অদূরে মুনতাজকে গুলি করে খুন করে। খুনের বিষয়টি ধামাচাপা দিতে বিএসএফের সদস্যরা মরদেহ নিয়ে যায়।

আজ ভোরেই সাতক্ষীরা সদর উপজেলার কালিয়ানি সীমান্তের বিপরীতে ভারতের দুবলী এলাকায় বিএসএফের গুলিতে খুন হন মোহাম্মদ হাসানুর রহমান ওরফে মান্দুলি।

স্থানীয় গ্রামবাসীরা জানান, হাছানুর ভোরে ভারতের ১৫৩ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের দুবলী সীমান্ত এলাকায় গেলে বিএসএফ সদস্যরা তাকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। গুলি তার পেটে লাগে। ভোর ৬টার দিকে তার সঙ্গীরা তাকে উদ্ধার করে সাতক্ষীরা সদর হাসপাতালে ভর্তি করে। অবস্থার অবনতি হলে খুলনায় নিয়ে যাওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়।

উল্লেখ্য, যুদ্ধ ব্যতীত দু'দেশের সীমান্তে পৃথিবীর কোথাও এমন হত্যাকাণ্ডের নজীর নেই। কিন্তু বাংলাদেশে হিন্দুত্ববাদীদের দালাল প্রশাসনের নমনীয়তার কারণে লাশের মিছিল শুধু বেড়েই চলেছে। তারা তাদের হিন্দুত্ববাদী প্রভুদের খুশি রেখে মুসলিমদের লাশের উপর নির্মিত মসনদ টিকিয়ে রাখতে সদা তৎপর।

তথ্যসূত্র:
----

1. A Bangladeshi businessman was killed in firing by the Indian Border

3

Guard Force (#BSF) at the Chuadanga border. - https://tinyurl.com/4p99nh5t

- https://tinyurl.com/f6zdk4mu

ইহুদি আগ্রাসনে কমছে বসতি, অনেক ফিলিস্তিনি গোরস্থানে

ফিলিস্তিনের গাজায় একদিকে বাড়ছে গৃহহীনদের সংখ্যা, অন্যদিকে কমছে বসতি স্থাপনের জমি। ফলে গোরস্থানে থাকতে বাধ্য হচ্ছেন অনেক ফিলিস্তিনি মুসলিম, সেখানে মানবেতর জীবনযাপন করছেন তারা। জমির অভাবে নতুন করে কোনো কবরস্থানও তৈরি করতে পারছে না কর্তৃপক্ষ। পুরনো কবর ভেঙে সেখানেই দাফন সম্পন্ন করা হচ্ছে। এক পাশে সারি সারি কবর আরেক পাশে কোনো রকমে মাথা গোঁজার ঠাঁই করে চলছে জীবনযাপন। গাজার রাদওয়ান গোরস্থানে দেখা যায় এ দৃশ্য।

কবরস্থানে আশ্রয় নেয়া এক নারী বললেন, লাশগুলো যদি কথা বলতে পারতো, তাহলে হয়তো আমাদের রাগ করে এখান থেকে সরে যেতে বলতো। ভেবে দেখুন তো, সারি সারি কবরের পাশে আমরা থাকছি, খাচ্ছি, গোসল করছি। কী কঠিন জীবন আমরা পার করছি, সেটা আল্লাহই জানেন।

ইসরায়েলি আগ্রাসনে অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় প্রতিনিয়তই ফিলিস্তিনিদের উচ্ছেদ করে দখল করা হচ্ছে নতুন নতুন এলাকা। ফলে গাজা শহরে ফিলিস্তিনিদের জন্য নতুন করে বসতি গড়ার মতো কোনো জমি পাওয়া যাচ্ছেনা। বর্তমানে উপত্যকায় বসবাস করেন ২০ লাখের বেশি ফিলিস্তিনি। ফলে বাড়ছে গৃহহীনের সংখ্যা। অন্যদিকে সংকট দেখা দিয়েছে কবরস্থানগুলোতেও।

গাজার কবরস্থান বিষয়ক সমন্বয়ক মাজেন আল নাজ্জার বলেন, অনেকগুলো কবরস্থানে আর কোনো জায়গা নেই নতুন করে কবর দেয়ার। পুরনো কবর ভেঙে সেখানেই নতুন কবর তৈরি করা হচ্ছে। আবার অনেক কবরস্থানে আশ্রয় নিচ্ছে গৃহহীন মানুষ। সব মিলিয়ে খুবই কঠিন পরিস্থিতিতে রয়েছেন গাজাবাসী।

উড়ে এসে জুড়ে বসা ইহুদিরা নিয়মিত ফিলিস্তিনি ভূমি দখল ও মুসলিমদের বাড়িঘর ধ্বংস করে দেয়ার পরও মুসলিম বিশ্ব নিরব ভূমিকা পালন করছে। ফলে ইহুদিরা ফিলিস্তিনে আরও বেশি আগ্রাসন চালিয়ে যাচ্ছে। ফলাফল, গাজার মুসলিমরা এখন কবরস্থানে থাকতে বাধ্য হচ্ছেন।

অন্যদিকে পশ্চিম তীরের অবস্থা এখন আরও খারাপ। প্রতিদিনই সেখানে গুম, খুন, গ্রেফতার ও বাড়িঘর গুড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। বিশ্ব মুসলিম যদি এখনই ইসরাইলের বিরোদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে না তুলে, তাহলে ফিলিস্তিনি মুসলিমদেরকে আরও খারাপ পরিণতি ভোগ করতে হবে বলে হয়তো।

তথ্যসূত্র:

১। কমছে বসতি জমি, অনেক ফিলিস্তিনি থাকছেন গোরস্থানে - https://tinyurl.com/yvde4p3x

3

গর্ভবতীসহ ২ রোহিঙ্গা নারীকে গণধর্ষণ করলো সন্ত্রাসী আরাকান আর্মি

আরাকানে দুই রোহিঙ্গা গর্ভবতী নারীকে গণধর্ষণ করেছে সন্ত্রাসী আরাকান আর্মি। উত্তর বুদিডং এলাকার কিয়াং তাউং ও ফুজুন চাউং গ্রামে আরাকান আর্মির সৈন্যরা চড়াও হয়ে রোহিঙ্গা নারীদের ধর্ষণ করে। ধর্ষণের শিকার নারীদের শারীরিক অবস্থা বর্তমানে গুরুতর বলে জানা গেছে।

জানা যায়, রোহিঙ্গা দুটি গ্রামে আনুমানিক রাত ৮টার দিকে হানা দেয় সন্ত্রাসী আরাকান আর্মির সদস্যরা। মুসলিম বাড়িগুলোতে প্রবেশ করে অস্ত্রের মুখে বাড়িতে অবস্থানকারী পুরুষদের করে বের করে নূর ফাতেমাকে নামক ৩৮ বছর বয়সী এক নারীক ও একই নামের ৩৫ বছর বয়সী গর্ভবতী আরেক নারীকে অন্য বাড়ি থেকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গণধর্ষণ করে সেনারা।

পরিবারের এক সদস্য জানায়, রাত ৮টার দিকে আরাকান আর্মির (এএ) ৬ সৈন্য গ্রামে প্রবেশ করে নারীদের টেনে নিয়ে তাদেরকে ধর্ষণ করে এবং কাউকে না বলার জন্য হুমকি দেয়।

গ্রামবাসীদের একজন এ বিষয়ে আরাকান আর্মির এক অফিসারের কাছে ধর্ষণের অভিযোগ দিলেও এখন পর্যন্ত কোন ধরনের সাড়া পাওয়া যায়নি। বরং তারা এখন খুব চিন্তিত যে, সন্ত্রাসী আরাকান আর্মি আবারও এসে নারীদেরে ওপর নৃশংসতা চালাতে এবং রোহিঙ্গা মুসলিমদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দিতে পারে।

দালাল মিডিয়ায় সন্ত্রাসী আরাকান আর্মি রোহিঙ্গাদের পক্ষে কাজ করার এবং রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নেবার নকথা বললেও, বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। ২০১২ ও ২০১৭ সালে সামরিক জান্তা কর্তৃক রোহিঙ্গা গণহত্যা ও দেশত্যাগের পেছনেও এই উগ্র বৌদ্ধগোষ্ঠী আরাকান আর্মির ভূমিকা রয়েছে বলে জানা যায়।

তথ্যসূত্র:
1. AA (Arakan Army) gang raped two Rohingyas women in northern Buthidaung in Myanmar
- https://tinyurl.com/yrrf4ax8

আশ-শাবাবের হামলায় সোমালি ইন্টেলিজেন্স ফোর্সের ৩৮ সেনা নিহত

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় গত ৭ অক্টোবর ২টি পৃথক হামলা চালিয়েছে ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। যেগুলো দেশটির স্পেশাল পুলিশ ফোর্স এবং ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড সিকিউরিটি ফোর্সের উপর চালানো হয়েছে বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্রমতে, গত ৭ অক্টোবর সোমালিয়া জুড়ে বেশ কিছু বীরত্বপূর্ণ অপারেশন পরিচালনা করছে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন। যার মধ্যে উল্লেখ যোগ্য ২টি অপারেশনই চালানো হয়েছে রাজধানী মোগাদিশুতে।

3

এদিন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন, সবচাইতে বীরত্বপূর্ণ অপারেশনটি পরিচালনা করেন রাজধানী মোগাদিশুর মুরিয়ালি এলাকায়। যেখানে পশ্চিমা সমর্থিত সোমালি সোমালি স্পেশাল পুলিশ ফোর্সেস এবং ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড সিকিউরিটি ফোর্সের সদস্যদের অবস্থান লক্ষ্য করে অতর্কিত হামলা চালান মুজাহিদগণ। এতে হার্শাবেলি প্রশাসনের বিশেষ পুলিশের কমান্ডার "মোস্তফা সালাদ" এবং বাল'আদ শহরের পুলিশ প্রধান "মোহাম্মদ ইব্রাহিম" সহ অন্তত ২২ গাদ্দার নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরও ৬ সদস্য। এসময় মুজাহিদদের ভয়ে ৭ সেনা সদস্য নদীতে ঝাপ দেয়। আর সেখানেই তারা মারা যায়।

বীরত্বপূর্ণ এই অভিযানের মধ্য দিয়ে মুজাহিদগণ মুরিয়ালি এলাকার সামরিক ঘাঁটির নিয়ন্ত্রণ নেন। যেখানে মুজাহিদগণ অসংখ্য অস্ত্র ও গোলাবারুদ গনিমত লাভ করেন।

এদিন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন তাদের দ্বিতীয় সফল অভিযানটি পরিচালনা করেন রাজধানী মোগাদিশুর আফজাউয়ী শহরে। যেখানে গাদ্দার সামরিক বাহিনীর একটি ঘাঁটি লক্ষ্য করে তীব্র হামলা চালান হারাকাতুশ শাবাব যোদ্ধারা। এতে ঘাঁটির অনেকাংশ ধ্বসে যায়। সেই সাথে ১৩ এরও বেশি গাদ্দার সৈন্য নিহত এবং আহত হয়।

০৮ই অক্টোবর, ২০২২

ব্রেকিং নিউজ || উইঘুর মুসলিম "গণহত্যার পক্ষে" বিশ্বের কথিত মুসলিম দেশের শাসকগণ

উইঘুর মুসলিমদের গণহত্যা নিয়ে জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলের প্রস্তাব করা একটি বিতর্কে যোগদান করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে বিশ্বের কথিত মুসলিম দেশগুলো। ৪৭ সদস্যের সেই মানবাধিকার কাউন্সিলে ১৯-১৭ ভোটে খসড়া সিদ্ধান্ত নামে পরিচিত এই "প্রস্তাবটিকে" পরাজিত করেছে চীন ও তার কথিত মুসলিম দেশের মিত্ররা। এছাড়াও উক্ত কাউন্সিলের ১১ টি সদস্য দেশ সেই বিতর্ক প্রস্তাবে ভোট দেওয়া থেকে বিরত থেকেছে, যাদের মধ্যেও রয়েছে কয়েকটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ।

যে ১৯ টি সদস্য দেশ উইঘুরদের পক্ষে প্রস্তাবিত সেই বিতর্কে যোগদানে অস্বীকৃতি জানিয়েছে, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলো হলো- ইন্দোনেশিয়া, কাজাখস্তান, মৌরিতানিয়া, পাকিস্তান, কাতার, সেনেগাল, সুদান, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং উজবেকিস্তান।

এছাড়া ভোটদানে বিরত থাকা ১১ টি সদস্য দেশের মধ্যে গাম্বিয়া, লিবিয়া ও মালয়েশিয়ার মতো মুসলিম দেশগুলোও অন্যতম।

কথিত এই 'মুসলিম দেশের শাসকগণ' জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলের সেই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বা ভোটদানে বিরত থেকে মূলত চীনকেই সমর্থন করেছে বলে মনে করা হচ্ছে। বিশ্লেষকদের মতে, এই কথিত মুসলিম শাসকদের এমন

3

আচরণ কেবল উইঘুর মুসলিমদের উপর নির্যাতনকে বৈধতা দেওয়াই নয়, বরং তা বিশ্বের সকল মাজলুম মুসলিমের উপর সংগঠিত নির্যাতনকে বৈধতা দেওয়ারই নামান্তর। এই ঘটনা সকল ধর্মপ্রাণ মুসলিমের অনুভূতিতেই আঘাত এনেছে।

চীনকে সমর্থনের মাধ্যমে কথিত এই মুসলিম শাসকগণ শুধু উইঘুর মুসলিমদের বিরুদ্ধেই নিজেদের অবস্থানকে প্রমাণিত করছে না, বরং ইসলামের বিরুদ্ধেও নিজেদের অবস্থানকে মুসলিম বিশ্বের কাছে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত করছে।

তথ্যসূত্রঃ
----

1. Call for debate on rights violations in Xinjiang rejected by UN Human Rights Council
- https://tinyurl.com/2pxs5hp6

2. The UN Human Rights Council rejected the motion to debate the Uyghur Muslim genocide on Thursday - https://tinyurl.com/3j5tttyh

3. Shameless anti-Islamic regimes - https://tinyurl.com/2xfpau9y

আল-ফিরদাউস সংবাদ সমগ্র || সেপ্টেম্বর, ২০২২ঈসায়ী ||

https://alfirdaws.org/2022/10/08/59805/

পাকিস্তান || ২৮ দিনে টিটিপির ৩৯ হামলায় নিহত শতাধিক গাদ্দার পাকি-সেনা

পাকিস্তান ভিত্তিক জনপ্রিয় ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান। গত কয়েকমাস ধরেই প্রতিরোধ বাহিনী ও দেশটির গাদ্দার প্রশাসনের মাঝে চলছে আলোচানাকালীন যুদ্ধবিরতি। কিন্তু এই যুদ্ধবিরতির মাঝেও গাদ্দার পাকি-সেনারা প্রতিরোধ যোদ্ধাদের অবস্থানে হামলা চলমান রাখে। ফলে প্রতিরোধ বাহিনী টিটিপিও গত মাসে আত্মরক্ষামূলক অভিযান চালাতে শুরু করেন।

এই সূত্র ধরেই গত ২ সেপ্টেম্বর থেকে দেশ জুড়ে প্রতিরক্ষামূলক অভিযান শুরু করে তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি)। সেই থেকে গত মাসের শেষ দিন পর্যন্ত ৩৯টি আত্মরক্ষা মূলক অভিযানের দায় স্বীকার করেছে টিটিপি।

এসময় গাদ্দার পাকি-সেনাদের হামলায় টিটিপির ৭ জন মুজাহিদ শহীদ হন; যাদের মধ্যে ৩ জনকেই ভূয়া অ্যানকাউন্টারে শহিদ করা। (ইন্নালিল্লাহ...) ফলে টিটিপিও আত্মরক্ষা মূলক অভিযানের তীব্রতা বাড়ায়। সেই হামলাগুলি দেশের সীমান্তবর্তী ১৪টি জেলায় পরিচালনা করেন মুজাহিদগণ। এরমধ্যে লাকি-

3

মারওয়াত ও খাইবার অঞ্চলে সর্বোচ্চ ১৫টি হামলা চালান টিটিপি মুজাহিদিন।

ফলশ্রুতিতে টিটিপির এসব বীরত্বপূর্ণ অভিযানে গাদ্দার পাকি-সামরিক বাহিনীর শতাধিক সেনা নিহত এবং আরও অসংখ্য সৈন্য আহত হয়।

গণহত্যার প্রস্তুতি || "ভবিষ্যতে অস্ত্রের প্রয়োজন হবে"- বিজেপি নেতা সঙ্গীত সোম

বিজেপি নেতা এবং প্রাক্তন উগ্র বিধায়ক সঙ্গীত সোম গত বুধবার (৫ অক্টোবর) ইউপির মিরাটের খেদা গ্রামে বিজয়া দশমীতে রাজপুত উত্তর সভা আয়োজিত আয়ুধ পূজা (অস্ত্রের পূজা)অনুষ্ঠানে হিন্দুদের অস্ত্র তুলে নিতে বলেছে।

সে আরো বলেছে, মুসলমানদের সংখ্যা যেভাবে বাড়ছে, এসবের অবসান ঘটাতে ভবিষ্যতে ক্ষমতার পাশাপাশি অস্ত্রেরও প্রয়োজন হবে। আয়ুধ পূজা (অস্ত্রের পূজা)অনুষ্ঠানে সে হিন্দুদের আবারো অস্ত্র তুলে নিতে বলেছে।

উগ্র সোম ২০১৩ সালের মুজাফফরনগর মুসলিম গণহত্যার অন্যতম আসামী।
কিন্তু হিন্দুত্ববাদী বিজেপি নেতা হওয়ায় তার কোন বিচার হয়নি, আর হওয়ার সম্ভাবনাও নেই। তাই সে নতুন করে মুসলিম গণহত্যার মাঠ প্রস্তুত করছে।

আরেক হিন্দুত্ববাদী গায়ক ধর্মেন্দ্র পান্ডে হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য হিন্দুদেরকে অস্ত্র হাতে তুলে নিতে বলেছে। উত্তরপ্রদেশের ইটওয়াতে বিজেপি নেতাদের উপস্থিতিতে এক জনসমাবেশে এমন বক্তব্য দেয় সে।

উক্ত সমাবেশের ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওতে দেখা গেছে, ধর্মেন্দ্র পান্ডে হিন্দু নারী-পুরুষদেরকে অস্ত্র কাছে রাখতে, অস্ত্র ধার দিয়ে রাখতে বলছে; যেন নরেন্দ্র মোদি যখন ভারতকে ‘হিন্দুরাষ্ট্র’ ঘোষণা করবে, তখন যারা এর বিরোধিতা করবে তাদেরকে হত্যা করতে পারে হিন্দুরা।

সমাবেশটিতে উত্তরপ্রদেশের সাবেক মন্ত্রী বিজেপি নেতা সাতিশ দ্বভেদীকে মঞ্চে উপবিষ্ট দেখা যায়। তার উপস্থিতিতেই হিন্দুত্ববাদী গায়ক ধর্মেন্দ্র এমন বক্তব্য দিয়েছে।

উল্লেখ্য,হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা হিন্দুদের মাঝে অস্ত্রের ব্যাপকতা বাড়াতে অস্ত্রের পূজার ব্যাপারে অনেক গুরুত্ব দিচ্ছে।

গত বুধবার (৫ অক্টোবর) রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস)প্রধান মোহন ভাগবত নাগপুর মহারাষ্ট্র রাজ্যে তলোয়ার ও অত্যাধুনিক অস্ত্র পূজার উদ্বোধন করেছে।

দূঃখজনক বিষয় হলো, যে সময় হিন্দু সন্ত্রাসীরা মুসলিমদের খুন করতে অস্ত্রের মজুদ বাড়াচ্ছে, সে সময় মুসলিমরা নিজেদের মাঝে ছোটখাটো বিষয় নিয়ে মতানৈক্যে লিপ্ত।

3

তথ্যসূত্র:
----

1. ‘Weapons Will Be Needed in Future’: BJP Leader Sangeet Som Issues Call to Arms (The Wire) - https://tinyurl.com/2h3whs5m

- https://tinyurl.com/3fmftdva

- https://tinyurl.com/y6zhykyw

2. On Wednesday (Oct 5) Mohan Bhagwat, the Chief of the Hindu supremacist group Rashtriya Swayamsewak Sangh (RSS), worships swords and guns in Nagpur, Maharashtra state. - https://tinyurl.com/bdfmhejn

3. অস্ত্র মিছিল ভিডিও: - https://tinyurl.com/2p9cjkcf

4. An open call for taking up weapons. This Hindutva singer Dharmendra Pandey called for Hindus to take up weapons and get ready for what he termed as 'Hindu Rasthra'.
- https://tinyurl.com/2p8bx8fe

বাবরি মসজিদ ধ্বংসকারীদের জন্য আরবের ভূমিতে স্থাপিত হলো মন্দির

মুসলিমদের চিরশত্রু ইহুদি ও মুশরিক হিন্দুদের সাথে দালাল আরব শাসকগোষ্ঠীর সম্পর্ক নতুন কিছু নয়। মুসলিম ভূমি দখলকারী অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইলকে স্বীকৃতি ও সমর্থন দিয়ে ফিলিস্তিনি মুসলিমদের পিঠে ছুরি চালনাকারী সংযুক্ত আরব আমিরাত আজ ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদ ধ্বংস ও মুসলিমদের হত্যাকারী হিন্দুদের জন্য নির্মাণ করেছে মন্দির।

জানা যায়, সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে ভারতীয় হিন্দুত্ববাদীদের জন্য নতুন একটি মন্দির আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। গত মঙ্গলবার (০৪ অক্টোবর) মন্দিরটির উদ্বোধন করা হয়েছে। এ সময় একটি আগুন জ্বালিয়ে নতুন মন্দিরটি উদ্বোধন করে সংযুক্ত আরব আমিরাতের সহনশীলতা ও সহাবস্থানমন্ত্রী শেখ নাহিয়ান বিন মুবারক আল-নাহিয়ান।

এর আগে ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে আমিরাতের রাজধানী আবুধাবিতে মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন করেছিল কুখ্যাত নরেন্দ্র মোদি।

দালাল আমিরাতি শাসকগোষ্ঠী হিন্দুদের জন্য শুধু মন্দির স্থাপনই নয় এর আগে ভারতের সংবিধানে কাশ্মীরকে বিশেষ স্বায়ত্বশাসিত এলাকার মর্যাদা দেওয়া ধারা বাতিলের সময় ভারতকে সমর্থন করেছিল দেশটি। ফিলিস্তিনি মুসলিমদের সঙ্গে গাদ্দারি করা আমিরাত এখন ভারতের মুসলিমদের সঙ্গেও শুরু করেছে গাদ্দারি। অন্যদিকে ইয়েমেনে প্রতিদিনই মুসলিমদের রক্তে রঞ্জিত হচ্ছে আমিরাতি ও সৌদি শাসকদের হাত।

3

ইসলামি গবেষকরা বলছেন এসব শাসকরা মূলত ইসলাম ও মুসলিমদের কল্যাণকামী না, বরং মুখোশধারী শত্রু। ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রয়োজনেই তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়া প্রয়োজন বলে মনে করছেন তাঁরা।

তথ্যসূত্র:
----

1. First purpose-built Hindu temple opens doors in UAE-https://tinyurl.com/4kh52ybx

2. ভিডিও লিংক - https://tinyurl.com/3d7srdc2

০৭ই অক্টোবর, ২০২২

উগ্র হিন্দু রাষ্ট্র নির্মাণের ধারণাটি গুরুত্ব সহকারে নেওয়া হচ্ছে: আরএসএস প্রধান ভাগবত

এখন আর কোন জল্পনা নয়, হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা এখন ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র বানানোর এজেন্ডা প্রকাশ্যে ও গুরুত্ব সহকারে বাস্তবায়ন করছে। উগ্র হিন্দু রাষ্ট্র বিনির্মাণের লক্ষ্যে কর্মীদের প্রস্তুত হতে ও প্রশিক্ষণ দিতে নির্দেশ দিয়েছে আরএসএস প্রধান উগ্র মোহন ভাগবত।

গত ৫ অক্টোবর বুধবার নাগপুরে দশেরার সমাবেশে আরএসএস প্রধান বলেছে, "হিন্দু রাষ্ট্র" ধারণাটি গুরুত্ব সহকারে নেওয়া হচ্ছে। কারণ হিসেবে সে বলেছে, সংঘ এখন হিন্দুদের স্নেহ এবং আস্থা পাচ্ছে এবং শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। তাই হিন্দু রাষ্ট্রের ধারণাটি আগেও চেয়েও গুরুত্ব সহকারে নেওয়া হচ্ছে।

গত ২৮ সেপ্টেম্বর বুধবার কলকাতায় গিয়েও রাজ্যের আরএসএস নেতৃত্বকে কর্মীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রস্তুত করার দায়িত্ব দিয়েছিল উগ্রবাদী এই সংঘপ্রধান মোহন ভাগবত। সে বলেছে, ভারতকে গোটা বিশ্বের কাছের আদর্শ হিসাবে গড়ে তুলতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘকে দায়িত্ব নিতে হবে। সেভাবেই স্বয়ংসেবকদের তৈরি করতে হবে।

উল্লেখ্য, ২০২২ সালের এপ্রিলে মোহন ভাগবত তার একটি বক্তৃতায় বলেছিল, 'আমাদের (হিন্দু রাষ্ট্র বিনির্মাণের) গাড়ি যাত্রা শুরু করেছে। এটি একটি ব্রেকহীন গাড়ি। এই গাড়িতে শুধু একটি এক্সিলারেটর আছে। যারা থামানোর চেষ্টা করবে, তারাই ধ্বংস হয়ে যাবে। যারা আমাদের সাথে আসতে চায়, তারা যেন চলে আসে। গাড়ি কারো জন্য থামবে না। যদি আমরা এই গতিতে চলতে থাকি, তাহলে আগামী ২০-২৫ বছরে অখন্ড ভারত বাস্তবে পরিণত হবে। আর যদি আমরা আরেকটু পরিশ্রম করি—যেটা আমরা অবশ্যই করব—তাহলে এ সময়কাল অর্ধেক হয়ে যাবে এবং ১০ থেকে ১৫ বছরের মধ্যে অখণ্ড ভারত অর্থাৎ পূর্ণ একটি হিন্দু রাষ্ট্র দেখতে পাব।'

3

মোহন ভগবতের মতো প্রধান প্রধান হিন্দু নেতাদের এমন উগ্রবাদী বক্তব্যের পর সারা ভারতেই তাদের অনুসারীরা মুসলিমদের উপর হামলে পড়ছে। মুসলিম নারী-শিশুদের হত্যা নির্যাতন সহ আলেমদের পুড়িয়ে মারা হচ্ছে। হিন্দুরা এমনকি এখন মসজিদ মাদ্রাসার পবিত্রতা নষ্ট করছে নানান জায়গায়। পাশাপাশি আবার নানান জায়গায় মসজিদ-মাদ্রাসা গুঁড়িয়ে দেওয়া এবং বুলডোজার দিয়ে মুসলিমদের বাড়িঘর ও অন্যান্য স্থাপনা গুঁড়িয়ে দেওয়ার কাজও চলছে সমানতালে।

সব মিলিয়ে গোটা হিন্দুস্তান তথা উপমহাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি দ্রুততার সাথে অবনতির দিকে যাচ্ছে। ভারতে হিন্দুত্ববাদী আন্দোলন সল্প সময়েই এমন পর্যায়ে পৌঁছে যাচ্ছে, যেখানে একটি মাত্র স্ফুলিঙ্গ গণহত্যার এমন অগ্নি প্রজ্বলিত করবে, যা অকল্পনীয় মাত্রায় বরবাদি ও ধ্বংসযজ্ঞ ছড়াবে। এবং জুলুম-সহিংসতা তথা গণহত্যার এক অপ্রতিরোধ্য সূত্র জন্ম দিবে।

দুর্ভাগ্যবশত, এই অঞ্চলের মুসলিমরা বিশেষ করে ভারত ও বাংলাদেশের মুসলিমরা এখনও তাদের দিকে দ্রুত ধেয়ে এই ধ্বংসাত্মক পরিস্থিতির ভয়াবহতা ও গুরুত্ব উপলব্ধি করতে অক্ষম।

তথ্যসূত্র:
----

1. Hindu Rashtra concept being taken seriously, there is no risk to minorities: RSS chief Mohan Bhagwat (Muslim Mirror) - https://tinyurl.com/5n8ufczp

2. Hindu Rashtra concept being taken seriously, there is no risk to minorities: RSS chief Mohan Bhagwat - https://tinyurl.com/3wkes3fu

আশ-শাবাবের হামলায় কুপকাত ইথিওপিয়া: হতাহত ৩০৮ এর বেশি শত্রুসেনা

সম্প্রতি সোমালিয়া ও ইথিওপিয়ার মধ্যবর্তী কৃত্রিম মানবরচিত সীমান্তে ভারী লড়াইয় শুরু হয়েছে। সেখানে ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব ও ক্রুসেডার ইথিওপিয়ান বাহিনীর মাঝে গত কয়েকদিন ধরেই তীব্র লড়াই চলছে।

বিবরণ অনুযায়ী, গত মঙ্গলবার সকালে দুই দেশের কৃত্রিম সীমান্ত শহর সাকোতে এই লড়াই শুরু হয়েছিল। যা গত ৫ অক্টোবর বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত চলতে থাকে। ফলে এই লড়াইয়ে ক্রুসেডার বাহিনীর ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কয়েকগুণ বৃদ্ধি পায়।

আশ-শাবাব সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, অঞ্চলটিতে মুজাহিদদের প্রথম দিনের অভিযানেই ৬৩ সেনা নিহত এবং আরও ৭৫ সেনা সদস্য আহত হয়েছিল। যেখানে দ্বিতীয় দিনের লড়াইয়ে হতাহতের এই সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পায়।

সংশ্লিষ্ট সূত্রমতে, প্রথম দিনের অভিযানের পর ইথিওপিয়ান বাহিনী দ্বিতীয় দিন আরও শক্তি নিয়ে আশ-শাবাবের বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা

3

করে। কিন্তু এতে আগের চাইতেও আরো বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হয়। কেননা মুজাহিদদের দ্বিতীয় দিনের হামলায় নিহত সেনা সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১৩৫-এ, আর আহত সেনা সংখ্যা ১৭৩-এ দাঁড়িয়েছে।

আঞ্চলিক সূত্র জানায়, গতকাল ৬ অক্টোবর বৃহস্পতিবারও অঞ্চলটিতে তীব্র লড়াই সংঘটিত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। মনে করা হচ্ছে, এতে কুফ্ফার বাহিনীর হতাহতের এই সংখ্যা আরও কয়েকগুণ বাড়বে।

ভারতে প্রাচীন মাদরাসায় হিন্দুদের অনুপ্রবেশ, হিন্দুত্ববাদী স্লোগান

ভারতের কর্ণাটকের বিদারে অবস্থিত মাহমুদ গাওয়ান মাদরাসাতে হিন্দুদের দশমী অনুষ্ঠানের দিন অনুপ্রবেশ করেছে মুশরিক হিন্দুরা। এসময় তারা বিভিন্ন হিন্দুত্ববাদী স্লোগান দেয় এবং পূজা করে। তাদের নয় জনের বিরুদ্ধে মামলা করা হলেও এখন পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি।

এনডিটিভির সূত্রে জানা যায়, ইসলামি সংগঠনগুলো বলেছে যদি আগামীকালের (৭ই অক্টোবর) মধ্যে কাউকে গ্রেফতার করা না হয়, তবে তারা শুক্রবার জুমুআর নামাজের পর বিক্ষোভ করবেন।

পুলিশ জানিয়েছে, গত বুধবার রাতে হিন্দুরা মাদরাসার তালা ভেঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করে। এরপর মাদরাসার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে তারা ‘জয় শ্রী রাম’, ‘হিন্দু ধর্ম জয় হোক’ ইত্যাদি স্লোগান দেয়।

Location: Bidar, Karnataka

Extremists sneaked into Madrasa of Mahmud Gawan, a 550 years old iconic monument, where they raised slogans and held Hindu prayers.

It was put by UNESCO on a list to become world heritage site in 2014. pic.twitter.com/IhxeZR7CZG

— HindutvaWatch (@HindutvaWatchIn) October 6, 2022

ভারতের একটি প্রাচীন স্থাপত্য নিদর্শন এবং ইসলামি জ্ঞানকেন্দ্র এই মাহমুদ গাওয়ান মাদরাসা। ৫৫০ বছর আগে ১৪৭২ সালে নির্মিত হয়েছিল মাদরাসাটি। ইউনেস্কো ২০১৪ সালে এটিকে বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে।

বিভিন্ন সময় দেখা যায়, ইহুদিরা ফিলিস্তিনে মুসলিমদের মসজিদগুলোতে প্রবেশ করে গান-বাজনা, স্লোগান দিয়ে থাকে। এখন ভারতে মুশরিক হিন্দুরা ইহুদিদের মতো একই নীতি অবলম্বন করছে। গত আগস্টেও মুসলিমদের হুবালির ঈদগাহ মাঠে গণেশ চতুর্থি অনুষ্ঠান করেছে মুশরিক হিন্দুরা।

3

০৬ই অক্টোবর, ২০২২

কসাই মোদীর গুজরাটে নয়জন মুসলিমকে জনসম্মুখে বেত্রাঘাত: উগ্র হিন্দু জনতার উল্লাস

ভারতে হিন্দুদের নবরাত্রির গরবা অনুষ্ঠান বাতিলের অবান্তর অভিযোগে নয় মুসলিমকে গ্রেফতার করেছে হিন্দুত্ববাদী পুলিশ। পরে তাদের রাস্তায় একটি খুঁটির সাথে আটকে রেখে হিন্দুত্ববাদী পুলিশ বেত্রাঘাত করে। গত ৪ অক্টোবর উন্ধেলা গ্রামে ঘটনাটি ঘটেছে।

গত মঙ্গলবার টুইটারে ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে আটক মুসলিম ব্যক্তিদেরকে বেত্রাঘাত করতে দেখা যায়।

গ্রামের মুসলিম সম্প্রদায়ের সদস্যরা একটি মসজিদের কাছে গরবা আয়োজনে আপত্তি জানিয়েছিলেন। কারণ তাতে মসজিদে ইবাদতের সমস্যা হতে পারে। শুধু এই তুচ্ছ কারণে বেশ কয়েকজন মুসলিম পুরুষকে গ্রেফতার করা হয়। এছাড়া মামলায় ৪৩ জন মুসলিমের নাম উল্লেখ করে নয় জনকে আটক করেছে হিন্দুত্ববাদী পুলিশ।

নরেন্দ্র মোদির গুজরাটে তুচ্ছ কারণে মুসলিমকে জনসম্মুখে বেত্রাঘাত করা হয়। অথচ, সেখানে মুসলিম নারীদের ধর্ষক ও ১৪ জন মুসলিমের খুনিরা পর্যন্ত ক্ষমা পেয়ে যায় হিন্দু হওয়ার কারণে।

এই হচ্ছে বর্তমান ভারতের অবস্থা। কথিত অসাম্প্রদায়িক চেতনাবাজরা তাদের মনগরা সবক শুনিয়ে এতদিন মুসলিমদেরকে প্রতিরোধশক্তি সংগ্রহ করা থেকে বিরত রেখে আজ এই পর্যায়ে নিয়ে এসেছে যে, হিন্দুরা এখন বিনা কারণে তাদেরকে প্রকাশ্যে মারধোর ও অপমান করছে, তাদের নারীদের সম্মানহানী ও হত্যা করছে, এমনকি তাদের ইবাদতখানায় প্রস্রাব করছে। আর মুসলিমরা টু শব্দটি করলে প্রশাসন তাদের জেলে ঢুকাচ্ছে। এখনি রুখে না দাঁড়ালে অনাগত দিনের পরিস্থিতি আরও ভয়ানক হতে চলেছে বলে সতর্ক করেছেন ইসলামি বিশ্লেষকগণ।

তথ্যসূত্র:
----

1. On camera, Muslim men flogged by cops in Gujarat, crowd cheers
- https://tinyurl.com/bumpe56a

৪ বছরে ২৮ হাজার উইঘুর আলেম-উলামাদের গুম ও খুন করেছে দখলদার চীন

উইঘুর মুসলিমদের বিরুদ্ধে চলমান গণহত্যার অংশ হিসেবে উইঘুর আলেম-উলামাদের গুম ও খুন করছে দখলদার চীনা প্রশাসন। উইঘুর বুদ্ধিজীবী ও ভাষাবিদ আব্দুওয়েলি আইয়ুপের সরবরাহ করা তথ্যমতে ২০১৪ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে প্রায় ২৮ হাজার উইঘুর ইমাম, আলেম, দাঈ ও বিভিন্ন মুসলিম বিজ্ঞানীদের আটক, গুম ও খুন করেছে দখলদার চীনা প্রশাসন।

3

উইঘুর বুদ্ধিজীবীরা বলছেন, উইঘুর মুসলিমদের পঙ্গু করতেই মূলত এমন কৌশল ব্যবহার করছে তারা।

ইতোমধ্যেই উইঘুর মুসলিম শিশুদেরকে তাদের বাবা-মা থেকে আলাদা করে বিশেষ স্কুলে আটক রেখে তাদের উপর জোরপূর্বক চীনা সংস্কৃতি চাপিয়ে দিচ্ছে দখলদার প্রশাসন। এমনকি উইঘুর শিশুরা যেন উইঘুর ভাষা শিখতে না পারে, সেজন্য জোর করে চীনা ভাষাও শিক্ষা দিচ্ছে তারা।

বিজ্ঞানের দিক থেকেও যেন উইঘুর মুসলিমরা পিছিয়ে থাকে, সেজন্যেও বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে চীনা প্রশাসন। বিভিন্ন উইঘুর বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের গুম ও খুন করে বিজ্ঞানের আলো থেকেও মুসলিমদের বঞ্চিত করছে তারা।

এছাড়াও উইঘুর মুসলিমরা যেন ইসলামের আলো থেকেও বঞ্চিত থাকে, সেজন্যেও উইঘুর ইমাম, আলেম-উলামা এবং মুসলিম দাঈ'দের আটক করছে দখলদার চীনারা।

মোট কথা উইঘুর মুসলিমদের চারিদিক থেকেই আক্রমণ করছে দখলদার চীনারা। তাই উলামাগণ বলছেন যে, এই সংকটময় পরিস্থিতিতে কথিত বিশ্ব শান্তি রক্ষার দাবিদার 'জাতিসংঘের' দিকে না তাকিয়ে বরং উইঘুর মুসলিমদের উচিত নিজেদের অধিকার আদায় ও ভূমি দখলদারমুক্ত করার জন্য নিজেরাই লড়াই করা।

তথ্যসূত্র:
----

1. At least 28,000 imams, scholars...... - https://tinyurl.com/247bw9m8

2. Uyghur Imams Detained by Chinese Authorities Between 2014-2018 (update on May 31. 2020) - https://tinyurl.com/2frvjn6w

ঝাড়খণ্ডে মসজিদে ঢুকে ৩ উগ্র হিন্দুর প্রস্রাবকাণ্ড: হিন্দুত্ববাদীদের সীমাহীন ধৃষ্টতার বহিঃপ্রকাশ

মুসলিমদের প্রতি তীব্র বিদ্বেষবশত ঝাড়খণ্ডের গিরিডিহ জেলার তেলিডিহ গ্রামে ৩ উগ্র হিন্দু যুবক মিলে মসজিদে ঢুকে প্রস্রাব করে। প্রস্রাব করার সময় মুসল্লিরা তা দেখে ফেলেন। তারপরেই হৈচৈ পড়ে যায়, জড়ো হন স্থানীয় গ্রামবাসীরা।

জেনে বুঝে মসজিদ নাপাক ও অবমাননা করার দায়ে তাদের একটি রুমে আটকে রাখেন। বিষয়টি জানাজানি হলে অনান্য উগ্র হিন্দুরা পুলিশ নিয়ে এসে মুসলিমদের উপর হামলা চালায়।

হিন্দুত্ববাদী পুলিশ অপরাধীদের বিচার না করে উল্টো মুসলিমদের উপর চড়াও হয়। ৬ অক্টোবর, দ্যা জামিয়া টাইমসের টুইটার একাউন্টে হিন্দু যুবকদের ছাড়িয়ে নেওয়ার একটি ভিডিও পোস্ট করে।

যুগ যুগ ধরে মুসলিমদের গাফিলতি আর দুর্বলতার সুযোগে উগ্র হিন্দুদের ধৃষ্টতা এখন এতটাই বেড়ে গেছে যে, তারা এখন নামাজের পবিত্র স্থান মসজিদকে অপবিত্র করে দিয়ে যাচ্ছে। আর পরবর্তীতে পুলিশ এসে হিন্দুদের

3

পক্ষ নিয়ে মুসলিমদের উপর হামলা করছে। এটাই যেন এখন উপমহাদেশের সর্বত্র মুসলিমদের অসহায়ত্বের করুণ চিত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে; যে চিত্র মুসলিমদের সজাগ করতে, অনাগত ভবিষ্যতে ধেয়ে আসা গণহত্যার ঝড়ের আগাম আভাস দিয়ে যাচ্ছে।

তথ্যসূত্র:

----

1. Jharkhand: 3 Hindu youths entered the mosque and urinated in Telidih village Of Giridih District in Jharkhand. - https://tinyurl.com/e7ujkes6

আমি একজন কট্টর ইহুদিবাদী: ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লিস ট্রাস

ফিলিস্তিন ইস্যুতে বরাবরই মানবতার খোলস ঝেড়ে ফেলে দখলদার সন্ত্রাসী রাষ্ট্র ইসরাইলের পক্ষে অকুন্ঠ সমর্থণ দিয়ে যাচ্ছে পশ্চিমা ক্রুসেডার দেশগুলো। ফিলিস্তিন তথা মুসলিম ইস্যুতে যে তাদের মানবাধিকার শুধু ফাকা বুলি, এটি আবারো স্পষ্টভাবে প্রমাণ করলো নব নির্বাচিত ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লিজ ট্রাস।

সম্প্রতি বার্মিংহামে একটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তৃতায় সে নিজেকে একজন কট্টর জায়নবাদী (ইহুদিবাদী) এবং ইসরাইলের বিশাল সমর্থক হিসেবে উল্লেখ করেছে, পাশাপাশি যুক্তরাজ্য-ইসরাইল সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

সে আরও বলেছে, 'এই বিশ্বে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র এখন হুমকির মুখোমুখি। অনেকেই এখন এগুলোতে বিশ্বাস করে না। যুক্তরাজ্য এবং ইসরাইলকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াতে হবে এবং ভবিষ্যতে আমরা আরও কাছাকাছি থাকতে চাই। আমি ইসরাইলে ব্রিটিশ দূতাবাসের অবস্থানের গুরুত্ব এবং সংবেদনশীলতা বুঝতে পারি। আমি এই বিষয়ে আমার বন্ধু প্রধানমন্ত্রী ইয়ার ল্যাপিডের সাথে অনেক কথা বলেছি।'

এছাড়াও গত দুই মাস আগে নির্বাচনী প্রচারণার সময় ইসরাইলকে উদ্যেশ্য করে সে বলেছিল, 'যুক্তরাজ্যের একটি মাত্র রাজধানী আছে, আর তা হলো লন্ডন। এবং ইসরাইলেরও শুধু একটি রাজধানীই আছে, আর তা হলো জেরুজালেম।'

তথাকথিত মানবাধিকারের ধ্বজাধারী পশ্চিমারা ফিলিস্তিনের রাজধানীকে অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইলের রাজধানী বলে ঘোষণা দেয়ার পরও তারাই শান্তিবাদী! আর মুসলিমরা নিজেদের অধিকার রক্ষার চেষ্টা করলে তাদেরকেই ট্যাগ দেওয়া হয় 'সন্ত্রাসী'। মুসলিমদেরকে তাই সবার আগে নিজেদের শত্রু-মিত্র স্পষ্ট করে চিহ্নিত করে তা মনে গেঁথে নিতে হবে। এবং নিজেদের ও শত্রুদের ব্যাপারে আরও স্পষ্ট অবস্থান গ্রহণ করতে হবে। - এমনটাই মনে করেন বিশ্লেষকরা।

তথ্যসূত্র:
----

1. UK’s Liz Truss: ‘I’m a huge Zionist and huge supporter of Israel’-
- https://tinyurl.com/2s32w58j

3

ভিডিও রিপোর্ট || বুরকিনা ফাঁসোর সামরিক কনভয়ে আল-কায়েদা মুজাহিদিনের দুর্দান্ত হামলার পরবর্তী দৃশ্য

গত ২৬ সেপ্টেম্বর বুরকিনা ফাঁসোর জিবোর অঞ্চলে গাদ্দার সামরিক বাহিনীর জন্য সরবরাহকারী একটি কনভয় লক্ষ্য করে একটি অতর্কিত হামলা চালিয়েছেন ‘জেএনআইএম’ মুজাহিদিন। হামলার শিকার কনভয়টিতে থাকা বিভিন্ন ধরনের ১১৯ টি সাঁজোয়া যান ও গাড়ির মধ্যে ৯০টিই ধ্বংস করে দেন মুজাহিদগণ। সেই সাথে কনভয়টির নিরাপত্তায় থাকা ৬৫ সৈন্যকে মুজাহিদগণ হত্যা করতে সক্ষম হয়েছেন।

মুজাহিদদের এই সামরিক ও অর্থনৈতিক আঘাত এতটাই গুরুতর ছিলো যে, এটি বুরকিনান সামরিক বাহিনী ও তাদের সহযোগীদের মধ্যে একটি গভীর সামরিক এবং অর্থনৈতিক সঙ্কট বা ভূমিকম্পের সৃষ্টি করেছে। যার ফলশ্রুতিতে, অভিযানের পরপরই দেশটিতে একটি নতুন সামরিক অভ্যূত্থান ঘটেছে।

মুজাহিদদের হামলা-পরবর্তী ক্ষতিগ্রস্ত সামরিক কনভয়তীর দৃশ্য দেখুন -

https://twitter.com/SimNasr/status/1574701058311557122? t=oqeCDSlMX2Sg9lJWNUFl6w&s=19

আবারো আশ-শাবাবের জোরদার হামলা: ইথিওপিয়ান সেনা হতাহত ১৩৮ এর বেশি

সম্প্রতি সোমালিয়া ও ইথিওপিয়ার মধ্যবর্তী কৃত্রিম সীমান্তে ভারী লড়াইয়ের ঘটনা ঘটেছে। এতে ইথিওপিয়ান বাহিনীর অন্তত ৬৩ সেনা নিহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

বিবরণ অনুযায়ী, গত ৪ আগস্ট মঙ্গলবার সকালে দুই দেশের কৃত্রিম সীমান্তবর্তী শহর সাকোতে ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব ও ক্রুসেডার ইথিওপিয়ান বাহিনীর মাঝে ভারী লড়াই সংঘটিত হয়েছে। উভয় বাহিনীই সেখানে তাদের সর্বশক্তি দিয়ে হামলা চালিয়েছে। ফলে সকালে শুরু হওয়া এই লড়াই সন্ধ্যা পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হয়। সেই সাথে ক্রুসেডার বাহিনীর ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণে বাড়তে থাকে।

সূত্রমতে, এই লড়াইয়ে প্রতিরক্ষামূলক অবস্থানে ছিলো ইথিওপিয়ান বাহিনী। কেননা তারা সর্বাত্মক চেষ্টা করেছে আশ-শাবাব যেনো ইথিওপিয়ার অঞ্চলগুলি দখলে নিতে না পারে। কিন্তু সর্বশক্তি প্রয়োগ করেও শেষ পর্যন্ত তারা ময়দানে টিকে থাকতে পারেনি। ফলে আশ-শাবাবের রণকৌশলের কাছে পরাজিত হয়ে শহরটি ছেড়ে পালিয়ে যায় ইথিওপিয়ান বাহিনী।

তবে সেনাদের পলায়নের আগেই, আশ-শাবাব যোদ্ধারা ৬৩ এরও বেশি ক্রুসেডার সৈন্যকে হত্যা করেছেন। যাদের মাঝে একজন জেনারেল ও দুইজন কর্নেলও রয়েছে। সেই সাথে এই অভিযানে ৭৫ এরও অধিক সৈন্য আহত হয়েছে। বাকি সৈন্যরা অধিকাংশই রক্তাক্ত অবস্থায় যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যায়। এসময় তারা

3

নিজ সঙ্গীদের মৃত দেহ ময়দানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকতে দেখেও, তাদেরকে উদ্ধার করার হিম্মত করেনি।

অভিযান শেষে হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন ইথিওপিয়ান বাহিনীর প্রচুর সংখ্যক মেশিনগান, আরপিজি এবং অন্যান্য অসংখ্য সামরিক সরঞ্জাম গনিমত লাভ করেন। আলহামদুলিল্লাহ্।

আল-ফিরদাউস নিউজ বুলেটিন || সেপ্টেম্বর ৫ম সপ্তাহ, ২০২২ঈসায়ী

https://alfirdaws.org/2022/10/06/59744/

০৫ই অক্টোবর, ২০২২

আইএস-এর বিদেশি অর্থায়ন ও নিয়োগ প্রধান আটক; বাঘলান ও পাকতিয়ায় অস্ত্র জব্দ

ইসলামি ইমারত আফগানিস্তানের গোয়েন্দা বিভাগ 'জেনারেল ডিরেক্টরেট অফ ইন্টেলিজেন্স' (জিডিআই)-এর জানবাজ গোয়েন্দারা খাওরিজ গোষ্ঠী আইএসআইএস গ্রুপের বৈদেশিক ও আর্থিক সম্পর্কের দায়িত্বে একজন ব্যক্তিকে আটক করেছে।

ইমারতে ইসলামিয়ার অফিসিয়াল সাইট 'alemarahenglish.af'-এর বিবরণ অনুসারে, আব্দুল মালিক বা "মালিকি" ইউরপের দেশ ইউক্রেন, জার্মানি এবং স্পেন থেকে খারিজি গোষ্ঠী আইএস-এর জন্য আর্থিক সহায়তা পেয়েছিলেন। এবং আইএস-এর কর্মী নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়েরও দায়-দায়িত্ব ছিল তার।

উল্লেখ্য, সারাদেশে হাসপাতালে, মসজিদে ও হক্কানি আলেম-উলামাদের মজলিশে বোমা হামলা করে সাধারণ মুসলিম হত্যাসহ নানান অপরাধ ও নৈরাজ্য সৃষ্টির কাজ সংগঠিত করার পর, খারেজি গোষ্ঠী আইএস নির্মূলে চিরুনি অভিযান শুরু করেন তালিবান মুজাহিদগণ। জেনারেল ডিরেক্টরেট অফ ইন্টেলিজেন্সের মুজাহেদিনদের এমনই একটি জটিল অভিযানের সময় তাকে গ্রেফতার করা হয়।

মালিকি এই গোষ্ঠীতে নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সংগঠিত ও নেতৃত্ব দেওয়ার মিশনের দায়িত্বেও ছিল।

আইএস নির্মূলের অভিযান ছাড়াও ইমারতে ইসলামিয়া কর্তৃপক্ষ দেশের প্রতিটি মুসলিমের নিরাপত্তা ও দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে বিভিন্ন অভিযান অব্যাহত রেখেছেন, । এই লক্ষে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নির্দেশে মুজাহিদগণ দেশের বিভিন্ন স্থানে অবৈধ অস্ত্র ও মাদকের বিরুদ্ধে জোরালো অভিযান চালাচ্ছেন।

3

সেই ধারাবাহিকতায়, বাঘলান প্রদেশের গোয়েন্দা বিভাগের জেনারেল ডিরেক্টরেটের আধিকারিকরা প্রদেশের খানজান জেলায় বেশ কয়েকটি গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে একটি অভিযান পরিচালনা করেছেন। সেখানে তাঁরা অনেক অস্ত্র, সামরিক সরঞ্জাম এবং ৬০ কিলোগ্রাম হাশিশ খুঁজে পেয়েছেন এবং এসব কিছুই বাজেয়াপ্ত করেছেন।

অপর একটি অভিযানে পাকতিকা প্রদেশের গোয়েন্দা বিভাগের কর্মকর্তারা প্রদেশের তেরওয়া জেলায় অবৈধভাবে মজুত করা বেশ কিছু অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম আবিষ্কার ও জব্দ করেছেন।

তথ্যসূত্র:

1. Head of Khawarij Foreign Funding, Recruitment Arrested - https://tinyurl.com/y5pvfsz5

2. Weapons, Hashish recovered in Baghlan - https://tinyurl.com/bwvy6nuh

3. Ammunition Confiscated in Paktika Operation - https://tinyurl.com/mx5wtw5

বুরকিনা ফাঁসো | আল-কায়েদার যুগান্তকারী হামলায় ৬৫ শত্রুসেনা হত, ৯০টি সাঁজোয়া যান ধ্বংস

সম্প্রতি পশ্চিম আফ্রিকার দেশ বুরকিনা ফাঁসোতে যুগান্তকারী এক অপারেশন পরিচালনা করেছে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন। যাতে দেশটির সামরিক বাহিনীর ৯০টি ট্রাক, যুদ্ধ যান এবং ট্যাংক ধ্বংস হয়েছে।

আয-যাল্লাকা মিডিয়া সূত্রে জানা গেছে, গত ২৬ সেপ্টেম্বর বুরকিনা ফাঁসোর জিবোর অঞ্চলে গাদ্দার সামরিক বাহিনীর জন্য সরবরাহকারী একটি কনভয় লক্ষ্য করে একটি অতর্কিত হামলা চালিয়েছেন 'জেএনআইএম' মুজাহিদিন। হামলার শিকার কনভয়টিতে বিভিন্ন ধরনের ১১৯ টি সাঁজোয়া যান ও গাড়ি ছিলো।

ফলে গাদ্দার বাহিনীর বিশাল এই সরবরাহ কনভয়টি ধ্বংস করতে এই অভিযানে অংশ নেন 'জেএনআইএম' এর ১৮০ জন বীর মুজাহিদ। যারা অল্প সময়ে এই অভিযানে একটি ভালো ফলাফল অর্জন করেন, ।

কেননা আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট 'জেএনআইএম' এর বীর যোদ্ধারা সেনাবাহিনীর জন্য বিপুল পরিমাণ সামরিক সরঞ্জাম এবং খাবার পরিবহনকারী এই বিশাল কনভয়টি ধ্বংস করতে সক্ষম হয়েছেন। সূত্র মতে, মুজাহিদরা কনভয়টির ৯০টি সাঁজোয়া যান ও ট্যাংক ধ্বংস এবং গাড়ি ও ট্রাক পুড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন। সেই সাথে কনভয়টির নিরাপত্তায় থাকা ৬৫ সৈন্যকে মুজাহিদগণ হত্যা করতে সক্ষম হয়েছেন। বাকিরা তাদের নিহত সঙ্গীদের মৃতদেহ যুদ্ধক্ষেত্রে রেখেই পালিয়ে যায়। তবে পলায়নপর সেনাদের অধিকাংশ সৈন্যও ছিলো আহত।

3

'জেএনআইএম' এক বিবৃতিতে জানায় যে, মহান আল্লাহ তাআ'লা এই অভিযানের মাধ্যমে মুজাহিদদেরকে বড় একটি বিজয় দিয়েছেন। কেননা মুজাহিদদের এই সামরিক ও অর্থনৈতিক আঘাত এতটাই গুরুতর ছিলো যে, এটি বুরকিনান সামরিক বাহিনী ও তাদের সহযোগীদের মধ্যে একটি গভীর সামরিক এবং অর্থনৈতিক সঙ্কট বা ভূমিকম্পের সৃষ্টি করেছে। যার ফলশ্রুতিতে, অভিযানের পরপরই দেশটিতে একটি নতুন সামরিক অভ্যূত্থান ঘটেছে।

বিবৃতির সর্বশেষ অংশে অভ্যূত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসা নতুন সরকারকে উদ্দেশ্য করে বলা হয় "আপনি যদি যুদ্ধ চান তবে আমরা এর পক্ষে আছি; এমনকি তার চেয়েও বেশি কিছু। আর আপনি যদি শান্তি চান তবে এরজন্য আপনি সঠিক উপায়ে দরজা খুলুন।"

"আর জেনে রাখুন! দেশের বর্তমান পরিস্থিতি থেকে উঠে আসার একমাত্র সমাধান হচ্ছে, আল্লাহর দিকে ফিরে আসা এবং হেদায়েতের পথ অনুসরণ করা। আর যারাই এই পথ অনুসরণ করবে তাদের উপর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক।"

হিন্দুদের গরবা অনুষ্ঠানে প্রবেশ করায় ৭ দিনে ১৪ মুসলিম আটক

ইন্দোরে গত এক সপ্তাহে অন্তত ১৪ জন মুসলিম পুরুষকে হিন্দুত্ববাদী পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। হিন্দুত্ববাদী বজরং দলের তত্ত্বাবধায়করা তাদের পুলিশে সোপর্দ করেছে। তাদের অপরাধ হিসেবে উল্লেখ করা হয়, তারা নবরাত্রি উদযাপনের উৎসবের অংশ হিসাবে গরবা পরিবেশন করা হয় এমন স্থানে প্রবেশ করেছে।

ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৫১ ধারার অধীনে তাদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। মধ্যপ্রদেশের সংস্কৃতি ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিন্দুত্ববাদী ঊষা ঠাকুরের হিন্দু উৎসবের স্থানে আসা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঘৃণাত্মক বক্তৃতা দেওয়ার পর হিন্দুত্ববাদী বজরং দলের সন্ত্রাসীরা মুসলিমদের আটক করে পুলিশে দিয়ে দেয়।

রাজ্যের সংস্কৃতি মন্ত্রী উগ্র ঊষা ঠাকুর বলেছে, "গরবা প্যান্ডেলগুলি লাভ জিহাদের মাধ্যম হয়ে উঠছে। তাই যারা মা দুর্গার প্রতি বিশ্বাস রাখেন না, তাদের গরবায় যাওয়া উচিত নয়।"

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নরোত্তম মিশ্রও ঘোষণা করেছে যে, গরবা ভেন্যুতে প্রবেশের আগে পরিচয়পত্র দেখাতে হবে। বিজেপি সাংসদ প্রজ্ঞা ঠাকুর এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী উমা ভারতী সহ বিতর্কিত হিন্দুত্ববাদীরা উষা ঠাকুরকে সমর্থন জানিয়েছে।

- গত ২৭ সেপ্টেম্বর পান্দ্রিনাথের একটি গরবা ভেন্যুতে ছবি তোলার সময় বজরং দলের সদস্যরা সাতজন মুসলিম পুরুষকে আটক করে। পরে পুলিশ তাদের ১৫১ ধারায় গ্রেফতার করে।
- এছাড়া গত ২৮শে সেপ্টেম্বর, পালসিকর কলোনির একটি গরবা ভেন্যুতে একজন মুসলিম ব্যক্তিকে এবং খাজরানার একটি প্যান্ডেল থেকে আরেকজন মুসলিমকে গ্রেফতার করা হয়।
- ১ অক্টোবর, নন্দলাল পুরী সবজিমন্দি গরবা প্যান্ডেল থেকে তিনজন মুসলিম

3

পুরুষকে এবং ২ অক্টোবর পন্দ্রীনাথ গরবা প্যান্ডেল থেকে বিহারের দুইজন মুসলিমকে গ্রেপ্তার করা হয়।

উল্লেখ্য, কতিপয় সেক্যুলার নেতারা মুসলিমদের বোকা বানায় যে, ধর্ম যার যার উৎসব সবার। প্রকৃতপক্ষে কোন মুসলিমের জন্য হিন্দুদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যাওয়া উচিত নয়। যে সকল মুসলিম সেক্যুলারদের কথায় হিন্দুদের অনুষ্ঠানে যায়, মুসলিম বিদ্বেষের কারণে তাদেরকেও আটক করতে শুরু করেছে হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন।

তথ্যসূত্র:

1. MP: Following minister’s hate speech, 14 Muslims arrested in 7 days for entering garba venues - https://tinyurl.com/3d2f77jm

মসজিদে ইবরাহিমে গানের কনসার্ট আয়োজন নাপাক ইহুদিদের

ফিলিস্তিনের হেবরনে অবস্থিত ঐতিহাসিক ইবরাহিমি মসজিদ। এ মসজিদেই হযরত ইব্রাহিম (আ.), হযরত ইসহাক (আ.), হযরত ইয়াকুব (আ.) ও হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কবর রয়েছে। গত ৩ অক্টোবর এ মসজিদের ভিতরেই গানের কনসার্টের আয়োজন করছে মানবতার দুষমণ ইহুদিরা। সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পরা একটি ভিডিওতে দেখা যায় নাচ-গানে মত্ত হয়ে আছে ইহদিরা।

উল্লেখ্য যে, গোপন মিশন বাস্তবায়নের জন্য ১৯৯৪ সালের পবিত্র রমজান মাসে এক ইহুদি হযরত ইব্রাহিম (আ.) মসজিদে হামলা চালিয়ে নামাজরত ২৯ জন মুসলিমকে গণহত্যা করে। আহত হয় আরো ১৫০ জন মুসল্লি। এ ঘটনায় নিরাপত্তার অযুহাতে মসজিদটি বন্ধ করে দেয় ইহুদিরা। পরবর্তীতে মসজিদটি খুলে দেয়া হয় ঠিকই কিন্তু অর্ধেক মসজিদ দিয়ে দেয়া হয় দখলদার ইহুদিদের প্রার্থণার জন্য।

এরপর থেকে মসজিদটি মাঝে মাঝেই নাচ-গানের আয়োজন করে থাকে নাপাক ইহুদিরা। এমনি তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করার সময় মুসলিমদের আযান বন্ধ করে দেয়াও সেখানে নিয়মিত ঘটনা।

ফিলিস্তিন দখল করার পর থেকেই চরম আত্মতৃপ্তির ঢেকুর তুলছে মানবতার দুষমন ইহুদিরা। মুসলিমদের হত্যা করার পাশাপাশি আল্লাহর ঘর মসজিদও তাদের হামলা থেকে রেহাই পাচ্ছে না। ইসলামের প্রথম কিবলা আল-আকসা মসজিদ

3

রক্ষা পাচ্ছেনা তাদের বুলেটের আঘাত থেকে। আর মসজিদে ইবরাহিমকে করা হচ্ছে চরম অবমাননা।

তথ্যসূত্র:
----

1. Colonial Israeli settlers hold a music festival inside the Ibrahimi Mosque in Hebron, in a flagrant violation of the sanctity of the mosque - https://tinyurl.com/2jcwdau7

ব্রেকিং নিউজ || প্রাদেশিক রাজধানীতে শাবাবের ৩ ইস্তেশহাদী হামলায় ২৭ কর্মকর্তাসহ ১০০ এর বেশি নিহত

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক সবচাইতে সক্রিয় ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন। প্রতিরোধ বাহিনীটি সম্প্রতি সোমালিয়ার হিরানের প্রাদেশিক রাজধানীতে একে একে ৩টি শহীদি হামলা চালিয়েছে।

বিবরণ অনুযায়ী, গত সোমবার দুপুরে হিরানের প্রাদেশিক রাজধানী "বালদাউইন" শহরে একে একে ৩টি বীরত্বপূর্ণ শহিদি অপারেশন পরিচালনা করছেন আল-কায়দা সংশ্লিষ্ট হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন। আশ-শাবাব যোদ্ধারা রাজধানীর সর্ববৃহৎ নিরাপত্তা স্কয়ার লক্ষ্য করে এই অপারেশনগুলি আঞ্জাম দেন। এই নিরাপত্তা স্কয়ারের মধ্যেই ছিলো রাষ্ট্রপতির প্রাসাদ, হিরান অঞ্চলের গভর্নরের সদর দপ্তর, বালদাউইন পৌরসভার সদর দফতর, সামরিক ঘাঁটি এবং অন্যান্য সরকারি সদর দপ্তরগুলি।

স্থানীয় সূত্র মতে, সোমবার দুপুরের কিছুক্ষণ পর আশ-শাবাবের ইস্তেশহাদী কমান্ডো ফোর্সের ২টি গাড়ি রাজধানীর নিরাপত্তা স্কয়ারে প্রবেশ করতে দেখা যায়। এরপরই সেখানে বিকট শব্দে ২টি বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। বিস্ফোরক ভর্তি গাড়ি নিয়ে যার নেতৃত্ব দিয়েছেন আশ-শাবাবের ২জন বীর মুজাহিদ। বিস্ফোরণটি নিরাপত্তা স্কোয়ারের দুই মেরুতে পরিচালনা করা হয়।

বরকতময় এই দুটি শহীদি হামলার ফলে বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয় পশ্চিমা সমর্থিত প্রশাসন। কারণ এতে হার্শাবেলির আঞ্চলিক প্রশাসনের

সরকারী ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা নিহত হয়, পাশাপাশি উচ্চপর্যায়ের অনেক অফিসার এবং বিপুল সংখ্যক সৈন্য নিহত হয়। আহত হয় আরও অসংখ্য সৈন্য।

এই জোড়া বিস্ফোরণের পর ঘটনাস্থলে উদ্ধার কাজের জন্য পৌঁছে দখলদার ইথিওপিয়ান ও জিবুতীয়ান স্পেশাল ফোর্স। যারা ঘটনাস্থলে পৌঁছার পর প্রস্তুতির লক্ষ্যে কিছুক্ষণের জন্য "ল্যামফ্লে" নিরাপত্তা কম্পাউন্ডে অবস্থান নেয়। আর তখনই আশ-শাবাবের তৃতীয় ইস্তেশহাদী মুজাহিদ তাঁর বিস্ফোরক ভর্তি গাড়ি নিয়ে কম্পাউন্ডের দিকে ছুটে যান, এবং বিকট শব্দে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে কম্পাউন্ডটি উড়িয়ে দেন। এতে গাদ্দার বাহিনীর সাথে সাথে দখলদার বাহিনীরও আরও কয়েক ডজন সৈন্য নিহত হয়।

আশ-শাবাবের বীর মুজাহিদদের পরপর ৩টি বীরত্বপূর্ণ শহীদি অপারেশনের ফলে নিরাপত্তা স্কয়ারে অবস্থিত সবগুলো ভবন সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়। এতে দেশটির পার্লামেন্ট সদস্য, রাজ্যটির গভর্নর, ডিপুটি গভর্নর, একাধিক অফিসার, গোয়েন্দা কর্মকর্তা, যোদ্ধাবাজ নেতা ও কমান্ডার সহ উচ্চপদস্থ ২৭ জন কর্মকর্তা নিহত হয়।

আশ-শাবাবের প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী, মুজাহিদদের বরকতময় এই সফল অপারেশনে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা ছাড়াও আরও ১০০ এরও বেশি কুফ্ফার ও গাদ্দার সৈন্য নিহত হয়েছে। সেই সাথে আহত হয়েছে আরও অসংখ্য কর্মকর্তা ও সেনা সদস্য।

দুর্দান্ত এই অভিযানের পর আশ-শাবাবের সামরিক মুখপাত্র শাইখ আবু মুসাব আব্দুল আজিজ (হাফি.) স্থানীয় রেডিওতে একটি দীর্ঘ বক্তব্য পেশ করেন। যেখানে তিনি এই অপারেশনটি সফল হওয়ায় এবং মুজাহিদদের সহায়তা করায় মহান আল্লাহ্ তাআ'লা শুকরিয়া আদায় করেন। এরপর তিনি অপারেশন পরিচালনাকারী বীরদের, পরিকল্পনাকারী ও সমন্বয়কারীদের প্রশংসা করেন।

এসময় তিনি শহীদদের লক্ষ্যে দোয়া করে বলেন, "আল্লাহ আপনাদের শাহাদাতকে কবুল করুন। আপনারা হচ্ছেন, আমাদের মধ্যে ঐসকল সর্বোত্তম ও অগ্রগামী বাহিনী, যারা আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত করতে, দখলদারত্বের অবসান ঘটাতে এবং আল্লাহর জমিনে আল্লাহর শরিয়াহ্ প্রতিষ্ঠিত করতে নিজেদের সবচাইতে মূল্যবান সম্পদ জীবনকে আল্লাহর রাহে উৎসর্গ করেছেন।"

এসময় মুখপাত্র জনসাধারণকে সম্বোধন করে বলেন, "আমরা আপনাদের পরামর্শ দিচ্ছি, আপনারা প্রশাসনিক হেডকোয়ার্টার, সামরিক ঘাঁটি ও সরকারি স্থাপনাগুলি এড়িয়ে চলুন। এসব স্থান থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন। আমরা চাই, মুজাহিদদের হামলায় যেনো নিরপরাধ কারো রক্ত না ঝরে, আক্রমণে তাঁরা যেনো ক্ষতিগ্রস্ত না হন।"

মধ্যপ্রদেশে তিনজন মুসলিমের বাড়ি গুড়িয়ে দিলো হিন্দুত্ববাদী সরকার

ভারতের মধ্যপ্রদেশের মান্দসুরে সুরজানি গ্রামে তিনজন মুসলিমের বাড়ি বুলডোজার দিয়ে গুড়িয়ে দিয়েছে হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন। মধ্যপ্রদেশের

3

হিন্দুত্ববাদী পুলিশের দাবি, হিন্দুদের নবরাত্রি উৎযাপনে সমস্যা করছিলেন মুসলিম যুবকরা। কিন্তু মুসলিম পরিবারগুলো পুলিশের এই দাবি নাকচ করেছেন।

মধ্যপ্রদেশের পুলিশ বলেছে, 'গরবা অনুষ্ঠানে পাথর নিক্ষেপের অভিযোগে মান্দসুর জেলা প্রশাসন এবং পুলিশ মঙ্গলবারে তিনজন লোকের বাড়ি ধ্বংস করেছে।'

'বাড়িগুলো অবৈধভাবে নির্মিত, তাই আমরা সেগুলো ধ্বংস করে দিয়েছি। আমরা সকল অভিযুক্তের সম্পদের কাগজপত্র যাচাই করছি এবং এই অনুসারে আমরা ব্যবস্থা নেবো।' হিন্দুস্তান টাইমসকে বলেছে মান্দসুরের উপ-বিভাগীয় মেজিস্ট্রেট সন্দীপ শিভা।

মাকতুব মিডিয়ার সূত্রে জানা যায়, প্রথম এফআইআরে সুরজানি গ্রামে ১৯ জন মুসলিমকে অভিযুক্ত করা হয় এবং এখন পর্যন্ত ১১ জনকে গ্রেফতার করেছে হিন্দুত্ববাদী পুলিশ।

আসিফ মুজতবা নামে একজন মুসলিম অ্যাকটিভিস্ট এবং কমিউনিটি সংগঠক বলেছেন, 'মুসলিমদেরকে হেয় করা, মিথ্যা অভিযোগ আরোপ করা এবং দিনদুপুরে তাদের বাড়িঘর ধ্বংস করে দেওয়া কতটা সহজ হয়ে গেছে! কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপনের পর কেন স্বাভাবিক আইনগত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে ব্যবস্থা নেওয়া হয় না? এমন সাম্প্রদায়িক আচরণ সম্পূর্ণভাবে ইসলামবিদ্বেষ।'

How easy has it become to demean Muslim , accuse them of bogus charges and demolish their house in broad daylight. Even if someone is accused of any charge, why the normal legal course is not taken ?This communal treatment is totally Islamophobic. pic.twitter.com/M5LNoxmeg7

— Aasif Mujtaba (@MujtabaAasif) October 4, 2022

ছয় মাস আগে মধ্যপ্রদেশের হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন অন্তত ৫০ জন মুসলিমের সম্পদ ধ্বংস করেছে। তখন হিন্দুদের রাম নবমীর উৎসবে সহিংসতার মিথ্যা অভিযোগ আনা হয়েছিল মুসলিমদের বিরুদ্ধে। এভাবেই উত্তর এবং মধ্য ভারতজুড়েও মুসলিমদের বাড়িঘর ধ্বংস করতে দেখা গেছে হিন্দুত্ববাদী প্রশাসনকে।

মুসলিমদের অভিযোগ, এগুলো তাদেরকে হয়রানি এবং একঘরে করে দেওয়ার নতুন প্রচেষ্টা। হিন্দুত্ববাদী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ভারতে ইসলামবিদ্বেষ নতুন মাত্রা পেয়েছে।

তথ্যসূত্র:

1. Three houses of Muslims razed down in Madhya Pradesh village, cops call Muslims “serial offenders”, Maktoob Media, 4th October 2022; - https://tinyurl.com/yz4zf992

3

০৪ঠা অক্টোবর, ২০২২

ঘানি সরকার কর্তৃক বিশেষ বিমানে বাগরামে পাঠানোর স্বীকারোক্তি আইএস সদস্যের: পেছনে তবে কে?

সম্প্রতি কুন্দুজ প্রদেশ থেকে খারেজি গোষ্ঠী আইএস’এর এক সদস্যকে গ্রেফতার করেছে ইসলামি ইমারত আফগানিস্তানের গোয়েন্দা বিভাগ। তার কাছ থেকে আইএস কর্তৃক কুন্দুজে হামলার কিছু পরিকল্পনা প্রকাশ করে সেগুলো রুখজে দিতে সক্ষম হয়েছেন ইমারতের চৌকস গোয়েন্দারা। পূর্বতন সরকারের সাথে তাদের সম্পর্কের কিছু গোপন দিকও উন্মচিত হয়েছে ঐ আইএস সদস্যের স্বীকারোক্তিতে।

জেনারেল ডিরেক্টরেট অফ ইন্টেলিজেন্সের আধিকারিকরা ফয়জুল্লাহ বিন রুস্তম নামের ঐ আইএস সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে। সে 'আব্দুল রহমান' ছদ্মনামে আইএস-এর একটি সামাজিক নেটওয়ার্কে সক্রিয় ছিল। সম্প্রতি খাওয়ারিজ গোষ্ঠীতে পুনরায় সম্পৃক্ত হয়েছিল সে। কুন্দুজ প্রদেশে এই গোষ্ঠীর পক্ষ্র বড় ধরণের হামলার চক্রান্তে সম্প্রিক্ত ছিল এই ফয়জুল্লাহ বা আব্দুল রহিম। আইএস'এর পরিকল্পনামাফিক নৃশংস কর্মকাণ্ড চালানোর আগেই বিশেষ অভিযানে তাকে গ্রেফতার করলেন জিডিআই কর্মকর্তাগণ।

অভিযুক্ত ফয়জুল্লাহ স্বীকার করেছে যে, পূর্ববর্তী আশরাফ ঘানি সরকারের আমলে তারা তালিবানের বিরুদ্ধে সরকারি সাহায্য পেয়েছে। সে বলে, "জাওজান প্রদেশের দারজাব জেলায় ইসলামিক আমিরাতের সামরিক চাপ বেড়ে যাওয়ার প্রেক্ষিতে পূর্ববর্তী সরকার আমাদের অতিথি ও বন্দী হিসেবে বিশেষ বিমানে করে সেখান থেকে বাগরাম কারাগারে পাঠিয়ে দিয়েছিল। পরে তালিবান মুজাহিদিন বাগরাম কারাগারে প্রবেশের আগেই তৎকালীন কর্মকর্তারা আমাদের জন্য দরজা খুলে দিয়েছিলেন। তখন আমরা নিরাপদে কারাগার থেকে বের হয়ে যাই।"

এখানে যৌক্তিক প্রশ্ন এসে যাচ্ছে, খারেজি আইএস সন্ত্রাসীদেরকে তালিবানের বিরুদ্ধে সহায়তা দেওয়া, তাদেরকে বিশেষ বিমানে স্থানান্তরিত করা কিংবা তালিবানরা দখল করে নেওয়ার ঠিক আগে আগে তাদেরকে বাগরাম কারাগারের 'মেহমানখানা' থেকে ছেড়ে দেওয়া – এর কোনটিই কি অ্যামেরিকার অনুমতি বা নির্দেশনা ছাড়া ঘানির পুতুল সরকারের পক্ষে সম্ভব ছিল?

আশা করা যায়, এই প্রশ্নের উত্তর এখন পাঠকের কাছে অনেকটাই স্পষ্ট।

এই ঘটনার প্রেক্ষিতে আরেকটি বিষয়ে দৃষ্টিপাত করা এখন সঙ্গত কারণে জরুরী।

তালিবান মুজাহিদিনের কাবুল বিজয় পরবর্তী সময়ে অ্যামেরিকা যখন কাবুল বিমানবন্দরে লোক দেখানো উদ্ধার অভিযান চালাচ্ছিল, তখন কথিত এই আইএস'এর বোমা হামলায় এবং 'আতঙ্কিত' মার্কিন সৈনিকদের গুলিতে প্রায় ২০০ জন আফগান নাগরিক প্রাণ হারায়।

আশ্চর্যের ব্যাপার হল, যে 'চৌকস' অ্যামেরিকান গোয়েন্দারা তালিবান মুজাহিদিনের এক সপ্তাহে আফগানিস্তান বিজয়ের ব্যাপারে কোন খবরই দিতে

3

পারেনি, তারাই কিনা আইএস'এর ঐ হামলার ১-২ দিন আগেই তার সংবাদ আগাম জানিয়ে দিতে পেরেছিল!

এই হিসেবটা মেলানোর ভারও নাহয় পাঠকের উপরেই ন্যাস্ত থাকল।

লিখেছেন: আব্দুল্লাহ বিন নজর

তথ্যসূত্র:

1. Khawarij’s Key Member Arrested in Kunduz - https://tinyurl.com/4xvt4nrx

ঝাড়খণ্ডে হিন্দুদের গণপিটুনিতে মুসলিম যুবক খুন

ঝাড়খণ্ডের গুমলা জেলার গোবিন্দপুরের বাসিন্দা ২২ বছর বয়সী মুসলিম যুবক মোহাম্মদ এজাজ খানকে গত ০৩ অক্টোবর সোমবার হিন্দুত্ববাদী উগ্র জনতা নির্মমভাবে পিটিয়ে খুন করেছে। ঘটনাটি ঘটেছে ঝাড়খণ্ড-ছত্তিশগড় সীমান্তে।

দৈনিক জাগরণ সূত্রে জানা যায়, অন্তত ৩০ জনের মত হিন্দুদের একটি উগ্র দল কুড়াল, লাঠি ও রড নিয়ে মোহাম্মদ এজাজ খানের ওপর নির্মমভাবে হামলা চালায়। হামলাকারী হিন্দুরা ছত্তিশগড়ের যশপুর জেলার পাত্রতলি অঞ্চলের বাসিন্দা।

স্থানীয় গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, সাহায্য চাওয়ার পরও ঘটনাস্থলে থাকা অন্যান্য হিন্দুরা তাকে সন্ত্রাসীদের হাত থেকে বাঁচানোর কোনো রকম চেষ্টাই করেনি। ফলে ঘটনাস্থলেই মারা যান মোহাম্মদ এজাজ খান।

উল্লেখ্য, গত ২৯ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার ভারতের ঝাড়খন্ড রাজ্যের বাসিন্দা মাওলানা আতাউল্লাহ কাসেমী নামক সম্মানিত একজন আলেমকে উগ্র হিন্দুত্ববাদী বজরংদলের সন্ত্রাসীরা আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করে। পরে আগুনে পোড়া দেহকে জঙ্গলে নিক্ষেপ করে। মাত্র ৪ দিনের ব্যবধানে আবার ঝাড়খণ্ড রাজ্যে আরেকজন মুসলিমকে হিন্দুরা পিটিয়ে খুন করেছে। এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করেনি হিন্দুত্ববাদী পুলিশ। ফলে মুসলিম বাসিন্দাদের মাঝে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ছে।

তথ্যসূত্র:

----

1. Mob brutally lynch Muslim youth in Jharkhand - https://tinyurl.com/2p9de9vk

কাবুলে বোমা বিস্ফোরণের খবর সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও মিথ্যা: কাবুল পুলিশের মুখপাত্র

3

সম্প্রতি আন্তর্জাতিক মিডিয়া আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ও প্রাণহানির সংবাদ ঢালাওভাবে প্রচার করেছে। তবে সেই খবরকে ভিত্তিহীন ও নিরেট মিথ্যা বলে অভিহিত করেছেন কাবুল পুলিশের একজন মুখপাত্র। ইসলামি ইমারত আফগানিস্তানের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে গতকাল ৩ আগস্ট, ২০২২ এই সংক্রান্ত সংবাদটি প্রকাশিত হয়।

কাবুল পুলিশের মুখপাত্র বলেছেন, "কিছু গণমাধ্যম কাবুল শহরের সীমানায় বিস্ফোরণের খবর প্রকাশ করেছে, যা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং একটি নিরেট মিথ্যা।"

তিনি আরও যোগ করেন, "আমরা এই কাজে জড়িত মিডিয়া আউটলেটগুলোকে নির্ভরযোগ্য এবং দায়িত্বশীল উৎস থেকে তথ্য নিশ্চিত করতে আহব্বান করছি। তারা যেন মানুষের মানসিক নিরাপত্তাকে আর বিভ্রান্ত না করে।"

উল্লেখ্য, গত বছর আগস্টে তালিবান মুজাহিদিনের কাবুল বিজয় এবং ইসলামি ইমারত ঘোষণার পর থেকেই তাদেরকে কলঙ্কিত করতে নানান ভুয়া তথ্য প্রচার করে আসছে অনেক 'বিখ্যাত' মিডিয়া। আর ইসলামি ইমারত আফগানিস্তানকে একটি অস্থিতিশীল দেশ প্রমাণ করতে তারা যেন উঠে-পরে লেগেছে। এভাবে তারা ইসলাম ও মুসলিমদের অর্জনকে ম্লান করে দিতে চায়।

এসব কারণে তালিবান কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে বিবিসি ও সিএনএন-এর মতো আন্তর্জাতিক দালাল মিডিয়াগুলোকে তাদের দেশে নিষিদ্ধ করেছেন। তবুও থেকে নেই ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে এই নির্লজ্জদের অপপ্রচার।

এমনই একটি অপপ্রচার ছিল কাবুলে বোমা বিস্ফোরণের এই মিথ্যা খবরটি। পুলিশ মুখপাত্রের মৌখিক বিবৃতির মাধ্যমে এই মিথ্যাটিও উবে গেল দালাল মিডিয়ার মিথ্যা চেহারা আবারো উন্মোচিত হল।

তথ্যসূত্র:

----

1. Reports of Explosion in Kabul are unfounded - https://tinyurl.com/mu7yjr7j

নৃশংস কায়দায় ফিলিস্তিনি যুবককে হত্যা: ৯ মাসে খুন কমপক্ষে ১৫০ মুসলিম

দখলদার ইসরাইলি সৈন্যদের হাতে আরও এক ফিলিস্তিনি কিশোর নিহত হয়েছেন। গত ১ অক্টোবর অধিকৃত জেরুজালেমের আল-ইজারিয়া শহরে রাস্তায় চলাচলের সময় কোন কারণ ছাড়াই গুলি করে হত্যা করে তাঁকে।

স্থানীয় সূত্র নিশ্চিত করেছে যে, ১৮ বছর বয়সী ফয়েজ খালেদ দমদম মোটরবাইক চালানোর সময় ইসরাইলি সৈন্যরা তাঁকে ঘাড়ে গুলি করে এবং ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। সম্পূর্ণ বিনা কারণে ও বিনা উস্কানিতে হত্যা করা হল ঐ যুবককে।

3

এ নিয়ে গত নয় মাসে পশ্চিম তীরে ১০০ ও গাজা উপত্যকায় ৫০ জনসহ মোট ১৫০ ফিলিস্তিনিকে হত্যা করলো ইসরাইল। গত কয়েক বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ হত্যাকান্ড এটি। মুসলিমদের জীবন আজ এতই মূল্যহীন হয়ে পড়েছে যে, যেকেউ যখন ইচ্ছা বিনা বাধায় মুসলিমদের হত্যা করছে, আর তাদেরকে কিছুই বলা হচ্ছে না।

ইসরাইলের প্রতি পশ্চিমা ক্রুসেডার দেশসমূহের পূর্ণ সমর্থন ও গাদ্দার আরব শাসকগোষ্ঠীর নিরবতায় বেপরোয়া ইহুদিরা নিয়মিতই এখন ফিলিস্তিনিদের হত্যা করে যাচ্ছে। এ অবস্তায় ফিলিস্তিনিদেরকে তাই আত্মরক্ষায় প্রতিটি আগ্রাসী ঘটনাতেই তাৎক্ষণিকভাবে রুখে দাঁড়াতে এবং শত্রুকে দাঁতভাঙা জবাব দিতে হবে; তাছাড়া মুসলিম উম্মাহকেও তাদের পক্ষে দাঁড়ানোর আহব্বান জানিয়েছেন ইসলামি চিন্তাবীদগণ।

তথ্যসূত্র :

----

1. Palestinian teen shot dead by Israeli soldiers in occupied Jerusalem **-** https://tinyurl.com/m349uwwx

---

হিন্দুদেরকে অস্ত্র হাতে রাখার উস্কানি দিলো হিন্দুত্ববাদী গায়ক

ভারতে এবার প্রকাশ্যে হিন্দুত্ববাদী গায়ক ধর্মেন্দ্র পান্ডে হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য হিন্দুদেরকে অস্ত্র হাতে তুলে নিতে বলেছে। উত্তরপ্রদেশের ইটওয়াতে বিজেপি নেতাদের উপস্থিতিতে এক জনসমাবেশে এমন বক্তব্য দেয় সে।

উক্ত সমাবেশের ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওতে দেখা গেছে, ধর্মেন্দ্র পান্ডে হিন্দু নারী-পুরুষদেরকে অস্ত্র কাছে রাখতে, অস্ত্র ধার দিয়ে রাখতে বলছে; যেন নরেন্দ্র মোদি যখন ভারতকে 'হিন্দুরাষ্ট্র' ঘোষণা করবে, তখন যারা এর বিরোধিতা করবে তাদেরকে হত্যা করতে পারে হিন্দুরা।

সমাবেশটিতে উত্তরপ্রদেশের সাবেক মন্ত্রী বিজেপি নেতা সাতিশ দ্বভেদীকে মঞ্চে উপবিষ্ট দেখা যায়। তার উপস্থিতিতেই হিন্দুত্ববাদী গায়ক ধর্মেন্দ্র এমন বক্তব্য দিয়েছে।

संदर्भित वीडियो का संज्ञान लिया गया। वीडियो पुराना होना प्रतीत हो रहा है। सम्पूर्ण वीडियो की जांच की जा रही है। आयोजक व उक्त वक्ता के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही प्रचलित की गई।

— SiddharthnagarPolice (@siddharthnagpol) October 3, 202

এদিকে ভিডিওটি ভাইরাল হওয়ার পর ভারতের হিন্দুত্ববাদী পুলিশ এটিকে অনেক পুরাতন বলে ঘটনাকে হালকা করতে চেষ্টা করে। অথচ ভিডিওতে সমাবেশের ব্যানারে দেখা যায়, সমাবেশটি ২০২২ সালের ৫ সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

০৩রা অক্টোবর , ২০২২

অখণ্ড ভারতের পদধ্বনি : পূজায় শুভেচ্ছা জানানোকে হারাম বলায় মুসলিম যুবক গ্রেফতার

অখন্ড রাম রাজত্বের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে বাংলাদেশে। মুসলিম অধ্যুষিত বাংলাদেশে মুর্তি পূজাকে শিরক ও কুফর বলাকে অন্যায় হিসেবে দেখা হবে, এটি ঘুনাক্ষরেও চিন্তা করেনি এ দেশের মুসলিমরা। অথচ এমনটিই ঘটছে ৯০ ভাগ মুসলিম অধ্যুষিত বাংলাদেশে।

নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলায় নিজের ফেসবুক স্ট্যাটাসে মুর্তি পূজাকে শির্ক ও পূজায় শুভেচ্ছা জানানোকে কুফর বলায় এক তরুণকে আটক করেছে হিন্দুত্ববাদীদের দালাল গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। ঐ যুবকের নাম মো. ইয়াছিন রুবেল। শনিবার সন্ধ্যায় উপজেলার চৌমুহনী থেকে তাঁকে আটক করা হয়।

১ অক্টোবর শনিবার রাত পৌনে ১০টার দিকে জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয় থেকে বিষয়টি গণমাধ্যমকে জানানো হয়েছে।

কি ছিল সেই পোষ্টে ?

আটককৃত মুসলিম যুবক তার নিজের ফেসবুক প্রোফাইলযে মুর্তি পূজা নিয়ে লিখেছিলেন "ইসলামে মূর্তি পূজা এক ভয়ংকর অপরাধ। অতএব কোন মুসলমান পূজাকে 'উইশ' করতে পারে না। পূজায় শুভেচ্ছা জানানো হারাম স্পষ্ট কুফুরি। "

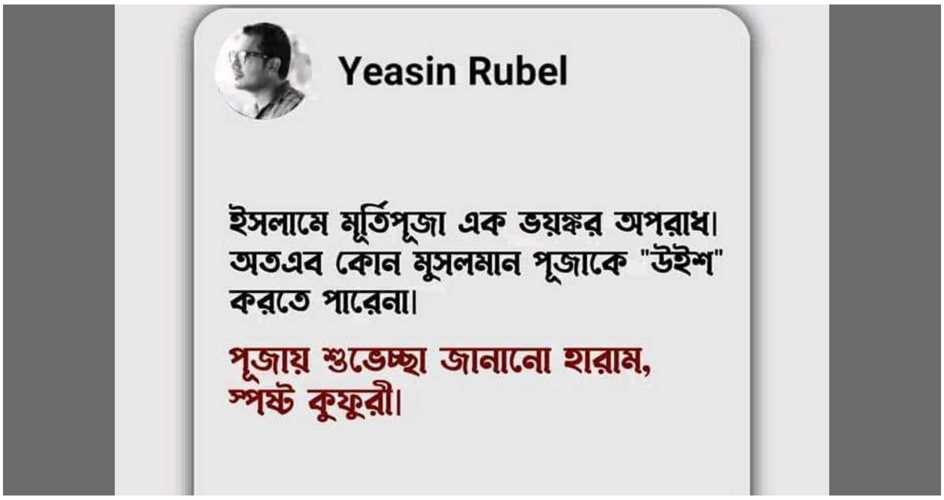

দালাল পুলিশের দাবি , 'তার এই পোস্টটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারকারীদের দৃষ্টিগোচর হলে উত্তেজনা ও ধর্মীয় সম্প্রীতি নষ্ট হওয়ার সম্ভাব হয়। উক্ত পোস্টটি দৃষ্টিগোচর হলে পুলিশ সুপার নোয়াখালী জেলারের নির্দেশনায় নোয়াখালী জেলা গোয়েন্দা পুলিশ তথ্য প্রযুক্তির

মাধ্যমে উক্ত ব্যক্তিকে সনাক্ত ও তাৎক্ষণিকভাবে অভিযান পরিচালনা করে শনিবার (১ অক্টোবর) বেগমগঞ্জ থানাধীন চৌমুহনী এলাকা হতে আটক করে। এ বিষয়ে আটক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ এবং তার সহযোগীদের সনাক্ত করাসহ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।'

কথিত বাক-স্বাধীনতার অযুহাতে এ দেশে নাস্তিক্যবাদীরা ইসলাম নিয়ে কটুক্ত করার দুঃসাহস দেখালেও, মুসলিমরা 'ইসলামে মুর্তি পূজা শির্ক'- এ কথাটুকু বলতে পারবেনা। তাহলে কি দেশ ভারতীয় উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের কথিত রাম রাজত্বের দিকেই মোড় নিয়েছে।

ভারতে প্রকাশ্যে নামাজ আদায়কে অন্যায় হিসেবে গণ্য করে মুসলিমদের গ্রেফতার করেছে হিন্দুত্ববাদীরা, আর বাংলাদেশে নিজের ফেইসবুকে মুর্তি পূজাকে শির্ক বলায় গ্রেফতারকে এ দেশে হিন্দুত্ববাদের প্রতিচ্ছবি হিসেবেই দেখছেন ইসলামি চিন্তাবিদরা। এই মুসলিম যুবককে গ্রেফতার করার বিষয়টি শক্ত হাতে প্রতিবাদ জানানোর প্রয়োজন বলে মনে করছেন ইসলামি চিন্তাবিদগণ।

তথ্যসূত্র:

১। ‘ধর্মীয় উসকানিমূলক পোস্ট’ দিয়ে যুবক আটক- - https://tinyurl.com/nhhuhsd4

শাবাব মুজাহিদিনের হামলায় পুলিশ কমিশনার সহ হতাহত ৬৫ এর বেশি গাদ্দার

সম্প্রতি সোমালিয়া জুড়ে হামলার তীব্রতা বাড়িয়েছে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এতে প্রতিদিন দেশটির গাদ্দার প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা সহ অসংখ্য সৈন্য নিহত এবং আহত হচ্ছে।

আঞ্চলিক সূত্রমতে, গত কয়েকদিনের লড়াইয়ে ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা হিরান রাজ্যের ছুটে যাওয়া অঞ্চলগুলি পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছেন। অঞ্চলগুলি পুনরুদ্ধারের পর, আশ-শাবাব যোদ্ধারা এখন রাজধানী অভিমুখে হামলার তীব্রতা বাড়িয়েছেন। সেখানে সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের টার্গেট করে হামলা চালানো হচ্ছে।

সূত্র মতে, গত ১ অক্টোবর দেশটির রাজধানী মোগাদিশুতে পরপর ৭টি হামলা চালিয়েছে আশ-শাবাব।

এসবের মধ্যে রয়েছে রাজধানী মোগাদিশুর বাগদাদ এলাকায় দেশটির স্পেশাল ফোর্সের উপর পরিচালিত সফল হামলা। যেখানে স্পেশাল ফোর্সের সামরিক কনভয় লক্ষ্য করে দুটি বিস্ফোরণ ঘটান মুজাহিদগণ। এতে একটি সাঁজোয়া যান ধ্বংস হয়ে যায়। এসময় তাতে থাকা ৯ সৈন্য নিহত হয়।

এদিন মুজাহিদগণ তাদের দ্বিতীয় সফল হামলাটি চালান রাজধানী মোগাদিশুর উত্তরে বালাদ শহরে। যেখানে মুজাহিদগণ সোমালি স্পেশাল পুলিশ ফোর্সের কমান্ডার-ইন-চিফ জেনারেল "ফারহান কারুলি"র কনভয়ে হামলা চালান মুজাহিদগণ। এতে উক্ত পুলিশ কমিশনার সহ সরকারের উচ্চপদস্থ আরও ৪

3

গাদ্দার কর্মকর্তা নিহত হয়। শহরটিতে মুজাহিদদের বীরত্বপূর্ণ এই অপারেশনে পুলিশ কমিশনারের সাথে থাকা সামরিক বাহিনীর আরও ১৩ সদস্য গুরুতর আহত হয়। এসময় কনভয়ের ২টি গাড়ি ধ্বংস এবং আরও কয়েকগুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

একই শহরে সরকারী মিলিশিয়াদের একটি কাফেলা লক্ষ্যবস্তু করে শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণ ঘটান মুজাহিদগণ। যাতে গাদ্দার সামরিক বাহিনীর অন্তত ৯ সৈন্য হতাহত হয়।

এদিকে রাজধানীর দক্ষিণ -পশ্চিম আফজাউয়ী শহরেও এদিন আরও একটি দুঃসাহসি হামলা চালান হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। যেখানে মুজাহিদদের অতর্কিত হামলায় সোমালি বিশেষ বাহিনীর ৭ সৈন্য নিহত এবং ১৬ এর বেশি সৈন্য আহত হয়।

অপরদিকে রাজধানীর যুবা এবং বে রাজ্যেও ২টি পৃথক হামলা চালান আশ -শাবাব মুজাহিদিন। উভয় স্থানে গাদ্দার মিলিশিয়াদের সমাবেশস্থল লক্ষ্যে করে অতর্কিত হামলা চালান মুজাহিদগণ। আর তাতেই ৮ এর বেশি গাদ্দার সৈন্য হতাহত হয়। সেই সাথে সামরিক বাহিনীর ২টি গাড়ি থেকে হয়ে যায়।

সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় মুজাহিদদের মোগাদিশু অবরোধ ও বিজয়কে তাই এখন সময়ের ব্যাপার বলে মনে করছেন ইসলামি বিশ্লেষকরা।

নবী (ﷺ)-কে কটূক্তিকারী নুপূর শর্মার উদ্যোগে হিন্দুদের ‘হ্যাশট্যাগ সন্ত্রাস

মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে কটূক্তিকারী নুপূর শর্মা এখনও তার সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন সময় উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের উসকানি দিয়ে টুইটারে সরব হচ্ছে এই হিন্দু সন্ত্রাসী নারী। গতকাল সে টুইটারে #IndiaIsAHinduNation নামে একটি হ্যাশট্যাগ দিয়ে টুইট করতে হিন্দুদের উৎসাহিত করেছে। এই হ্যাশট্যাগের মানে হলো , ভারত একটি হিন্দু জাতি।

এই হ্যাশট্যাগ ব্যবহার করে এখন পর্যন্ত ৬৮ হাজারেরও বেশি হিন্দুত্ববাদী টুইট করেছে। এসব হিন্দুত্ববাদীদের কেউ কেউ এই হ্যাশট্যাগ ব্যবহার করে লিখেছে , এই হ্যাশট্যাগের সাথে একমত হও নতুবা এই দেশ ছেড়ে চলে যাও ! অনেকে এই হ্যাশট্যাগের সাথে শেয়ার করেছে হিন্দুত্ববাদীদের স্বপ্নের অখণ্ড ভারতের মানচিত্র ; যেখানে বাংলাদেশ , ভারত, পাকিস্তানকে এক দেশ হিসেবে দেখানো হয়েছে এবং সে মানচিত্র ছেয়ে আছে হিন্দুদের গেরুয়া রং।

সুরেশ চাবহানকে এবং তার স্ত্রী মায়া সুরেশ চাবহানকে নামে হিন্দুত্ববাদী সাংবাদিকরাও এই হ্যাশট্যাগ ব্যবহার করে একটি ভিডিও শেয়ার করেছে। যে ভিডিওতে হিন্দু সন্ত্রাসীরা যেকোনো মূল্যে ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র বানানোর শপথ গ্রহণ করছে। এভাবে উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের উত্থান ঘটাতে নানাভাবে কাজ করে যাচ্ছে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কটূক্তিকারী নুপূর শর্মা। আর ভারতের হিন্দুত্ববাদী

সরকার তার জন্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে। তাকে সমর্থন জোগাচ্ছে ভারতের হাজার হাজার উগ্র হিন্দু।

প্রকৃতপক্ষে আজ মুসলিমদের বিরুদ্ধে উগ্র হিন্দুরা ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে। মুসলিমদের হত্যা করে তাদের স্বপ্নের অখণ্ড ভারতে রামরাজত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে এগুচ্ছে। অথচ অন্যদিকে এখনও প্রবল বেগে ধেয়ে আসা এই মুশরিক শত্রুদের বিরুদ্ধে মুসলিমরা বেখবর হয়ে আছে, নানা মতানৈক্যে বিভক্ত হয়ে আছে। আসন্ন এই বিপদ মোকাবেলায় মুসলিমদের পারস্পরিক বিভেদ ভুলে এক হয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ার প্রস্তুতি নেওয়ার পরামর্শ দেন হক্বপন্থী আলেমগণ।

সূত্র:

১. নুপূর শর্মার টুইট: https://tinyurl.com/2ndx2bar

২.মায়া সুরেশ চাবহানকে-এর টুইট: https://tinyurl.com/5n6kv54k

০২রা অক্টোবর, ২০২২

ফটো রিপোর্ট || সদ্য বিজিত অঞ্চলগুলিতে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করছে আশ-শাবাব

সোমালিয়া ভিত্তিক জনপ্রিয় ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন গত ১ অক্টোবর হিরান রাজ্যের পূর্বাঞ্চলীয় গুরত্বপূর্ণ মোকাকোরি জেলার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন। এই বিজয়ের একদিন না যেতেই জেলাটির ৪২০টি পরিবারের মাঝে প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করছে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব।

সূত্রমতে, আশ-শাবাবের জরুরি ত্রাণ কমিটি মোকাকোরি জেলা ছাড়াও এল বুরুর, আম্মারা, আদান ইয়াবাল, দাবাগালো বুসার, কারানরি, কারাবান, গোলওয়েন, দাদ শিম্বির ইত্যাদি অঞ্চলগোলিতেও কয়েক হাজার পরিবারকে খাদ্য সহায়তা দিয়েছে।

প্রতিরোধ বাহিনীর "খরা ও ত্রাণ" কমিটি এই মহৎ কাজটি সম্পন্ন করেছেন। যেখানে তাঁরা জেলাটির ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের মাঝে তাদের হক পৌঁছিয়ে দেন। আর এই বিতরণের সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন হারাকাতুশ শাবাব কর্তৃক নিয়োজিত হিরান রাজ্যের গভর্নর, হাওয়াদলে সম্প্রদায়ের এবং জুফাদার সম্প্রদায়ের প্রধানরা।

মকোকোরি জেলায় খাদ্য সামগ্রী বিতরণের কিছু স্থিরচিত্র নীচে দেখুন...

https://alfirdaws.org/2022/10/02/59657/

স্কুলে অভিযান ইসরাইলি সেনাদের: ভয়ে এক শিশুর মৃত্যু

3

সন্ত্রাসী ইসরাইলি বাহিনীর তাড়া খেয়ে ৭ বছর বয়সী রায়ান নামে এক ফিলিস্তিনি শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় শোকে স্তব্ধ হয়ে পড়েছে শিশুটির পরিবার ও তার সহপাঠীরা। গত ২৯ সেপ্টেম্বর ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরেরে বেথেলহামের একটি স্কুলে এ ঘটনা ঘটে।

ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রনালয় নিশ্চিত করেছে যে , ইসরাইলি দখলদার সৈন্যরা তাড়া করার সময় ভয়ে তার হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে মারা যায় সে। রায়ান মারা যাবার আগে তার স্কুলে দখলদার বাহিনী হামলা চালিয়ে টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে এবং গ্রেফতার অভিযান চালায়। এ ঘটনায় অসংখ্য ছাত্রকে ভয়ে ভীত হয়ে কান্নাকাটি করতে দেখা যায়।

রায়ানের মৃত্যুর একদিন আগে জেনিন শরণার্থী শিবিরে অভিযান চালিয়ে চার ফিলিস্তিনি যুবককে হত্যা করেছিল সন্ত্রাসী ইসরাইল। সাম্প্রতিক ফিলিস্তিনিদের ওপর গত কয়েক বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নির্যাতন চালাচ্ছে ইসরাইল। চলতি বছর এখন পর্যন্ত শতাধিক ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে দখলদার ইসরাইলিরা।

তথ্যসূত্র :
----
1. 7-year-old Palestinian boy dies while being chased by Israeli soldiers in Bethlehem
- https://tinyurl.com/45dy2t88

শেখ মুজিবকে কটুক্তি করায় ৭ বছরের কারাদন্ড : নবীজির (ﷺ) অবমাননায় নীরব কেন ?

শেখ মুজিবকে নিয়ে কটূক্তির দায়ে ফুয়াদ জামান নামের এক ব্যক্তিকে সাত বছর কারাদণ্ড দিয়েছে দালাল আদালত। সাইবার ট্রাইব্যুনালের বিচারক মোহাম্মদ আসসামছ জগলুল হোসেন বৃহস্পতিবার এ মামলার রায় ঘোষণা করে। চার বছর আগে শেখ মুজিবের হত্যাকাণ্ড নিয়ে ‘কটূক্তি ’ এবং হত্যাকারীদের সমর্থন দিয়ে ফেসবুকে পোস্ট দেওয়ার ঘটনায় এই শাস্তি দেওয়া হয় তাকে।

সাত বছরের কারাদণ্ডের পাশাপাশি আসামি ফুয়াদ জামানকে ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড , অনাদায়ে আরো এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে বলে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী নজরুল ইসলাম শামীম জানিয়েছে। রায়ের পর আদালতে উপস্থিত ফুয়াদ জামানকে সাজা পরোয়ানা দিয়ে কারাগারে পাঠানো হয়।

গাদ্দার সরকার শেখ মুজিবকে নিয়ে ফেইসবুকে পোস্ট দেয়ার ঘটনায় ৭ বছরের কারাদন্ড দিলেও , পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানব রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-কে নিয়ে কটুক্তিকারী কুখ্যাত শাতিমদের সবসময়ই নিরাপত্তা দিয়ে এসেছে। মুসলিম নামধারী কিছু কুলাঙ্গার কিংবা গো -মূত্রপায়ী সম্প্রদায়ের কেউ যখনই নবীজি (ﷺ)-কে নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে কটূক্তি করেছে , তখনই এমনকি সরকারের সর্বোচ্চ মহল থেকে পর্যন্ত ঐ শাতেমদের আইডি হ্যাক হওয়ার গল্প শুনিয়েছে ; আর নবী প্রেমিক প্রতিবাদকারীদের বুকে চালিয়েছে গুলি।

আবার নবীপ্রেমিক মুসলিমরা যখনই নাস্তিক্যবাদী শাতিমদের বিরোদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ -আন্দোলন গড়ে তুলেছেন , ঠিক তখনই শাতিমদের নিরাপত্তা

দেবার জন্য তাদের গ্রেফতারের নামে পুলিশি হেফাজতে নিয়ে গেছে সরকার। পরে মুসলিমরা শান্ত হয়ে ঘরে ফিরে গেলেই শাতিমদের মুক্তি দিয়ে নিরাপদে দেশ ত্যাগে সুযোগ করে দিয়েছে ভারত -পশ্চিমাদের দালাল সরকার -প্রশাসন।

ভারতের কুখ্যাত শাতিম নূপুর শর্মার বিরুদ্ধে যখন গোটা মুসলিম উম্মাহ প্রতিবাদ জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছে , তখনও হাসিনা সরকার মৌখিক প্রতিবাদটুকু জানায়নি। বরং নির্লজ্জ পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল মোমেন চট্রগ্রামে পূজা অনুষ্ঠানে হিন্দুদের বলেছে যে , নূপুর শর্মা ইস্যুতে ভারতকে আমারা প্রোটেক্টশন (নিরাপত্তা) দিয়েছি , মিডিয়াকে বেশি নিউজ প্রচার করতে দেইনি , নাউযুবিল্লাহ।

পশ্চিমা আইন ও গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার দালাল সরকার মুজিবের বিরুদ্ধে কিছু বললে কারাদণ্ড দিলেও , রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-কে নিয়ে কটুক্তিকারীদের দিচ্ছে নিরাপত্তা। হকপন্থী আলেম -উলামাগণ তাই বলছেন , এখন সময় এসেছে এসব দালাল শাসকগোষ্ঠীর মুখোশ উন্মোচন ও প্রতিরোধ করে ইসলামি শাসন ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার। এবং নবীজির (ﷺ) অবমাননাকারীদেরকে তাদের পাওনা বুঝিয়ে দেওয়ার।

তথ্যসূত্র :

১। বঙ্গবন্ধুর খুনির জামাতার ৭ বছর কারাদণ্ড - https://tinyurl.com/4w2ft3wh

---

ব্রেকিং নিউজ || হিরান রাজ্যের মোকোকোরি এবং কোহালী শহরের নিয়ন্ত্রণ নিল আশ -শাবাব

সোমালিয়ার হিরান রাজ্যের ঐসমস্ত অঞ্চল পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে আশ -শাবাব , যেগুলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তুরস্কের সহায়তায় সম্প্রতি দখলে নিয়েছিলো সরকারি বাহিনী। অন্যান্য রাজ্যেও আশ -শাবাব মুজাহিদিনের বিজয় চলমান রয়েছে আলহামদুলিল্লাহ্‌।

আঞ্চলিক সূত্র মতে , গতকাল ১ অক্টোবর আশ -শাবাব যোদ্ধারা মোকোকোরি শহর পুরোপুরি দখলে নিয়েছেন , যেটি ইতিপূর্বে ক্রুসেডার আমেরিকান বিমানের সহায়তায় গাদ্দার সরকারি বাহিনী দখল করেছিল কিছুদিন। এরমধ্য দিয়ে আশ -শাবাব যোদ্ধারা হিরান রাজ্যে ঐসমস্ত অঞ্চল পুরোপুরি শত্রুমুক্ত করেছেন, যা সম্প্রতি আশ -শাবাবের হাত থেকে ছুটে গিয়েছিলো।

ক্রুসেডার আমেরিকা ও তুরস্কের বিমানগুলির জোরালো সমর্থন পাওয়া সত্ত্বেও , গাদ্দার সোমালি বাহিনী আশ -শাবাবের ভয়ে অঞ্চলগুলি ছেড়ে পালিয়ে যায়।

এর এক দিন আগে গত ৩০ সেপ্টেম্বর রাজ্যটির কোহালি নামক একটি অঞ্চলে একটি ভারী যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। যেখানে আশ-শাবাব যোদ্ধারা ভারি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে গাদ্দার সোমালি সামরিক বাহিনীর একটি শক্ত ঘাঁটিতে তীব্র হামলা চালিয়েছিলেন। যেই যুদ্ধে সোমালি গাদ্দার প্রশাসনের সাথে জড়িত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ১০ নেতা সহ কমপক্ষে ৫০ সেনা সদস্য নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরও ২৫ এরও বেশি সৈন্য।

ঐদিন সরকারি বাহিনী কোনমতে অঞ্চলটির নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখলেও শেষ পর্যন্ত তারা ব্যর্থ হয়। কেননা আজ ১ অক্টোবর হারাকাতুশ শাবাবের বিশাল সামরিক বাহিনী যখন অঞ্চলটির দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, তখন সোমালি বাহিনী কঠিন ভয় পেয়ে যায়। ফলে সেনারা গতকালের মত আজ আর প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেনি, বরং সেনারা অঞ্চলটি ও এর আশপাশের এলাকাগুলো ছেড়ে পালিয়ে যায়।

সূত্র মতে, আশ-শাবাব গত কয়েকদিনের লড়াইয়ে হিরান রাজ্যের ১৫ টি এলাকার নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন। অপরদিকে জালাজদুদ রাজ্যেরও ৬টি এলাকার নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন শাবাব মুজাহিদিন। সরকারি বাহিনী আশ-শাবাবের ভয়ে একে একে শহরগুলি ছেড়ে পালাচ্ছে।

বিশ্লেষকরা বলছেন, তুরস্ক, আমেরিকা এবং আফ্রিকান বাহিনীর সাহায্যে, সোমালি সামরিক বাহিনী আশ-শাবাব থেকে সাময়িক সময়ের জন্য কিছু এলাকার দখল নিতে পেরেছিল ঠিকই, কিন্তু তাদের জন্য হতাশার এবং মুসলিমদের জন্য আনন্দের বিষয় হচ্ছে যে, এই মিলিশিয়ারা তাদের দখলকৃত এলাকাগুলি আশ-শাবাব যোদ্ধাদের থেকে রক্ষা করতে পারছে না। বরং ইসলামের দুশমন ঐ গাদ্দার শত্রুসেনারা পূর্বের চাইতে আরও বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ফিরে আসছে। আর ইসলামের সৈনিক আশ- মুজাহিদগণ আগের চেয়েও ক্ষিপ্র গতিতে আল্লাহ্র ধ্বংস করে এলাকাগুলো পুনরুদ্ধার করছেন আলহামদুলিল্লাহ্‌।

'সন্ত্রাসবাদের' ভুয়া অভিযোগে মুসলিম ব্যক্তিকে ছয় বছর জেলে আটক

জনাব আরশি কুরেশি, যাকে ২০১৬ সাল থেকে কঠোর ইউপিএ (UAPA) আইনের অধীনে আটক করে কারাগারে রেখেছে হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন। কোন তথ্য প্রমাণ ছাড়াই তার বিরুদ্ধে হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন অভিযোগ এনেছিল যে, তিনি নেকি কথিত 'সন্ত্রাসবাদ'এর সাথে যুক্ত।

গত ৩০ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার একটি বিশেষ এনআইএ আদালত তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ ভিত্তিহীন হওয়ায় দীর্ঘ ৬ বছর পর নিঃশর্ত খালাস দিতে বাধ্য হয়।

৫২ বছর বয়সী কুরেশিকে ২০১৬ সালে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তখন তিনি ইসলামিক স্কলার জাকির নায়েকের প্রতিষ্ঠিত ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন (আইআরএফ) এ অতিথি সম্পর্ক ব্যবস্থাপক হিসাবে কাজ করছিলেন।

কুরেশিকে আরও দু'জনের সাথে গ্রেফতার করা হয়েছিল, কেরালার একজন প্রচারক মোহাম্মদ হানিফ এবং জনাব রিজওয়ান খান, যাদেরকে মৌলবাদী হওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছিল।

কোরেশির আইনজীবী টি ডব্লিউ পাঠান, আই এ খান এবং ফয়জান কুরেশি বলেছিলেন, "কোন সময়ে কোন বেআইনি কার্যকলাপ প্রচারের জন্য বা কোনও নিষিদ্ধ সংস্থার কোনও কারণ বা উদ্দেশ্যকে সমর্থন করার জন্য কোনও বৈঠকের আয়োজন/উৎসাহিত করা/বক্তৃতা করার পরামর্শ দেওয়ার মতো কিছুই রেকর্ডে নেই।"

শুধু জনাব কোরেশি নয়, এমন হাজারো মুসলিমকে বিনা কারণে কোন তথ্য প্রমাণ ছাড়াই কারাগারে আটকে রেখেছে হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন। দেখা যায়, তাদের

3

বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ করতে না পারায় কিছু সামর্থবান মুসলিম হয়তো মুক্তি পায়; কিন্তু তাদের জীবন থেকে মূল্যবান দীর্ঘ সময় চলে যায়।

হিন্দুত্ববাদীদের প্রহসনের বিচারের কারণে অনেক মুসলিম পরিবার আজ ধ্বংসের দ্বারপান্তে উপনিত হয়েছে। চারিদিকে শুধু মুসলিমদের আহাজারি, আর্তনাদ আর চাপা কান্না শোনা যাচ্ছে, উপমহাদেশের সর্বত্র। এই অবস্থা থেকে উত্তরণে মুসলিমদের তাই নববী মানহাজ ও আদর্শে ফিরে আসার কোন বিকল্প নেই বলে মনে করছেন ইসলামি চিন্তাবীদগণ।

তথ্যসূত্র:
----

1. Muslim Man accused of terrorism acquitted after six years in jail
- https://tinyurl.com/msrrfeup

বুরকিনা ফাঁসোতে মুজাহিদদের অসাধারণ হামলা: ৫০ এর বেশি সৈন্য হতাহত

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ বুরকিনা ফাঁসোতে দেশটির গাদ্দার সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে ২টি সফল হামলা চালিয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এতে ১৮ সৈন্য নিহত এবং আরও ৩২ সৈন্য আহত হয়েছে।

দেশটির গাদ্দার সরকারের মুখপাত্রের বরাতে জানা গেছে, গত ২৬ সেপ্টেম্বর বুরকিনা ফাসোর সাউম প্রদেশে গাসকিন্দ অঞ্চলে সরকারি বাহিনী বড়ধরণের একটি হামলার শিকার হয়েছে। সূত্র মতে, অঞ্চলটির জিবো শহর হয়ে সরকারি একটি সরবরাহ কনভয় অতিক্রমকালে এই হামলার ঘটনাটি ঘটেছে। যেখানে শতাধিক সরবরাহ ট্রাক হামলার কবলে পড়েছে। হামলার পর অধিকাংশ ট্রাকেই আগুন জ্বলতে দেখা গেছে।

সরকার দাবি করছে যে, উক্ত সরবরাহ কনভয়ে হামলা চালিয়েছে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী 'জেএনআইএম'। এতে দেশটির গাদ্দার সেনাবাহিনীর ১১ সৈন্য নিহত এবং আরও ২১ সৈন্য আহত হয়েছে। নিখোঁজ রয়েছে আরও ৫০ এর বেশি সদস্য।

তবে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট মিডিয়া সূত্রগুলি এই হামলার বিষয়ে এখনো কোন মন্তব্য করে নি।

এদিকে গত ১৪ সেপ্টেম্বর বুরকিনা ফাসোর ওয়ার্সি অঞ্চলে আরও একটি সফল অভিযান পরিচালনা করছেন আল-কায়দা সংশ্লিষ্ট 'জেএনআইএম' যোদ্ধারা। যেখানে গাদ্দার বাহিনীর একটি সামরিক কনভয় টার্গেট করে অতর্কিত হামলা চালান মুজাহিদগণ। মুজাহিদদের অতর্কিত ঐ হামলায় সেনাবাহিনীর ৭ সদস্য নিহত এবং আরও ১২ সদস্য আহত হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ্।

3

০১লা অক্টোবর, ২০২২

রোহিঙ্গা মুসলিম নির্যাতন | আরাকানে নিখোঁজ ৪, গ্রেফতার ৩৭ মুসলিম

আরাকানে যুদ্ধ পরিস্তিতির ভয়াবহতার মধ্যেও থেমে নেই রোহিঙ্গা মুসলিমদের ওপর সামরিক আগ্রাসন। গত ২৯ সেপ্টেম্বর মিয়ানমার সামরিক বাহিনী ৪ জন রোহিঙ্গা টেক্সি ড্রাইভারকে গুম করে হত্যা করেছে।

জানা যায়, ঐদিন দুপুরের দিকে সামরিক জান্তারা ৪ জন রোহিঙ্গা ড্রাইভারকে জোরপূর্বক বাধ্য করে সেনাদের একটি সামরিক চৌকিতে পৌঁছে দেয়ার জন্য। সেনাদের সেখানে পৌঁছে দিতে গিয়ে আর ফিরে আসেনি রোহিঙ্গা ড্রাইভাররা। পারিবারিক সূত্র জানিয়েছে, এখন পর্যন্ত তারা ফিরে আসেনি এবং তাদের মোবাইল ফোন বন্ধ রয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে তাদেরকে হত্যা করা হয়ে থাকতে পারে।

অন্যদিকে জান্তা বাহিনী ইয়াঙ্গুন থেকে নতুন করে আরও ৩৭ জন রোহিঙ্গা মুসলিমকে গ্রেফতার করেছে। তাদের মধ্যে নারী-শিশু রয়েছে। বর্তমানে তাদের সবাইকে কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছে।

যুগ যুগ ধরে নিপিড়নের শিকার মাজলুম রোহিঙ্গা মুসলিমদের উদ্ধারে তাই মুসলিম জাতিকে তাদের সর্বাগ্রে সাহায্য করার আহ্বান জানিয়েছেন হকপন্থী আলেম-উলামাগণ।

তথ্যসূত্র:
----

1. 4 Rohingya Missing- - https://tinyurl.com/mswttdpj

2. 37 Rohingya got arrested by the junta Nawaday checkpoint Kann Ma - Yangon road today
- https://tinyurl.com/hehx8jkp

ফটো রিপোর্ট || সিরিয়ায় নুসাইরি ও রাশিয়ান বাহিনীর উপর শতাধিক হামলা আনসার আল-ইসলামের

সিরিয়ায় দখলদার রাশিয়ান বাহিনী ও কুখ্যাত শিয়া নুসাইরি বাহিনীর বিরুদ্ধে থেমে থেমে হামলা চালিয়ে যাচ্ছেন হকপন্থি মুজাহিদরা। যাদের মাঝে আনসার আল-ইসলাম অন্যতম।

আল-কায়েদা সমর্থিত এই দলটির অফিসিয়াল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট থেকে সম্প্রতি একটি রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে। যেখানে আনসার আল-ইসলাম নিশ্চিত করেছে যে, তাদের বীর যোদ্ধারা বিগত ৩ মাসে (জুলাই, আগস্ট, সেপ্টেম্বর) সিরিয়ার "জাবালুল-আকরাদ" এর ৬টি এলাকায় শত্রুদের উপর ১০০টির বেশি হামলা চালিয়েছেন। মুজাহিদদের এসব হামলার লক্ষবস্তুতে পরিণত হয় দখলদার রাশিয়ান বাহিনী ও কুখ্যাত শিয়া নুসাইরি বাহিনী।

3

রিপোর্টে বলা হয়েছে, মুজাহিদদের বীরত্বপূর্ণ এসব হামলায় কুফ্ফার বাহিনীর ৫০টি সেনা সদর দপ্তর ধ্বংস হয়েছে। সেই সাথে অন্তত ৩০ সৈন্য নিহত এবং আরও অসংখ্য সৈন্য আহত হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ্।

মুজাহিদদের এসকল বীরত্বপূর্ণ হামলার কিছু দৃশ্য দেখুন...

https://alfirdaws.org/2022/10/01/59635/

শরিয়াহ্ আদালত কর্তৃক ফের ৬ গুপ্তচরের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর

গত ২৯ সেপ্টেম্বর পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধাদের নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে চলতি মাসে আর ৬ গুপ্তচরের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর শরিয়াহ্ আদালত।

ঐ গুপ্তচরেরা ক্রুসেডার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থা এবং গাদ্দার সোমালি ফেডারেল সরকারের জন্য গুপ্তচরবৃত্তির কাজ করতো। এসব অপরাধীরা স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক গোয়েন্দা সংস্থার হয়ে মুসলিম জনগণকে হত্যার ষড়যন্ত্রে যুক্ত ছিলো।

সর্বশেষ প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাবের নিরাপত্তা বাহিনী গুপ্তচরদের একটি দলকে বন্দী করতে সক্ষম হন। পরে তাদেরকে ইমারাতে ইসলামিয়ার একটি শরিয়াহ্ আদালতে হস্তান্তর করা হয়। এসময় তাদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হয় এব অপরাধীরা তাদের অপরাধ শিকার করে।

পরে সকল সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে কাজী সাহেব ৬ গুপ্তচরের উপর শরয়ী হদ মৃত্যুদণ্ডের রায় ঘোষণা করেন। ফলে ২৯ সেপ্টেম্বর বিকালে শাবেলি রাজ্যের কোনিয়াব্রো শহরের একটি পাবলিক স্কোয়ারে তাদের উপর হদ প্রতিষ্ঠা করা হয়।

3